

বিনোদিনীর কথা ।

মালা গাঁগিয়া সাজাইয়া দেন । আমি একে দিন দুঃখের সম্ভান তাহাতে আবার অবলা , এই জন্ত প্রতিবাসি আমার দেখিয়াও দেখেন না । তাঁহাদের সম্ভানেরা আমার সঙ্গে খেলি খেলা করিতেও ভাল বাসে না । আমি আপনি খেলি আপনি দেখি, আপনি হাসি, — আপনি গাঁই, আমাকে কেহ দেখিয়াও দেখে না । না দেখুক তাহাতে আমার অভিমান করিবার অধিকার নাই । বিধাতা যদি আমাকে অভিমান করিবার অধিকারই দিবেন, তবে এই বজ্জ, এই, নানা পীড়নে উৎপীড়িতা, নানা দুঃখে জর্জরিতা, নানা নিগ্রহে নিগৃহীতা অন্ধ তমসচ্ছন্ন ঘোর হিংস্রক পশু সমাকুলিত বজ্জ আমি জীব কেন ?

তাহা হইলে আমি পৃথিবীর অন্ধ কোন ভূভাগে জন্মিতাম । অহো বিধাতা ! তোমার কেমন ইচ্ছা কিরূপে বলিব ? যে দেশে পুত্র কন্যা এত অন্তর, যে দেশে সংসারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেহ বুঝে না, যে দেশের সমাজেব অর্ধাঙ্গ একেবারে বিকল অবসন্ন এবং অকর্মণ্য সে দেশে আমার জন্ম কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? আমি অভিমান করিতে চাহি না, আমি একবার মনে চুঃখে কাঁদিব ! এই জন শূন্য প্রায় বজ্জের এক প্রান্তস্থিত পল্লী কুটীরে বসিয়া ঐ গৈরী বাতান্দোলিত বংশ পত্রাবলী প্রতি চাহিয়া একবার মন খুলিয়া কাঁদিব ! বিধাতা ! আর কতকাল ? কতকালে দীন। অন্ধ বদীর। বজ্জের চক্ষু কর্ণকুটিবে ? কতকালে বঙ্গবাসির মোহ নিস্ত্র ভাঙিবে ? বলিয়া বলিয়া কণ্ঠ বিকল হইল, কাঁদিয়া কাঁদিয় চক্ষের জল কুরাইল, তথাপি বঙ্গবাসীর চৈতন্য হইল না । তথাপি বাঙ্গালির হৃদয় ভিজিল না ! আর কাজ নাই । আর এপক্ষপাত পূর্ণ বজ্জ বলিয়া কাজ নাই । যে দেশে কেবল দাসত্ব করিবার জন্য, উদরারের জন্য শিক্ষা, দিক্ষার

বিনোদিনী ।

প্রয়োজন, সেই দেশে শত সহস্র বর্ষ হাহাকার করিলেও কেহ আমার মুখপানে ফিরিয়া চাহিবে না। সে দেশে চিরদিনই একদিকে অমাবস্যার আতঙ্ক জনক অন্ধকার বিরাজ করিবে। চিরদিন সংসারের এক অন্ধ বিকল ও অকর্মণ্য থাকিবে। বাঙ্গালি কখনও কখনও স্পর্শ করে “আমি মানসিক বলে বলবান্ আমাদের জন্মভূমী বঙ্গ বিবিধ শস্য প্রসবিনী।, আমি অস্পন্দিত বালিকা এ সকল কথা কিছু বুঝিতে পারি না। বঙ্গবাসী প্রকৃত মানসিক বলে বলীয়ান্ হইলে এবং বঙ্গভূমি প্রকৃত শস্য প্রসবিনী হইলে আমাদের তাহা মৌড়াগোঁয়ার এবং স্লামার কথা। এই বঙ্গ আমাদের মাতৃভূমি। আমি অবলা হইলেও, তুমি পুরুষ, তোমার মত আমিও ইহার সুখ দুঃখের অংশভাগী। তুমি আমার কথা আপাততঃ তিদ্ধ বলিয়া বিরক্ত হইও না। বলি শুন,—

ভ্রাতঃ বঙ্গবাসিন্ ! তুমি মানসিক বলে বলীয়ান্ হইয়া আমাদের কি করিতেছ? আর বঙ্গভূমি শস্য শালিনী হইয়া আমাদের কি হইতেছে? তুমি মানসিক বলে বলবান্ হইয়া আমাদের চক্ষের জল কি মুছাইতে পারিয়াছ? আর বঙ্গভূমি! তুমি শস্য প্রসবিনী, রত্ন প্রসবিনী, তুমিও কি আমাদের পর প্রত্যাশা নিবারণ করিতে পারিয়াছ? আমাদের হস্তে ভিক্ষা পাত্র পদে দাসত্যাশ্রয় পরিধানের জীর্ণ বস্ত্র এবং জঠরানলের অসহ্য দাহ যেমন ছিল তেমনিই রহিয়াছে! তবে কিসে তোমার মানসিক বল স্বীকার করিব? কিসেইবা তোমাকে শস্য প্রসবিনী বলিব? সিবিল গৃহে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শূন্য শব্দ ময় উপাধি লাভ করিতে পারিলেই মানসিক বলের পরিচয় দেওয়া হয় না। যে বাঙ্গালি স্বদেশের সমাজের কতি রুদ্ধি ইচ্ছা নিষ্ঠ ধ্যান ধারণা করিতে পারিল না, যে আপনার অর্জাজের ভয়দশা, এক চক্ষের এক কর্ণের, এক বাহুর, এক পদের, অকর্মণ্যতা, বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিকার করিতে

বিনোদিনীর কথা ।

শিথিল না । আবার মানসিক বলে কিসের বলিয়ান্ ? আর যে শয্য জগিবা মাত্র পঞ্চভূতে লুটিয়া থাকিল, যাহার শয্য তাহার । জঠরানল জ্বলিতে থাকিল সে শয্য জ্বলিলেও জগে নাই, তাহা পথের ধূলি ! সুতরাং বাঙ্গালীর এই দুইটী গৌবব কেবল মিথ্যা জল্পনা মাত্র । বাঙ্গালির আশা ভরসা সকলি পারের হস্তে আহ্বার, নিদ্রা, ভয় ব্যতীত মনুষ্যের আর যে কোন মহত্তর কাৰ্য্য আছে, তাহা এইক্ষণ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসিন্য শিখেন নাই । এবং শিক্ষা করিতে ইচ্ছাও করেন না । সুতরাং আমাদের আশা ভরসা এখনও দিগন্ত-ব্যাপি নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন ।



পূর্ণনন্দন ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

পরম হৃৎসের গমনের কয়েক দিবস পরে, একদিন অপরূপে অমলকরূক্ষ বাসা বাসীতে বসিয়া আছেন । নিদাঘ-কালীন মাধ্যাহ্নিক তাপে পরিতপ্ত হইয়া, এখন অপরূপ সন্মীরণের আপেক্ষিক শৈত্য উপভোগ করিতেছেন । মনের গতি কখনও স্থিতি কখনও অস্থিতি । এ সময় একাকী বসিয়া নানা চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন । তখনই বোলাকটাদ বাজাব হইতে ফিবিয়া আসিয়া কহিল,—

“ বাবু ! হুতন পাকা আম উঠিয়াছে দেখিয়া, চারিটী লইয়া আসিলাম ।

অমল । ‘কৈ আম ? দেখি ।

বোলাকটাদ আম কয়টী অমলকরূক্ষের সম্মুখে লাজাইয়া দিল — অমলকরূক্ষ আমগুলি নাড়িয়া চারিয়া দেখিতেছেন । — এমন সময়ে

বিনোদিনী ।

কলিকাতা-দেশে তৎকাল-পরিহিত ব্যক্তিধারী এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,

“এ বাটীতে অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামে কেহ আছেন ?

অমল । ‘কেন ? তুমি কে ? তাঁহাকে প্রয়োজন কি ?’

আগন্তুক কহিল,—আমি ডাক হরকর, তাঁহার নামে এক খানি চিঠি আছে ।

অমলকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, তাঁহাকে কে কোথা হইতে পত্র দিল ? তিনি কোথায় আছেন, তাহাই বা কে সন্ধান পাইল ?—একবার এ সকল কথা ভাবিলেন । যাহা হউক অনেক দিনের পর তাঁহার নামে পত্র আসিয়াছে কে লিখিয়াছে, দেখি-তেও বড় কৌতূহল । তিনি কহিলেন,

‘আমার নামই অমলকৃষ্ণ ।’

হরকর। তাঁহাকে পত্র প্রদান করিল । তিনি পত্র গ্রহণ করিয়াই নিজ নামে শিরোনাম দেখিলেন ; আর তৎপাশ্বেই প্রেরকের নামের স্থলে লিখিত আছে,

‘রমেশ চন্দ্র রায়

দেবদাসপুর ।’

পাঠ করিয়া আরও কৌতূহলী হইলেন । পরমাত্মীয় রমেশ পত্র লিখিয়াছেন,—কত কালের পর বাটীর সংবাদ পাইবেন, প্রাণ প্রতীমা বিধুমুখীর সংবাদ পাইবেন । বিস্ময়, আনন্দ ও ভয়ের সহিত পত্রের আচ্ছাদনোন্মোচন করিলেন । সর্কোতহলে রমেশ বাবুর পত্র পাঠ্যারম্ভ করিলেন ।—

“প্রিয় বন্ধু অমল !

“অনেক দিনাবধি তোমার কোন সংবাদাদি পাই নাই । কতবার তোমাকে পত্র লিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, কিন্তু কো-থায় লিখিব, কিছু স্থির করিতে পারি নাই । সম্প্রতি অনেক

পূর্ণগমনস্কাণ্ড ।

সন্ধানের পর অবশ্যত হইলান, তুমি কয়েক দিন এলাহাবাদে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছ ।

“ ভাই অমল, এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কোথায় তোমাকে শুভ সমাচারে আহ্বানিত করিব, না আবার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাকে যোরতর সর্বনাশের সংবাদ দিতে উদ্যত হইয়াছি ।—তুমি আমার নিকট তোমার পরিবার বিধুমুখীর যেরূপ সদৃশ ও পবিত্র মতিবের পরিচয় দিয়াছিলে, তাঁহাতে তাঁহাকে অতি নির্মল-চরিত্রা সতী বলিয়াই আমার সংস্কার ছিল । কিন্তু কি করি আজ পাপিষ্ঠের ন্যায় এই সংবাদ দিতে বাধ্য হইলাম ;—একগে তোমার বিধুমুখী ব্যভিচার দ্বারা কুল ত্যাগ করিয়াছেন ।—এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অমলকৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল ; তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, মনসিক শক্তি সকল শিথিলীকৃত হইতে লাগিল; হস্ত-স্থিত পত্র আপনি স্ফলিত হইয়া পড়িয়া গেল ; পত্রের অবশিষ্টভাগে আত্মীয়তা ব্যঞ্জক কত কথা লিখিত ছিল, সে গুলি পঠিত হইল না । ক্রমে তাঁহার চক্ষুজ্বল স্বতঃ অপসৃত হইল ; তিনি উদ্ভূতের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ।—যেন কি ছিল, তাহা নাই ; যেন কি ছিল না, তাহা আসিল । অথচ সে দৃষ্টির কোন অর্থ নাই ।

বোলাকচাঁদ এ পর্য্যন্ত নিকটে বসিয়া ছিল । সে অমলকৃষ্ণের এই সকল ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, অবাক হইল ; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইতে পারিল না । কিন্তু বুঝিতে পারিল, এই নূতন সৃষ্টির উপকরণ পত্র মধ্যেই নিহিত ছিল, উপযুক্ত শিল্পীর হাতে পড়িয়া, গঠিতাবয়ব ধারণ করিল ।

বোলাকচাঁদের চক্ষুঃপ্রাপ্তে জল-রেখা দেখা দিল । ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু হয়ত কোন সর্বনাশ সূচক উত্তর পাইবে ভাবিয়া, আবার সেই ইচ্ছার সন্ধান করে ।—ক্রমে

বিনোদিনী ।

মনের অত্যন্ত ব্যাকুলতা বশতঃ আর কথা না কহিয়া, থাকিতে পারিল না । বোলাকচাঁদ ভীতি সঙ্কুচিতস্বরে বলিল,

“ চঠাৎ ওরূপ হইলেন কেন ? ,

হয়ত সে বাক্য অমলকক্ষের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইল না । তিনি পূর্ব্ববৎ চকিত নেত্রে অনর্থক দৃষ্টি ক্রিয়ার দাসত্বে নিবৃত্ত । কি-রৎক্ষণ পরে অমলকক্ষ বোলাকচাঁদের প্রতি স্ফূরিত দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ‘ বিধুমুখীর রূপ-রাশি ক্ষুদ্র ঘরে আঁটিবে কেন ? তাই কোন বড় অট্টালিকা মাজাইবার সামগ্রী হইয়াছে—বেস্—বেস্ বিধু, বেস্ মেজেছ ত ? ,

ইহাতে বোলাকচাঁদ বুঝিল যে মন্ত্রে ভুজঙ্গ মুগ্ধ, সে এই মন্ত্ৰ । অথবা সে মন্ত্ৰের এই আভাস ।

এইরূপ আরও কিয়ৎক্ষণ গত হইল । কালের গতি অনিবার্য্য তুমি আত্মীয় বিরোধ কাতর, রোদন কর, নয়ন জলে ধরা পরি-বিক্ত কর, তোমার শোক দুঃখে অন্য লোকে ব্যাকুলিত হউক ; নিষ্ঠুর কাল তোমার সে শোক হুঃখ দেখিয়াও দেখিবে না, তোমার জন্য তিলান্নও অপেক্ষা করিবে না ; যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে । ঘটিকা যন্ত্রের কীলক বিজড়িত দাতু তন্তুমন্ত্র সহযোগে অনবরত অপসারিত হইতেছে, পুনরাপি যন্ত্র কোশলেই সে তন্তু ফিরিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার অপসরণাদি ক্রিয়ায় কালের যে অংশ অপসৃত হইল, তাহা আর ফিরিবে না ; যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে । তুমি বিমল-সলিল-ময়ী স্বখাত কল্লোলিনী পরিবেষ্টিত বিবিধ-ফল-কুসুম-শোভিত উদ্যান বি-ছাদী যুবরাজ, তুমি উদ্যান প্রাসাদে বন্ধু বান্ধব লইয়া, প্রমোদ-পূর্ণ নৃত্যগীতাদি ক্রীড়া কলাপে বিভোর হইয়া সুখের পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিতেছ, তুমি সুখে আনন্দে প্রেমে টলমল করিতেছ ;

ফলে তোমার সে আমোদ ও উদ্ভব করিল ; তুমি দিবাস-রাত্রি-প্রহরের সময় উঠানে আসিয়াছ, এখন দিবা অবসান হইয়াছে, তুমি দেখিলে কাল তোমার অতুল আমোদ-সন্তোষকে উপেক্ষা করিয়া না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে ; তুমি বুঝিলে কাল বসিয়া থাকিবার নয়, কাল যাইবে যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে । যে নিশা প্রভাত হইলেই রামচন্দ্রকে নিয়তি কৌশলে অবশ্যস্তাবিনী রাজলক্ষ্মী বিসর্জন দিয়া বনবাসী সরাসী হইতে হইবে, সে নিশাও ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া যথা সময়ে প্রস্থান করিয়াছিল, কাল কাহারও অনুরোধ মানে না ; যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে । তবে আজ বিধুমুখীর ব্যভিচার সম্বাদ পরিতপ্ত অমলকৃষ্ণের উদ্ভবতা দেখিবার নিমিত্ত রাজকর্য্য পরিহার পূর্ব্বক কাল কেন আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে ? যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে । কাল তাই গেল—এখন সন্ধ্যা হইয়াছে ।

অমলকৃষ্ণ এখনও বিহ্বল ভাবেই বসিয়া আছেন । কখনও হস্তের সহিত বাতুল-বৎ বকিতেছেন, কখনও নিতম্ব জড়বৎ বসিয়া রহিয়াছেন । বোলাকচাঁদ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া, অমলকৃষ্ণকে আশ্রয় ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিল, অমলকৃষ্ণ নীরব । বোলাকচাঁদ বাজলা লেখা কষ্টে স্বক্টে পড়িতে পারিত ; সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া, অমলকৃষ্ণের সম্মুখপতিত পত্রখানি ধীরে ধীরে কুড়াইয়া লইল এবং তাহার ছিন্ন কেশিশের ব্যাগ হইতে তাহার বাহ্যভূরীর পরিচয় স্বরূপ চসমাখানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইল ; ধীরে ধীরে দীপ-সন্নিহিতে গিয়া পত্র-পাঠ আরম্ভ করিল ; অনেক ক্ষণের পর মুখভঙ্গী করিতে করিতে পত্রের ভাবার্থ কতক সংগ্রহ করিল ।



উনবিংশতি পরিচ্ছেদ ।

বোলাকটাদ পত্র পাঠ করিয়া অতীব চাঞ্চল্যিত হইল : তাহার ছাত্রপিতৃ সমবেগে স্পন্দিত হইল ; ভাবিল কি সৰ্ব্বনাশ ; অমলকৃষ্ণকে সাস্তুনা বাক্য দ্বারা স্থির-চিত্ত করিবে ইচ্ছা করিল, তাহার সে ইচ্ছা বিশেষ ফলবতী হইলেনা ; অমলকৃষ্ণ এখনও পূৰ্ব্ববৎ অবস্থাপন্ন । ক্রমে রাত্রি সঙ্গীত প্রহর অতীত হইল, গৃহমধ্যে এক পার্শ্বে দীপ জ্বলিতেছে । বোলাকটাদ ঘীরে ঘীরে উঠিয়া অমলকৃষ্ণের শয্যা প্রস্থত করিল—অমলকৃষ্ণকে শয়ন করিতে অনু-রোধ করিল—অনুরোধ বিফল হইল, অমলকৃষ্ণ শয়ন করিলেন না । উত্তরেই নিশুন্ধ ভাবে উপবিষ্ট !

অনেকক্ষণেরপরে অমলকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থের ন্যায় একটী কথা কহিলেন ; কহিলেন, ‘আমি বড় সৰ্ব্বনাশের সংবাদ পাইয়াছি ।’

বোলাকটাদ নিশুন্ধ হইয়া থাকিল ।

অমলকৃষ্ণ পুনরপি কহিলেন. ‘আমার কাছে একখান চিঠি তাহা কৈ ?’

বোলাকটাদ কহিল, ‘চিঠি আমার কাছে এই আছে, আমি চিঠি পাড়িয়াছি ।’—এই কথা বলিয়াই, সে কেমন একটু অপ্রতী-ভের মত হইল । যাঁহা হউক এখন অমলকৃষ্ণের চিত্ত-চাঞ্চল্যের কিছু লাঘব হইয়াছে, বোলাকটাদের অন্তঃকরণে এই বিষয় প্র-তীত হওয়ায়, সে পরমাঙ্গাদিত হইয়াছে । বিবেচনা করিল এখন সাস্তুনা বাক্যে ফল লাভ হইতে পারে । এই ভাবিয়া বোলাকটাদ কখনও হুই একটী ক্ষুদ্র কথ্য কহিতে লাগিল ; কিন্তু সে রাতে অমলকৃষ্ণের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে চাঞ্চল্য চ্যুত হইল না । ক্রমে ক্রমে নিশার তৃতীয় যামও অতিক্রান্ত হইল ।

বসন্ত বা গ্রীষ্ম-কালে কোকিল ডাকিলেই বাঁহার প্রভাত বুঝে, আজ তাহার প্রতারণিত হইলেন ; বুঝিতে পারিলেন, কুহরব

প্রভাত বর্ণনের মাত্র সামগ্রী নহে, কারণ এক প্রহর রাত্রি থাকিতেও এখন কোকিল ডাকিল। বোলাকচাঁদ মনে মনে ভাবিল প্রভাত না হউক রাত্রির শেষাবস্থা বটে; কথা কহিয়া বলিল,

‘আজকার রাত্রি কি দীর্ঘ ?

এই সময়ে অমলকৃষ্ণের নেত্র-দ্বয় ঠিক নিম্না ভাষাকান্ত হইতে লাগিল; নিকটে শয্যা প্রস্তুত ছিল, তিনি ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন। বোলাকচাঁদ শয্যা পার্শ্বে বসিয়া, তাল-হস্ত দ্বারা ব্যঞ্জন করিতে লাগিল। কিরৎক্ষণ পরে অমলকৃষ্ণকে নিমিত্ত দেখিয়া নিজেও একপার্শ্বে শয়ন করিল এবং নিম্নাভীভূত হইল।

প্রভাত সময়ে অমলকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখিতেছেন। স্বপ্নে যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, আখ্যায়িকা লেখক যেন মস্ত-বলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্মরণ্য পাঠক মহাশয় অত্রই তাহা জাগত হইতে পারেন। অমলকৃষ্ণ দেবদাসপুর দেখিলেন, চন্দন নগর দেখিলেন, রামদাস বন্দোপাধ্যায়ের বাটী দেখিলেন। জ্ঞান দেখিলেন, তিনি শ্বশুর গৃহে দৈনন্দিক শয়নে রহিয়াছেন; জ্ঞান বিধুমুখী সম্বন্ধে এই হুতন ঘটনার অস্তিত্ব মানিয়া, রূত আন্দোলন করিতেছেন, রোদন করিতেছেন, আত্ম হত্যার উপায় নির্ধারণ করিতেছেন, আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবেন না বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছেন। আবার ভাবিতেছেন; বিধুমুখী ব্যভিচার দুই হইয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তিনি কোন্ লজ্জায় তাহার সম্বন্ধে তাহাদের বাটীতে রহিয়াছেন? এই সময়ে দেখিলেন, যেন কোথা হইতে বিধুমুখী আসিয়া, গিরো-নাস্ত উপাখ্যান পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া আপনাবিকসিত কমলো-পম কোমল কর পল্লব অমলকৃষ্ণের ললাট-তলে সন্নিবেশিত অঞ্চ দুই একবার সঞ্চালিত করিতে করিতে বলিলেন;—

‘ তুমি কি ক্ষেপিয়াছ ?

অমল এই কথা শুনিয়াই; অমলকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন । আবার চতুর্দিক চাহিয়া দেখিলেন,—কোথায় চন্দন নগর ? কোথায় বিধুমুখী ? বুঝিলেন তিনি যথ প্রদেখিতেছিলেন । ভ্রান্তির কতক শান্তি হইলেও ভাবিতে লাগিলেন, পত্র মিথ্যা হইতে পারে । কিন্তু রমেশচন্দ্র পত্র লিখিয়াছেন ; তবে মিথ্যা ইবা কিরূপে বলেন ? পত্র মিথ্যা নহে । তবে কি সত্য ?—বিধুমুখী কি সত্যই ব্যভিচারিণী হইয়াছে ?—দুইটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । বোলাকচাঁদকে নিকটে ডাকিলেন ; বলিলেন,

‘ বোলাকচাঁদ ! এ পত্র কি সত্য বোধ হয় ?

বোলাক ‘ যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কেমন লোক ?

অমল ‘ তিনি অতি ধার্মিক ও হায়বাদী—এবং আমার পরমাত্মীয় ও বিশ্বাসী ।

বোলাক । ‘ এ লেখা তাঁহার বলিয়া আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন ?

অমল । যতদূর চিনিতে পারিয়াছি, তাহাতে অবিশ্বাস করা যায় না ।

বোলাক । ‘ দেবদাসপুর বা অথ কোম স্থানে আপনার কেহ শত্রু ছিল ।

অমল । ‘ কৈ—আমি জানিতাম এমন বিশেষ শত্রু দেখিতে পাই না ।

বোলাকচাঁদ নীরবে অঙ্গুল্যপ্রভাগ দ্বারা মূর্ত্তিকা স্পর্শ করিল । অমলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

কি বোলাকচাঁদ ! ঘটনাকি সত্য বোধ হইল ?

বোলাকচাঁদ অনেকক্ষণের পর উত্তর করিল,

‘ কিছু বুঝা যায় না ।

অমলকেশ্বর আর ভৎসন অপরিহার্য্য হইল । তিনি
 ৭২ দিন দেশে দেশে কেবল ভ্রমণ করিয়াছেন, বিধুমুখীর কোন
 সংবাদ লয়েন নাই কেন ? এতকালের মধ্যে তিনি বিধুমুখীকে
 কি একখানি পত্র লিখিতেও অবসর পান নাই ? কেন অবসর
 পান নাই ? তিনি কোন্ কুহকে পড়িয়া বিধুমুখীকে এতদিন
 ভুলিয়াছিলেন ? তিনি সরল । অবলার দুঃখে হুঃখিত হয়েন
 নাই, এখন আক্ষেপ করেন কেন ? তিনি পাপিষ্ঠ—প্রতারক
 ঘোর চুরচুরের কাজ করিয়াছেন । তাঁহার পাপের প্রতিকল
 এই দুর্ঘটনা—তিনি স্বীয় দেহ-পাত দ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত
 করিবেন স্থির করিলেন । অভিপ্রায় বোলাকটাদকে জানাই-
 লেন, বোলাকটাদের চক্ষে অমনি জল পড়িল ।

বোলাকটাদ ক্ষণপরে চক্ষের জল মুছিয়া বলিল,

‘এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন ।’

অমল । প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু বাঁচিয়া মুখত
 কিছু দেখি না—সমাজে ব্যভিচারিণী বিধুমুখীর স্বামী হইয়া বাঁচিয়া
 থাকা বড় বিড়ম্বনা ! উঃ ! বিধুমুখী কি সত্যই ব্যভিচারিণী ? কি
 যন্ত্রণা ! কি অন্তর্জ্বালা !

বোলাক । মহাশয় ! সংসার যেরূপ ভেল্কির জিনিষ,
 তাহাতে আপনার পরম বন্ধু রমেশ বাবু যে পত্র লিখিয়াছেন,
 তাহার সত্যতাকেও একেবারে নিঃসন্দ্বিধরূপে বিশ্বাস করিতে
 সঙ্কোচ করিতে হয় । তাই একটা পরামর্শ ভাবিতেছি, এরূপ
 করিলে ভাল হয় না ?

অমল । ‘কি করিতে বল ?’

বোলাক । ‘আপনি রমেশ বাবুকে এই ঘটনা সম্বন্ধে এক-
 খানি পত্র লিখুন, তিনি তাঁহার পুনঃ পত্রে কি উত্তর লেখেন,
 তাহার অপেক্ষা করিতে হইতেছে ; উত্তর পত্র না পাইলে

কর্তব্য স্থির হইতে পারে না, এবং আপনিও বিধুমুখী সম্বন্ধে হতাশ হইতে পারেন না ।

অমল । ‘আমি তাঁহাকে কি বলিয়া পত্র লিখিব ? তাঁহার প্রতি আমার অনুমাত্র অবিশ্বাস নাই ; তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে, বিধুমুখী নিশ্চয়ই ব্যতিচারিণী—সুতরাং বিধুমুখী আমার এ জন্মে আর প্রাপনীয় নহেন । তবে আর মাথা-মুণ্ড কি লিখিব ?—বিধুমুখীর দশা জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, যদি পত্র কোন প্রকারে আত্মের হাতে পড়ে, তবে সমাজ উপহাসাস্পদ হইব ! আবার বলি বিধুমুখীকে ত আর পাইব না ।

বোলাক । ‘তবে অনুমতি করুন, আমি বাঙ্গালা যাই; যত-শীঘ্র পারি, চন্দন নগরের সত্য সংবাদ লইয়া আসি ।

অম । ‘বোলাকটাদ ! তোমার আশা বেশ পরিপূর্ণ !—আর এক কথা বলি, বিধুমুখী যে অবস্থাতেই থাকুন, বেঁচে আছেন বোধ হয় ?

বোলা । ‘ঘটনার কথা কে বলিতে পারে ? আমরা যত আন্দোলন করিতেছি, হয়ত সকলই কাপ্পনিক ; হয়ত ইহাও বিচিত্র নহে যে, আমি সকল শুভ সংবাদ আনিতে পারিব তাই বলি আমি যত দিন না ফিরিয়া আসিব, আপনি ততদিন নিরাশ হইবেন না ; এই স্থানেই থাকিবেন !

অম ! ‘আমি পত্র না লিখিয়া, তোমাকে বিধুমুখীর সংবাদ আনিতে পাঠাইতেছি ; কিন্তু তোমার গমন এবং সংবাদ জানিবার উপায়াদি ত অপ্রকাশিত থাকিবে না ! বিশেষতঃ সে স্থা তোমার অপরিচিত ! তুমি কিরূপে কি করিবে ?

বোলা । ‘আমি যদি তথায় ছদ্ম-ভাবে না থাকিতে পারি তবে সংবাদ জানিবার চেষ্টা পাইব না ।

পরামর্শ স্থির হইল, তাহার পর দিবসেই বোলাকটাদ বঙ্গ-
দেশে যাত্রা করিল ।

বান্ধালীর গৃহস্থ ।

নিজে বান্ধালী বলিয়াই হউক, আর বান্ধালীর হৃদয় কোমল
এবং স্নেহময় বলিয়াই হউক, আমরা বান্ধালীর গৃহস্থকে বড়
ভাল বাসি পিতা, মাতা, পুত্র, পুত্রবধু, ভাতা, ভগ্নী, কন্যা,
জামাতা, খুড়া, খুড়ি, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনের প্রভৃতিকে একায়ে
এক সংসারে দেখিতে আমাদের বড় ভাল লাগে । একপ সংসার
বাস যে কি সুখ, তাহা যিনি উপভোগ করেন নাই, তিনি জানেন
না । স্নেহ, ভালবাসায় যে কি সুখ, আত্ম পরিজনের আসক্তে
যে কি সুখ, তাহা বান্ধালীর গৃহস্থ যেমন জানেন, পৃথিবীর মধ্যে
অন্য কোন ক্রান্তি সেরূপ জানেন না । আমরা যখন একটী
স্নেহময় সুখপ্রদ বান্ধালীর পরিবার দেখি, তখন আত্মালাদে
আমাদের হৃদয় একবারে উচ্ছ্বসিত হয় । ইহ সংসারে যদি
ভালবাসায় পুণ্য থাকে, স্নেহে সুখ থাকে, ভক্তিতে কৃতজ্ঞতা
থাকে, তবে সে সমস্তই বান্ধালীর গৃহে ।

আজ কাল অনেকে ইহলৌকিক স্বার্থপর পাশ্চাত্য সভ্যতায়
সভ্য হইয়া আমাদের এই অপূর্ব স্নেহময় মায়াজড়িত পরিবার
বাসের উপর দুই এক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন । আমরা
যা নি তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছি, তখন
হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছি । পাঠক পাঠিকাকে আজ সেই কথা
সুনাইয়া শান্তি পাইব বলিয়া অল্প এই প্রবন্ধের অবতারণা ।

একাল বহু পরিবার বাস যে সম্পূর্ণ দোষ শূন্য, তাহা আমরা

বলিতে প্রস্তুত নহি-কারণ এই সুখ দুঃখময় সংসারে কোন কার্য্যই নিরবচ্ছিন্ন সুখপ্রদ নহে।— কিন্তু তাই বলিয়া কি তাকে নির্ভর করিয়া অর্থদেবীর উপাসনায় শুদ্ধ কেবল আত্মসুখের জ্ঞান আমরা আমাদের মজ্জাগত স্নেহ ও ভাল বাসাকে বিসর্জন দিব ? যে জ্ঞানি এমন পারে, পাশ্চক, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী হইয়া তাহা পারিব না। আমরা স্নেহ গঠিত কোমল বাঙ্গালী ; ভালবাসা আত্ম পরিজন সহ একত্র বাস আমাদের মজ্জাগত সংসার।— বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ ও সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করা আমাদের জীবনের ধর্ম্ম ; আমরা প্রত্যহ পিতা মাতার চরণ পূজা না করিয়া, তাঁহাদের পাদোদক গ্রহণ না করিয়া জল গ্রহণ করি না , জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আমরা পিতৃব্য স্থায় মান্য করি, বনিষ্ট ভ্রাতাকে আমরা পুত্রের ন্যায় মেহ করি, এবং ভালবাসি ; পিতৃব্য গণকে আমরা পিতার স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করি, ভক্তি করি, পূজা করি, এবং সম্মানে তাঁহারা আমাদের পিতৃস্থানীয় বলিয়া জানি। পিতৃব্য পত্নী, মাতৃস্থমা ও পিতৃস্থমা আমাদের ভক্তির সমান অধিকারিণী, তাঁহারাও আমাদের পুত্র নির্বিশেষ স্নেহ করেন। ভ্রাতৃজায়া আমাদের সংসারে আনন্দ দায়িনী, স্নেহময়ী লক্ষী স্বরূপ।— আমাদের ভক্তি ও তাঁহাদের প্রতি তদনুযায়িনী। ভগ্নী, ভাগিনেয়, ভ্রাতৃপুত্র পিতৃস্থস্থপুত্র প্রভৃতি আমাদের সংসারের অঙ্গ সৌষ্টব্য— অলঙ্কার স্বরূপ ! তাঁহাদিগের অভাবে বাঙ্গালীর গৃহ অঙ্গশূন্য। এমন বাঙ্গালীর গৃহে স্নেহে ও ভাল বাসায় যেমন সুখ, তাহা সংসারে আর কুত্রাপি নাই। তজ্জন্যই যখন আমরা ইহলৌকিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, আমাদের ভ্রাতৃপুত্র, ভগ্নী, ভাগিনেয় প্রভৃতি আত্ম পরিবার দিগের প্রতি দূর সম্পর্কের আরোপ করিতে দেখি, তখনই আমাদের হৃদয়ে ব্যথা লগ্ন—আমরা

ইহাব স্বার্থপরতাময় সাংসারিক ভাবে অবাক্ হই, স্তম্ভিত হই ।
আবার যখন আজ কাল সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সভ্য অশ্বদে-
শীয় স্পন্দিত যুবক গণকে এরূপ ব্যবহারেব অনুকরণ করিতে
দেখি, তখন আমাদের হৃদয় শোকে, দুখে, ও ভয়ে বিহ্বল হয় ;
কি করিতে হইবে, কি বলিতে হইবে, বুঝিতে পারি না । আমরা
তর্ক, অর্থ শাস্ত্র এবং বাহ্য চাক্চিক্য পরিপূর্ণ সভ্যতা অপেক্ষা
হৃদয়ের ভাবেব অধীন । তাই বলি ভ্রাতৃপুত্র একে দুঃখী ও
নিবাস্ত্র দেখিয়া যে সভ্যতার ও তর্কে আমাদিগকে স্মৃতে পর্য্যাক্শে
শয়ন ও উত্তম আহার পরিতৃপ্ত হইতে বলে, আমরা তেমন হৃদয
জ্বলাকর, স্বার্থপর সভ্যতা চাহি না । আমাদের মুখ আত্ম-
পরিজন লইয়া, তাহাদের স্মৃতেই আমাদের স্মৃথ, তাহাদের দুঃখেই
আমাদের দুঃখ । আমরা পরিত্রস্ত করিয়া যে অর্থোপার্জন করি,
তাহা কেবল নিজের ভোগ-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে ।
পার্কোপলক্ষে আমরা আপনাকে নানা বেশ ভূষণ সজ্জিত
করা অপেক্ষা আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গকে স্তুজিত কবিত্তে
অধিক ভাল বাসি । সংসারে যতকেন কষ্ট ইউকনা, আমরা ভ্রাতা
ভ্রাতৃপুত্রকে, ভগ্নী ভাগিনেরকে, এবং পিতৃশ্রম মাতৃশ্রম ও
ভ্রাতৃদিগের পুত্র কন্যা গণকে প্রতিপালন করিতে কিঞ্চিৎমাত্র
কুণ্ঠিত বা বিরক্ত হই না ।

বাঙ্গালীর স্নেহ এত আত্ম-সম্পর্ক লইয়াও পবিত্র
নহে, আত্ম সম্পর্কে তৃপ্ত নাহইয়া আমরা কত নিঃসম্পর্কে সম্পর্ক
স্বজন করিয়া আত্মীয়তা করি, আপনাকে সেই স্মৃতি পরিবারের
একটি পরিবার বলিয়া গণ্য করি, এবং সেই সমস্ত পরিবারকেও
আপনার পরিবার বলিয়া জ্ঞান করিয়া উভয়ে উভয় পরিবারের
উৎসবের, বিপদের, স্মৃথের দুঃখের, ভাগী হই । প্রতিবাসীবাও
আমাদের আত্ম পরিবার বিশেষ এবং আমাদের আত্মলাদ

আমোদ, সুখ, দুঃখ পীড়া ও স্বাস্থ্যের ভাগী। প্রতিবাসীর বিপদে আমাদের বিপদ, এবং তাহার নিরাকরনেই আমাদের সুখ। প্রতিবাসীর উৎসব আমাদের উৎসব এবং তাহার সম্পাদনাই আমাদের আছাদ। পাঠক পাঠিকা সকলেই বাঙ্গালীর গৃহের উৎসব দেখিয়াছ, যদি হৃদয় খুলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে সে উৎসব যে কি আমোদ, কি আছাদ, কি হৃদয় উচ্ছ্বাস এবং তাহা উপভোগ যে কি অভূতপূর্ব সুখ, তাহা অনুভব করিয়াছ। আমিও সেইরূপ উৎসবে মাতিয়াছি, সেই আমোদ অনুভব করিয়াছি এবং সেই আছাদে আমোদে বিভোর হইয়াছি—কিন্তু তাহা বর্ণনে অসমর্থ—সেই আত্ম পরিজনের কোলাহল পরিপূর্ণ প্রাজ্ঞন, সেই নবাগত অবগুণ্ঠনবতী কুলকামিনী গণের গৃহমধ্যে একত্র সমাবেশ, সেই প্রৌঢ়া এবং প্রৌঢ় গণের উৎসব তরঙ্গ, সেই উৎসবোন্মত্ত বালক বালিকা গণের ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি, মাতামাতি, যুবক গণের সেই উচ্চ হাস্যরস, সেই কার্যের উত্তম, এবং রুদ্ধ গণের সেই একত্র জনতা, গম্ভীর কথোপকথন এবং কার্য্য পটুতার গম্পা যে দেখিয়াছে, সেইজানেন যে, তাহাতে কি সুখ। তাই বলি যে বাঙ্গালীর এমন সংসারের বিপক্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালী হইয়া—যে কথা কহে, আমরা তাহাকে মনুষ্য পদবীতে জ্ঞান দিতে প্রস্তুত নহি। যদি সংসারে আসিয়া আত্মপরিজনকে স্মৃতি না করিলাম, সম্পর্কীয় পরিবার বর্গের ও প্রতিবাসীর উপকারে না আসিলাম, আপনার সুখে ও দুঃখে দশ জনকে ভাগী না করিলাম, তাহা হইলে এ বাঙ্গালী জাতি কি স্মৃতি রহিল? কি সুখ হইল?



হৃদয় উচ্ছাস কাব্য অবতরণিকা ।

পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর ।

গভীর ঘর্ঘর ঘোর শব্দ করি,
উঠিল বিমান ভেদী অত্র স্তর ;
গভীর নিনাদে বাজিল দামামা
তুর্জ্জ শব্দ ঘণ্টা ধ্বনি ঘোরতর !

কোথা বায়ু বেগে উঠিতেছে রথ
শ্বন্ শ্বন্ শব্দে ভেদী বায়ু রাশি,
ঘুড়িতেছে মর্ত্য চক্রনেমি প্রায়
ক্রমে কোথা যাই কিরূপে প্রকাশি ?

ক্রমে গিরি, নদী, প্রান্তর, নগর,
সাগর, কানন, কন্দর প্রভৃতি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আরো ক্ষুদ্র ক্রমে
ক্রমে আর দেখা যায় নাক ক্ষিতি !

এখন কি দেখি ? অপূর্ব সূদৃশ
নিম্নে উর্দ্ধে পার্শ্বে নানা বর্ণ মেঘ
সমীর তরঙ্গে ভাসিছে কেমন !
দেখি অসম্বর আহ্লাদের বেগ !

ক্রমে যত উঠি ততই স্তম্ভ
 ততই গম্ভীর শাস্তি নিকেতন,
 ততই গম্ভীর ভাবের আধার
 ততই গম্ভীর পুলকে মগন !

কোথায় ছিলাম, কোথা আসিলাম ?
 কোথায় যে ঘাব পারি না বলিতে !
 গগন গরভে যতই প্রবেশি
 ততই অনন্ত ; উঠিছু ক্রমেতে

—কতকোটি ক্রোশ, আহা ! কিশোভারে !
 ক্ষুদ্র ছুই নেত্রে নিরখিব কত ?
 কত বায়ু স্তর কত বর্ণ মেঘ
 বিদ্যুৎ অশনি দেখিতে অদ্ভুত !

কত উল্কা পিণ্ড কত ধূম কেতু
 গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিছে নিয়ত
 নিয়মের চক্রে গভীর নিস্তব্ধে !
 দেখিয়া অন্তর বিস্ময় ত্রিমিত !

হস্তে পদে খেলে তড়িত বিজরি
 হস্তে ~~পদে~~ ~~স্বপ্ন~~ ~~কল্প~~ ~~বিহার~~ !



মেঘের সাগরে স্তম্ভ স্নান করি
তড়িত বিজরি করি কণ্ঠহার

পরীরা প্রমোদে বহিছে পুষ্পক ।
জ্যোতির্ময় যান আলোকি গগন
সমীরের সঙ্গে করিয়া সংগ্রাম
উঠিছে ক্রমেই গর্জিয়া ভীষণ ।

কভু অতি গাঢ় কভু লঘুতর
কভু স্থির বায়ু কভু তরলিত,
কখনো উন্মাদ তরঙ্গ প্রাঘাতে
গভীর সমুদ্র ঘোর উদ্বেলিত !

কখনো কোথাও প্রক্ষালি জোহিতিতে
ছুটে তেজে শিখা ছুটে ধাতু স্রোত !
কোথাও দ্রবিত ধাতুর প্রবাহে
ভাঙ্গিয়া বেতেছে বাষ্পের পর্কিত !

অন্য কোন স্থানে ছোটো শন্ শন্
ধাতু পিণ্ড উল্কা পিণ্ড ভয়ঙ্কর !
গভীর মল্লভেত আশ্ফালে অশনি
দেগিয়া চকিতে কম্পে কলবর !

ক্রমে—

বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনৈশ্চর
রবি সোম আদি অতিক্রম করে ;
ক্রমে সৌর লোক রাখিয়া নিম্নেতে
উঠিছে বিমান অতি বেগ ভরে !

ক্রমে সপ্তর্ষি ক্রমে প্রজাপতি
ধ্রুবলোক আদি করি অতিক্রম,
বিষম বেগেতে উঠিছে বিমান
বিদারি গম্ভীর নীলানন্ত ব্যোম !

পৃথ্বী হতে নিত্য ফুটিতে বা দেপি
সে সব নক্ষত্র অনন্ত নিম্নেতে
নিভায়ে গিয়াছে ! অত সৌর লোকে
প্রবেশিল রথ দেপিতে দেপিতে !

কত সৌর লোক করি অতি ক্রম
উঠি ক্রমে উঠি অনন্ত যোজন,
যত উঠি তত অভিনব রাজ্য
বিস্ময়ে বিহ্বল মানব জীবন !

প্রত্যেক নক্ষত্র প্রতি সৌর লোকে !
প্রত্যেক গ্রহরা প্রত্যেক অবনী !

প্রত্যেকে স্ফুটিত পার্থিব প্রকৃতি
স্বাবর জন্মগ ভৌতিক জীবনী ।

প্রত্যেকেই গিরি উদ্ভিজ্জ সরিৎ
মাগর প্রান্তব নগর উদ্যান !
বিহঙ্গ পতঙ্গ বিপদ স্থাপদ
“জীব রঙ্গভূমি সদা শব্দমান !”

সংসার চক্রের বিকট ঘর্ষব
শব্দ ঘোবতর স্বপনের প্রায়
প্রবেশিচ্ছ বর্গে ! পাছে নিদ্রা ভাস্বে
পাছে পাপশব্দে তন্দ্রা ছেড়ে যায় !

অগে।

কল্পনে । কোথা বাণে বলাবল ?
কত যে এনাম আর ঘাব কত ?
ক্রমে অনন্ত গম্ভীর শান্তি নিকেতন !
অনন্ত মীমায় হৃদি প্রসারিত

করিয়াও তবু পাই না যে অন্ত, !
আহা ! কি বিপুল রাজহ্ব ধাতার !

বিনোদিনী ।

কি বিপুল ইচ্ছা সুন্দর কোশল !
যেদিকে নিরখি অপূৰ্ব ব্যাপার !

কল্পনে ! একিহ'লো গো আমার ?
একি সুখ কিস্বা দুঃখ কিস্বা কি এ ?
বুঝিতে যে নারি ; (কিস্বা বুঝিয়াছি
—বাঙ্গা অন্যেরে বুঝারে

—বলিতে পারি না এ নিগূঢ় ভাব !
বলিলেই কেবা বুঝিবে একথা ?
বধির সংসার অন্ধ নররাজ্য
কে দেখিবে ? কেবা শুনিবে এ গাথা

হৃদয়ের মাঝে কত বিশ্বরাজ্য
দেখিতেছি ! দেখ দেখরে মানব
দেখ বাহ্য চক্ষু মুদি-জ্ঞান চক্ষে
আমার হৃদয়ে অনুল্য বৈভব !

মানব !
ঐ দেখ শূন্যে জ্বলে দীপ দীপ
ঋদ্যোতিকা প্রাঙ্গণ সৌর কেন্দ্রস্থলে,

ঐ জ্ঞান রাজ্য জ্ঞানের নিবাস !
চতুর্বর্গ মিলে ঐ স্থানে গেলে !

ঐ স্থানে নিত্য নব অভ্যুদয়
ঐ স্থানে চির অনন্ত উন্নতি ;
ঐ স্থানে চির শারদ পূর্ণিমা
ঐ স্থানে লিখে জীবের নিয়তি !

ঐ স্থানে জন্মে হবনা মরিতে,
ঐ স্থানে নাই বৃদ্ধ জরা জন,
ঐ স্থানে নাই শোক, দুঃখ, ক্লেশ
ঐ স্থানে নিত্য নূতন বোধন !—

ভোগ করে জীব, নাই দুঃখা তৃষণা
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আশঙ্কি বিরাম,
নাই পাপ তাপ নাই প্রায়শ্চিত্ত,
নাহিক অসত্য অধর্মের নাম !

যোগ তপশ্চর্যা উপাসনা আদি
জানে না ওখানে লৌকিক আচার !
কিন্তু উপাসনা ভিন্ন ও রাজ্যেতে
যাইতে নাহিক কারো অধিকার !

সকলেরি ওখা সমান সম্মান
 নাই ছোট বড় দরিদ্র কাঙ্গাল,
 নাই রাজা, নয় বাজহু কাহারো
 সকলের ওখা সম অধিকার !

সকলে ওখানে প্রেমের শৃঙ্খলে
 সকলের সঙ্গে চিরকাল গাঁথা !
 সকলে ওখানে পূজে সকলেরে
 সকলেতে গায় সকলের গাঁথা !

সকলেই ওখা সর্ব গুণাশ্রিত
 জ্ঞানের পুলকে প্রমত্ত জীবন,
 হৃদয় দর্পণে নিরপে দ্রবীণ
 অথচ উত্তাপে গলেনা কখন !

জ্ঞান লোক শুদ্ধ জ্ঞানের আধার !
 স্বাবর জঙ্গম সব জ্ঞানময়,
 জ্ঞানের বাজারে বসি সত্য ধর্ম,
 করিছে আনন্দে জ্ঞান-বিনিময় !

জ্ঞানানন্দে যেতে গায় জ্ঞান গীত
 জ্ঞানের বিপণি প্রতভা বিহঙ্গ,

জ্ঞানের সরসে সন্তরে চৈতন্য
জ্ঞানের আলোকে জীবন পতঙ্গ

দগ্ধ হয় মর্ত্যে ওখা দহে নাক
ও জ্ঞান অনন্ত আকাশের প্রাণ !
মর্ত্যের মে-জ্ঞান সঙ্কল্প কেন্দ্রেতে-
পরীক্ষা আকারে ঘুরিয়া বেড়ায় !

ঐ জ্ঞান লোকে ধর্ম, অর্থ, কান
মোক্ষ চতুর্বর্গ কল মূর্তিমান,
ওখা—বিবেক বাণিজ্য সকলেই ধনি
সকলেরি মুখ অনন্ত প্রমাণ !

জীবন, হৃদয়, বুদ্ধি, বিবেচনা,
ভক্তি, প্রেম, মেহ, সরলতা, দয়া,
বীরতা, দীরতা, নম্রতা, ঔদ্ধত্য,
বশতি করিছে ধরি দিব্য কায়া !

ধরি দিব্য কায়া বশতি করিছে
দর্শন, গীতাংসা, সঙ্গীত, সাহিত্য
দান, ধ্যান, যোগ তপস্বী, সমাধি
প্রকৃতি, নিয়তি, মুর্ত্তিমতী নিত্য !

অগ্নি, জল, বায়ু, বিদ্যুৎ, অশনি,
উদ্ভিজ্জ, পর্বত, সিন্ধু, বালু, বেলা,
বৃহদপি ক্ষুদ্র সব আত্মায়
সব সচেতন্য প্রেমেতে বিহ্বল !



ভারত রাজলক্ষ্মী ।

কৃষ্ণ চতুর্দশী ভয়ঙ্কর নিশি,
ঘোর অন্ধকারে ঢাকা দশ দিশি,
নৈশ নীলাম্বরে নীল কাদম্বিনী,
গম্ভীর গরজে কম্পিত মেদিনী !
হাঁসিছে দামিনী বিকাশি দশন !
ঘোর বজ্র রবে বধির শ্রবণ !
বালকে বালকে তপ্ত তেজ রাশি
ক্ষরিছে, পুড়িছে সৃষ্টি ; দশ দিশি—
চকিতে চকিছে, পুন অন্ধকার !
শূন্য, জল, স্থল সব একাকার ।
কোথা ধরাতল ? কোথায় আকাশ ?
কোথা সৃষ্টি-চিহ্ন মানব আবাস ?
কোথায় কাস্তার, কোথায় প্রান্তর ?
কোথায় ভূধর কোথায় সাগর !

স্মারত রাজলক্ষী ।

কোথা নদ-নদী-তরু-তৃণ দল,
কোথা গ্রাম পল্লী নগর সকল
কোথার কি ? তাহা না হয় অনুভব,
অন্ধকারে যেন মুছে গেছে সব !

কুটীরে দবিদ্র মঠে যোগীবর,
পাছানয়ে পান্ডু, মৌধে নরেশ্বর,
দুর্গে সেনাপতি বন্দী কারাগারে,
গৃহেতে গৃহস্থ দৌবারিক দ্বারে,
জননী কোলে সন্তান সন্ততি,
পতি হৃদযেতে পত্নী গুণবতী,
কোটরে বিহঙ্গ, কেশবী কন্দরে,
শাখে শাখা-মৃগ, ভুজঙ্গ বিবরে,
জলে জল-জন্তু, স্থলে স্থল-চর,
বনে বন-বাসী, আকাশে খেচর,
যেখানে গে আছে সকলে শঙ্কিত,
সকলে বিপন্ন, সকলে স্তম্ভিত !
ভীম ঘন ঘটা ঘোর গরজনে
ঘোর বজ্র-নাদে, ঘন ভুকম্পনে
উথলে সমুদ্র, টলে চরাচর,
খসে ভুঙ্গ-শৃঙ্গ, মরু মরু মরু—
শব্দে মহীরুহ ভাঙ্গে প্রতপ্তন

মহা প্রলয়েতে ত্রৈলোক্য ভুবন
 গেল রসাতল ! গেল এইবার
 গেলরে গেলরে স্থিতি বিধাতার !
 উন্মত্ত প্রকৃতি উন্মত্ত পবন,
 উন্মত্ত মেঘের উন্মত্ত গর্জ্জন,
 উন্মত্ত করকা যুষ্টি ঝন্ বাগে,
 উন্মত্ত বিদ্যুৎ চকে চম্ চনে !
 উন্মত্ত অশনি উগারে অনল
 উন্মত্ত হুঙ্কারে ফাটে নভঃস্থল !

(১)

এ হেন ভীষণ দুর্যোগী নিশিতে
 ক'ন্দিতেছে কেবা দক্ষিণ আশানে ?
 শুন স্থির হয়ে ! শুন—ওই শুন
 স্বপ্নবৎ শূন্য যায় ক্ষণে ক্ষণে ?

(২)

ফের শুন ! ঘোর বিকট হুঙ্কার
 চিৎকার চিত্রাঙ্কি হতেছে ভীষণ,
 বিশ্ব কম্পাবান, বিশ্ব শঙ্কাগয়
 শঙ্কায় শঙ্কিত হতেছে জীবন !

(৩)

ব্যাপাব কি ? চল দেখিগে কম্পনে !
 সর্বত্র গামিনী, সর্বত্র দর্শিনী !
 তুমি ত্রৈলোক্যের জীবন্ত পুতুল
 তুমি ত্রৈলোক্যের আদর্শ রূপিনী !

ভারত রাজনীতি ।

(৪)

তোমার কপায় এ ভব মণ্ডলে
অদৃশ্য, অশ্রুত কি আছে আমার ?
তোমার কপায় পৃথিবীর মাঝে
কারে বা ডরাই ? অশঙ্ক কাহার ?

(৫)

চলিবে কল্পনে, অশান উদ্দেশে
হৃদয়-মন্দিরে বসগো আমার
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা করো যেন
কল্পনে ! কেবল ভরসা তোমার !

(৬)

শৈশবেতে তুমি ক্রীড়া সহচরী
যৌবনের সখী প্রোঢ়ে প্রিয়দূতী
বার্জাক্যে বয়স্কা মরণের সঙ্গী
জগাস্তরে তুমি অগতি সন্ধানি ।

(৭)

কল্পনে গো ! ওই অশান সৈকত
দেখে কি যে হ'লো বর্ণিব কি করে ?
নিম্পন্দ হৃদয়, কণ্টকিত দেহ
শিহরিল রক্ত প্রাতি শিরে শিরে !

(৮)

তিমিরে ত্রৈলোক্য গভীর আঁহত
গভীর ভীষণ অশান ভুবন
গভীর ভাবের আধার যেন রে
গভীর হৃদয়ে আশ্রয় কানন !

যাকার যজ্ঞনে জ্বলতেছে চিত।
 পুড়িছে অনন্ত কোটী প্রাণী তার,
 শৃগাল কুকুর করে গণ্ডগোল
 কবন্ধ দানাতে নাচিয়া বেড়ায় !

(১০)

শাখিনী, ডাকিনী, প্রেতিনী, পিশাচী,
 চিংকারে (চিত্রাছি) হাড়িছে সমনে
 চিত। মাংস লবে কবে লোফ। লোফী
 কড মড় অস্থি চিবায় দশনে !

(১১)

কার। কাড়ি করে ছুটে উভয়েতে
 হাঁসে, নাচে, গায় আনন্দ অপার
 মুখে রক্ত-দার। হাতে সুব।-পাত্র
 দাঁড়ারে ভৈরবী কাতারে কাতার !!

(১২)

লক্ষ লক্ষ ভীম জট। জুটধাবী
 কপালিক বসি ছিন্ন-শীর্ষ শবে
 ক্রমিতেছে ধ্যান, ভয়ঙ্কর দৃশ্য !
 ধার চিত। মাংস প্রমত্ত আসবে ।

(১৩)

অদূরে ভীষণ দর্শন এ হাতে
 শুই দেখ, ছেন দেখ নাই আর,
 বসি ব্যাক্ত চক্ষু উলঙ্গ পুরুষ
 বোর ক্রমঃ তম প্রকাণ্ড ব্যাপার।

(১৪)

আসব অনীমে আরো ভয়ঙ্কর
রক্ত লোল-চক্ষু ঘুবিলে কপালে !
করে সুরাপাত্রে, মুখে রক্ত ধার',
প্রতি কটাক্ষেতে বিহ্বল নিজলে !

(১৫)

বিকট দুর্গন্ধ উঠিছে সর্বক্ষে
প্রতি লোম কূপে জীবন্ত নরক !
প্রতি শ্বাসে করে অনল ক্ষুণ্ণিজ
রক্ত লোল জিহ্বা করে লক্ লক্ !

(১৬)

দীর্ঘ জটাবার দীর্ঘ শশ্রু-রাশি
দীর্ঘ-বপুঃ স্পর্শ করিছে গগন
[সম্মুখে হতেছে লক্ষ নরবলি
লক্ষ রমণীর সতীহ হরণ!!!]

(১৭)

একি ভয়ঙ্কর ! একি নিষ্ঠুরতা !
একি পাপাচার, ঐশাচিক রীতি !
গেল যে জগত রসাতল হ'য়ে
গেল এইবার, গেল স্ব ক্তি স্থিতি !

(১৮)

কেও ভীম কাগ বসি প্রেত ভূমে ?
চেন কি উহারে চেন কি মানব ?
নহে যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা
নহে ভূত, প্রেত পিশাচ দানব ।

(১৯)

নিষ্ঠুর তান্ত্রিক রীতি এর নাম
 বড়ই নির্মম বড় পাপাচার,
 এরি অত্যাচারে হ'য়ে উৎপীড়িত
 উন্নত প্রকৃতি ছাড়িছে হুঙ্কার ।

(২০)

ওই দেখ দূরে অপূর্ব ষোড়শী,
 ভারতের রাজ-লক্ষ্মী এর নাম !
 এরি উৎপীড়নে হয়ে উৎপীড়িত
 ছাড়িয়া বেতেছে আৰ্য্যদের ধাম ।

(২১)

বহুদিন হ'তে ছিল আৰ্য্য-গৃহে
 মমতা বন্ধন কাটিতে কি পারে ?
 যায় যায় আর চলেনা চরণ
 স্নেহের আবেগে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে !

(২২)

রাজ-গৃহ হতে রাজ-লক্ষ্মী বাগ
 দেখিয়া শোকেতে কান্দিছে প্রকৃতি
 করে অশ্রুধারা করে শিল। বৃষ্টি
 আঁধারিয়া পথ কদিতেছে গতি !

(২৩)

চমকি বিচ্যৎ প্রদর্শিছে শব্দ,
 হুঙ্কারি জলদ, হুঙ্কারি পবন,
 জাগাইছে আৰ্য্যো কিন্তু কে তা শুনে ?
 ভক্তির কুহকে মুগ্ধ আৰ্য্য-গণ !

(২৪)

মুক্তির মোহেতে নিদ্রাগত আৰ্য্য

কোথাকি হতেছে কে দেখে চাহিয়া ?

হৃদশা সাগরে ডুবায় সংসার

রাজ-লক্ষ্মী রায় ভারত ছাড়িয়া ।

(২৫)

ঘোর পাপাচার, ঘোর নিষ্ঠুরতা,

কোমল হৃদয়ে সহিতে কি পারে ?

নিকপায় ভাবি আৰ্য্য রাজ-লক্ষ্মী-

দ্রাঘ সমর্পিল যবনের করে !

পূর্ণিমার চাঁদ ।

পূর্ণিমার চাঁদ ! অ'মাকে তুমি জান আর নাই জান, আমি তোমাকে হৃদয়ের হৃদয় ভরিয়া ভালবাসি ! কেন ভালবাসি ? একবার উত্তরে আপাততঃ এই জানি যে, আমি তোমার নামের গুণে ভালবাসি । আর ভালবাসি, তোমা হইতে রাত্রে অनेকটা অন্ধকার দূরীভূত হয় বলিয়া । তোমার উদয়ে এ ভুবন চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, এবং শোভাময়, সৌন্দর্য্যময়, হইয়া মিষ্ট মিষ্ট মোহাগ মাখা আলোক মাখিয়া সাজিত থাকে তোমার কিরণ পাইরা ফুল বাগানেব রজগী গন্ধার বাহার ছুটিয়া বেড়ায় । আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলে ওল । তোমার পুষ্পানু ক্রমিক ঐশ্বরিক ভাগিনের, তাহার । তোমার নিকট দী পাইবার জন্তে চাঁদা যামা চাঁদা মান্য করিয়া বিরক্ত করিয়া থাকে ।—তা চাঁদ তুমি তাহাতে রাগ করকি ? আমার শঙ্কা হয়, এ দেশের সংস্কারানুসারে নিঃসম্পর্কীয় স্থলে যামা বলে বলিয়া হয়ত অবোধ ছেলে

গুলাকে অভিসম্পাত কর । আর এক কথা,—তুমি কি বহুস্রপী ? কারণ তুমি এ দেশের ছেলেদের মামা এবং ইংলণ্ডের ছেলেদের মামী । কথাটা ইহাদের ভুলে কি তাহাদের ভুল ? যাহাই হউক একথা লইয়া অনেক বকাবকি হইয়া গিয়াছে ; তুমি যে হও, আমি আর বিছু বলিবনা । তবে আমার মামা মামীর কথায় কাজ নাই, আমি প্রথমেই বলিবাছি, যে কারণে হউক তোমাকে ভাল বাসি, স্মৃতরাং তোমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করি এস ।

ভাই চাঁদ । তোমাকে লইয়া এদেশের কবি মহলের যেরূপ জমজমা বাঁধিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে এক প্রকার আনন্দ উপস্থিত হয় । উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারে অধিকাংশ স্থলেই তোমার একচেটে কেরামত চিরপ্রসিদ্ধ । তাহা ছাড়া নদী হৃদয়ে, সমুদ্র হৃদয়ে, কুমুদিনীতে, বিরহিনীতে যাহাতে তাহাতে কোন না কোন প্রকারে তোমাকে ফেলাইয়া, ছিড়া ছিড়ি কাড় কাড়ি বহাইয়াছে । তোমার গৌরবের বাডাবাড়িতে চাঁদ ছাড়া পদার্থ মাত্রেরই ছেয় হইয়া পড়িয়াছে ; এমন কি ঐকুফের সকল বাহাদুরী স্বহে ও তাহাতে চাঁদই না থাকিলে 'রুক্মি চাকুর কাব্যে নিতান্ত ছকড়া নকড়া দরের হইয়া পড়েন, স্মৃতরাং বড় গরজ কাল রজের উপরেও চাঁদই সমাবেশ করিতে হইবেই বলিয়া' । তাহাকে কালাচাঁদ উপাধি প্রদত্ত হইল । যাহা হউক আমি তোমাকে ভালবাসি, কাজেই আমি তোমার গৌরবে বড়ই সন্তুষ্ট ।—বাল্মীকির সময় হইতে গত পরশ্ব দিবস পর্য্যন্ত তোমার রূপের সৌরভে এ দেশের প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয় মহ মহ করিতে ছিল কিন্তু ভাই আজ কাল সে ভাবের ভিতরে কিছু গোলযোগ প্রবেশ করিতেছে । আমার সাধ্য কি যে তোমার সৌন্দর্য্যে সন্দেহ করি ? কিন্তু ভাই আমার বল বুদ্ধি জ্ঞান ভরসার একমাত্র স্থল পাশ্চাত্য মহাপুরুষেরা তোমার

উপর বড় লাগিয়াছেন ; তাঁহার। তোমার রূপের অস্তিত্ব মানেনা-
তোমার চটকে বড় চটা। তাঁহাদের মতে মতদিয়া বলিতে হইল
ভাই তুমি গিল্ট!—তোমার যে বর্ণসৌন্দর্য্য তাহা তোমা র
নিজের নহে, বড় কর্তার প্রসাদেই আভা মাখিয়া তোমার নাড়
চাড় ; তুমি একটা ষাছা তাহা ময় শক্ত মস্ত প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড —
বর্ণে পোড়া কাষ্ঠখণ্ড ।

ষাছাইউক ভাই, তুমি বড় প্রতারক ! আমি তোমার নখটা
চুলটা সহিতে ভালবাসি, আর তুমি আমাকে প্রতারণা কর,
এইকি তোমার দেবধর্ম্ম শুনিতে পাই তুমি গ্রহ-মণ্ডলীর মধ্যে
একটা প্রধান স্থানের অধীশ্বর এবং দেবতা মহলে মর্যাদায় নবগুণ
বিশিষ্ট কুলীনব্রাহ্মণ—যেহেতু স্বঘরের অনুরোধে দক্ষ প্রজাপতির
সপ্তাধিক বিংশতি কন্যাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া আদম-সুমা রীর
সময় রূহৎ পরিবারের পরিচয় দিয়াছ ; সে জন্ত পূর্ব-বাক্যলার
নব্য সমাজে তোমার হঁকা বন্ধ । আর ছেলেবেলায় পড়া শুনায়
সময় যে একটা ধর্ম্মগতিক দোষের কথা শুনা যায়, তাহাও পু-
ব্বিণ বেলায় সারিয়া গিয়াছে । ষাছাই হউক ঐশ্বর্য্যে বল, পাণ্ডিত্যে
বল, সৌখিনতায় বল, তুমি দেবতা মহল্লের একজন বড়লোক ;
আবার সর্ব্ব সংহারক জন্মতারক সৃষ্টি, স্থিতি পালয় কারক, ভয়া-
নকের ভয়ানক, দেবাদিদেব মহাদেবের ললাটে-বিষাকতক স্বাবে
দেবত্ব পাইয়া স্বীয় আধিপত্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছ ।
তাহাতেই বলিতে ছিলাম, তুমি একজন সর্ব্বভোভাবে বড়লোক
বটে, অনেক গুণই হস্তগত করিয়াছ, তবে সত্য-নিষ্ঠতায় কেমন
কেমন লাগে যে হেতু তুমি গিল্ট । তবে যদি বল তুমি ঠিক আছ.
আমারই ভ্রম ; তাহা হইলে জানিলাম আমার ভাল বাসাটা
অসৎ পাত্রে হয় নাই ।

আর একটা কথা ভুলিয়া যাইতে ছিলাম, বেশ মনে পড়িল

রাছে। আমি অনেক দিন হইতে একখানি অতি সুন্দর-মুখ-মণ্ডল সংগ্রহ করিয়া আয়র্ন চেফে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। বড়ই ইচ্ছা তোমার সহিত একবার সেই মুখের তুলনা করিব। তবে ভাই, আমার অনুরোধে একবার আমার আয়র্ন চেফে মধ্যে নামিয়া আসিতে পার কি?—আমার কি রোগ উপশাম উপশমে-য়ের একত্র সমাবেশ ভিন্ন তুলনা করিতে ভাল বাসি না। তাই এক বার নামিতে অনুরোধ করি! আমারবা তোমারমৌভাগ্যক্রমে এ মুখ খানিতে আধুনিক দরের সুরগোল নিটোল লনাট প্রাপ্তে ভ্রমর কৃষ্ণকেশ গুচ্ছ মৃদু পবনে দুলিতেছে নাই, সূলাধর সীমায় গোলাপী আপেক্ষাও আলোহিত বাগবিন্দু স্ফূরিতেছে—নাই, স্ফুটিত মলিকা রাশির বর্ণোপমা নাই। এ মুখে সেই সে কালের তিল ফুল শগফুল, সজিনা ফুলের ছড়া ছড়ি; কাজেই সে কালের তুমির সহিত একবার এ মুখ মণ্ডলটার তুলনা করিয়া দেখিব, একবার নামিয়া আইস।

আবার সেই পূর্বের কথা মনে পড়ে, নামিতে বলিতে ভয় করে, বলি তোমার দেহটী আমার আয়র্ন চেফে আঁটিবেত? না বাহা তাহা ময় রক্ষ-পর্বতাদি বিশিষ্ট অতি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড মাখা সুও নামিয়া আসিয়া পৃথিবী চূর্ণ করিয়া ফেলিবে? তাই বলি অদৃষ্টক্রমে যার তার কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমা ছেন সুন্দর পূর্ণিমার টানকেও আহ্বান করিতে ভয় করে। বাহা হউক তাই আমি তোমাকে ভাল বাসিব।

নারী ।

প্রথম প্রস্তাব ।

অগাং সৌন্দর্যময়, যে দিকেই চাও, প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য

তোমার মনোহরণ করিবে। বসন্ত পবন বিধূতা স্নকুমারীলতা, কল কল নাদিনী বীচিমাল্যময়ী নদী, মধুকর করস্থিত মধুর নিকুঞ্জ, বিহঙ্গ কাকলী লহরী, ক্ষুট চন্দ্রতারকা বিভাবরী প্রভৃতি প্রকৃতির কত সূচাক সৌন্দর্য্য চারিদিকে বিরাজমান রহিয়াছে। তুমি নয়ন ভরিয়া দেখিলে, নয়ন, মন চরিতার্থ হইল; কিন্তু আমাদের গৃহাভ্যন্তরে যে সৌন্দর্য্য-রাশি নয়ন মনোহারিণী শোভা বিকীর্ণ করিতেছে, তাহা কি একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছ ?-রমণীর স্নকুমার বদন মণ্ডলের অনুপমা কান্তি দেখিয়াছ ?- তাহার সেই ভ্রমর ভর স্পন্দিত সুনীল লোচন যুগলের ত্রীড়। বিজড়িত স্বর্গীয় প্রেমভাব দেখিয়াছ ? সেই স্নকোমল অধরের শান্তিদায়িনী সরলতা পূর্ণ হাসি—সেই সমুজ্জ্বল ললাটের কিরূপ শোভা দেখিয়াছ ?—দেখিয়া দেখিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ ? দাসহ শৃঙ্খলবদ্ধ হতভাগ্য বাদ্গালী ! সমস্ত দিন মসিযুদ্ধ করিয়া দিবাস-বসানে গৃহে আসিয়া যখন সেই প্রেমপূর্ণ হাসি মুখ দেখিতে পাও, সেই স্নমুখর কোমল স্বর শুনিতে পাও, যখন সংসারের স্বার্থ পরতা দারিদ্র্য দুঃখ চিন্তা করিয়া পুড়িতে পুড়িতে সেই চাঁদ মুখ দেখ, বল দেখি সে সময়ে তোমাব কত সুখ ! সেই মুহূর্ত্ত কত মূল্যবান ! সেই এক এক মুহূর্ত্তের কেমন এক অনুপম স্বর্গীয় সুখের নিকট সহস্র দিবসের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সন্দর্শন কোন্ ছার ! তবু বুঝিয়াও বুঝনা। যে দেশে লক্ষ্মণ চতুর্দশ বৎসরের মধ্যে এক দিন ও সীতার মুখ সন্দর্শন করেন নাই বলিয়া যেরে যেরে প্রশংসাবাদ শুনা যায়, সে দেশের সকলে কিরূপে বুঝিবে ? ওই মুখ খানি চাহিয়া দেখায় যে সুখ তাহার অধিক সুখ আর পৃথিবীতে কি আছে ? ওই চাঁদ মুখ দেখিলে জ্বালা যজ্ঞগ্নী দুঃখ সব দূর হয়, একথা করজন বুঝিবে মহাত্মা গিয়োডর পারকার মুহূর্ত্ত মাত্র কোন এক রমণীর বদনরবিন্দ সন্দর্শন করিয়া তাহার

অশ্বেষণে পথে পথে সুরিয়া ছিলেন কেন, ইহা কয়জন বুঝিবে ? রমণীকে পবিত্র হৃদয়ে ভাল বাসিয়া দেওয়ায় যে কত সুখ তাহা কয়জন বুঝিবে ? “রমণীর প্রণয় পবিত্র মুখ দেখিবে না ত বুঝিবে কেমন করিয়া স্বর্ণ কেমন—দেবতারা কেমন—দেবীরা কেমন—তঁাহারা দেখিতে কেমন—তঁাহাদের পবিত্রতা কেমন—স্বর্গে সুখ কেমন ? রমণীর মুখ দেখিবে না ত শিখিবে কেমন করিয়া, পবিত্রতা কি, ভক্তি প্রীতি কি—সহিষ্ণুতা কি—আত্ম বিসর্জন কি—নিঃস্বার্থ ভাল বাসা কি ? ও মুখ দেখিবে না ত জানিবে কেমন করিয়া নন্দন কাননে যে ফুল ফুটে, সে কেমন ফুল—অপ্সরা কিরুরে যে গায়, সে কেমন সংগীত ;—দেবতারা যে আমাদিগকে স্নেহ করেন, সে কেমন স্নেহ, অনন্ত স্নেহ, অনন্ত প্রেম কাহাকে বলে ? এ পাপ সংসারে রমণীর মত ব্যতীত দেখিবার উপযুক্ত আর কি আছে ? রমণীর কণ্ঠ শব্দ ব্যতীত শুনিবার উপযুক্ত আর কি আছে ? ধর্ম শিক্ষার জন্ত রমণীর হৃদয়েরত্নায় আদর্শ আর কি আছে ?,* নারী রোগীর শিয়রে বসিয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়া প্রাণ পণে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন, পর দুঃখে অশ্রু জলে গগদেশ ভাসিয়া যাইতেছে, এ মুক্তি কি স্রমধুর কেমন স্বর্গীয় ভাব ব্যঞ্জক ! এ মহত্ব এ সহিষ্ণুতা আর কোথায় দেখিতে পাইবে ? নারীর হৃদয়ে যে সমুজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোক সৌভাগ্য সূর্য্যের স্রুতীক্ষ জ্যোতির নিকট হীন প্রভ হইয়া রহিয়াছে, কে জানে যে তাহা আশার দুঃখ দারিদ্র্যতার নিবিড় অন্ধকারে দ্বিগুণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ? সংসারে তীব্র জ্বালাময়ী পরীক্ষার সময় ভিন্ন কে নারীর—আমাদের জীবন ত্যাগী দেবীর হৃদয় বুঝিতে পার ? সুখের সময়ে আজি যে মুগ্ধ স্বভাব। কোমলান্তঃকরণ রমণীকে দুর্বল হৃদয়।

ফলিয়া যুগা করিতেছি, কাল যখন অদৃষ্ট নেমির পরিবর্তনে দুর্ভাগ্য
সিঞ্চুর ভীষণ আবর্তরাশি ভয় প্রদর্শন করিবে, তখন সেই রমণীই
আমাদের একমাত্র সঙ্গিনী—বুক বাঁধিবার একমাত্র ভেলা—
উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নক্ষত্র। দরিদ্রের যন্ত্রণা, দুর্ভাগ্যের
মর্মান্বহী দুঃখরাশি, স্তম্ভিত হৃদয়ে স্তম্ভিত মনে হাসিতে হাসিতে
বহন করিতে নারী ভিন্ন আর কে পারে? এ সংসার উদ্যানে
নারী এক গুরুমারী লতা। আজি বিলোম পল্লব সহকার—তরু
বজ্রদগ্ধ হউক তথাপি লতা তাহাকে ছাড়িবে না। সুখ সূর্য্যের
উদয়ে যেমন নব নব কিশলয় জালে সমাচ্ছাদিত করিয়া শোভিত
করিত, দুর্ভাগ্যের আশাতে ভগ্ন শাখা ছিন্ন ভিন্ন হইলেও সেই-
রূপ অলঙ্কৃত করিয়া থাকে।

পুরুষ স্বার্থ পরতা ও উচ্চাশার দাস। তিনি ধন, মান,
পদ, কর্তৃত্ব লইয়াই ব্যস্ত। পুরুষের জীবনই পুরুষের সর্ব্বস্ব;
কিন্তু প্রীতিই এ সংসারে নারীর সর্ব্বস্ব, প্রীতিই নারীর জীবন।
হৃদয়ই তাহাদের পৃথিবী, এই স্থানেই সাত্বাজ্যের জন্ম তাহাদের
উচ্চ আশা, এই স্থানেই গুপ্ত রত্নের জন্ম তাহাদের লোভ। শ্রমের
সমুদ্রে সমগ্র আত্মা বোঝাই দিয়া সহানুভূতির (Sympathy)
সহিত পাঠাইয়া দিয়াছেন। যদি তরি ভাঙিল তবে আর আশা
নাই, কেননা হৃদয় একেবারে দেউলিয়া হইয়া গেল। নারীর হৃদয়
ভাল বাসিতে কে জানে? পরকে আপন করিয়া ভাল বাসিতে
পরের জন্ম আত্ম বিসর্জন দিতে—জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করিতে,
নারী ভিন্ন কে পারে? নারীর প্রেম অচিন্তনীয়। “একটি
গভীরতা আছে, যেখানে বুদ্ধিই আলোক বর্জিত হস্তে অবরোহণ
করিতে পারে; একটি উচ্চতা আছে, যেখানে কল্পনাই প্রশস্ত
পক্ষে উড়ডীন হইয়া আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ গভীরতা
—তত্ত্বজ্ঞান, ঐ উচ্চতা—বাগ্‌মহিমা এবং গীত। কিন্তু একটি

গভীর তর গভীরতা আছে, যেখানে বুদ্ধি যায়না একটা উচ্চতর উচ্চতা আছে যেখানে কল্পনা উড়্‌ড়ীয়মানা হয় না। ঐ গভীরতা—জ্ঞায়, ঐ উচ্চতা—প্রেম। উহাই ধর্মের বিশাল প্রশস্ত স্বর্গ। বিবেকই সেখানে আরোহণ করিতে পারে। আস্তা ঐ স্থানেই জীবন লাভ করে, এবং উহাই নারীর যার্থ স্থান। জ্ঞায় এবং প্রেমে নারী পুরুষ অপেক্ষা গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। বিশ্বাসে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিয়াছে। ঃ বাস্তবিক সৌন্দর্য্যে, প্রীতিতে, দয়াতে নারী জগতে অতুলনীয়। সেই জন্তই কোন কবি বলিয়াছেন —

“প্রেমের পুতিমে, স্নেহের সাগর

দয়ার নিব্বার, ককনা নদী,

হত মকময় সব চরাচর

না থাকিতে তুমি জগতে যদি।,

কিন্তু স্বার্থপর পুরুষ। সেই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আধার.--
সুগ দুঃখের সঙ্গিনী,—প্রীতির পুতুলী—সুরলোক বাসিনী দেবী
দিগকে কি এইরূপে পদ দলিত করিতে হয়? অহো বিধাতঃ!
নিঃস্বার্থ ভাল বাসার কি পুতি দান নাই?

ক্রমশঃ

ত্ৰিপঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

ক্রেটস্ ও এণ্টনির বক্তৃতা। আজ একি? বহুকোটি জীব
ক্ষননাদে অহঃ রহঃ উদ্বেলিত রোম, আজ গভীর নিস্তব্ধ,

ঃ থিমোডোর পার্কার্ সিলেক্‌সনস্ ৫০ পৃষ্ঠা।

গভীর স্তম্ভিত অসীম নীলগভীর গগনে নিবিড় নীল গভীর মেঘ অতি নিশ্চল, নিশ্চল, তাহার দীপ্তি চঞ্চলা-দ্রুত গমনা বিদ্যাদায় রণরঙ্গে নাচিতেছে। তাহাও অতি নিঃশব্দে। বায়ু নিশ্চল, বাপি-সরস-নদ-নদী নির্ঝর সাগর অতি গভীর নিরব। সাগরে তরঙ্গ উঠেনা, কাননে পত্র নড়েনা, জীব শব্দ শব্দ ময়ী-ধরনীতে একটি জীবের ও বাক্য কুটেনা, জগত অতি গভীর নিরব। হটাৎ সপ্ত-সাগর পাতাল ভেদী জলদ গভীর নাদে চতুর্দিক কম্পিত হইল ! সকলে স্তম্ভিত হইল ।

অতিবর নির্ভর ঘড় যন্ত্রকারী দাস্তিক ক্রটস্ লোভ পরতন্ত্র হইয়া, রোম রাজ কুলতিলক জুলিয়স্ সিজারকে হত্যা করিয়াছে। আজ মিত্র দ্রোহী নরাদম ক্রটস্ আত্মপাপ প্রক্ষালন জন্ত জলন্ত শিখাকে বস্ত্রাচ্ছাদনে গোপন রাখিবার জন্ত, নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্ত দণ্ডায়মান ।

রোম আজ অনাথ, অনাশ্রয়, রোমে আজ শূন্য সিংহাসন, শূন্য রাজত্বদন, রোমানের হৃদয় আজ শূন্য ! রোমান হাসেনা, রোমান কাঁদেনা একবিন্দু অশ্রুতকন। রোমানের নয়ন প্রান্তে ঝলসেনা; একবিন্দু হাতের রেখা রোমানের অধর প্রান্তে ভাসেনা। রোম আজ হুতন অদৃষ্ট ক্ষেত্রে অবতরণ করিবে, তাহারই ফল প্রতীক্ষা করিয়া চিত্রপুতলির মত, চতুর্দিকে নিশ্চল নিশ্চেষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান করিয়া অবূত সহস্র হৃদয় যজ্ঞেব তন্ত্রিসর আজ একই সঙ্গীতে একই কারণে লয় হারািয়া বসিয়াছে। এমন সময়ে মিত্র দ্রোহী বিশ্বাস ঘাতক ক্রটস্ বক্তৃতা আরম্ভ করিল আত্মাভিমানী ক্রটসের প্রতি কথায় হৃদয় জ্বলিয়া যায়।

‘জান উচ্চ বংশে জন্ম আমার ।

জানত আমার গৌরব কেমন,

সভ্যতা আমার প্রত্যেক কণায়,

প্রতি বর্ণ মতী জলদাগি নিভ ।

* * * * *

যুক্তি গর্ভ সার পূর্ণ বাক্য চয়

প্রসবিলে যাছ। ক্রটস্ রসনা,

শুনিয়া সে বাণী লভ জ্ঞান জ্যোতি ;

* * * * *

হয় যদি তাহা যুক্তি সুসঙ্গত,

হয় যদি তাহা ধর্ম সুসঙ্গত,

তবে (বন্ধু বধে) লোকত ধর্মতঃ

মহত আমার, - নিশ্চয় মহত,

* * * * *

রে'মের কলঙ্কহীন নিচাঁশয় ;

থাকে যদি কেহ বোমের হৃদয়ে

জলুক পুডুক মরুক দূরাহু।

ভাসিব আগরা আনন্দ সাগরে !

ক্রটসের এই হৃদয় জ্বালাকর কথা একজন বীরধীর সদাশয় পুরুষের হৃদয়ে সহ্য হইলনা। তৎক্ষণাৎ সেই সমুদ্রবৎ নিস্তব্ধ জনতা মধ্য হইতে—— “নাহি রোমে হেন নরাধম কেহ” এই কথা ঘনিত হইল। পুষ্পিতে দগ্ধায়মান হইয়া, অতি শান্তভাবে, অতি মূর স্বরে গরল মিশ্রিত অযুত অযুত চক্ষে দর দর অশ্রু ধারা গলিতে লাগিল। সেই সূচতুর সুশীল সদাশয় যুবক রোমের ভাবি সম্রাট্ এণ্টনি ! এণ্টনি যাছা বলিল তাহাতে হৃদয় কাটিয়া যায়, পাষণ্ড ভয় হয় ; মিত্রদ্রোহি কৃতঘ্ন ক্রটসের রক্ত ধারায় জ্ঞান করিতে ইচ্ছা হয়। এণ্টনি যাছা বলিলেন তাহা বাহিরে অতি মিষ্ট—সুখা ধারাবৎ হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া কণ্ঠমধ্যে হলো—

হলের ন্যায় দক্ষ করে ! অতিক্রমে জ্যোতার মনে প্রতিফলিত। স্বপ্ন
প্রবল হয়। প্রাণ অসহ্য যন্ত্রনায় অধীর হয়। ক্রোধে চুঃখে এবং
হুণায় হৃদয় তবকে তবকে দক্ষ হয় ! সংসারের প্রতি অবিশ্বাস হয় ।

এই কবিতাটি কবিগুরু সেক্সপিয়রের উদ্দীপনার অনুবাদ
মাত্র। আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যা সেক্সপিয়রের জগৎ যুদ্ধ কারী
উদ্দীপনাতেই সম্ভবে। অনুবাদক বাঙ্গালা অনুবাদের প্রকৃতিতে
স্থানে স্থলিত হইয়াও অনেক স্থলেই নিজের লিপি কুশলতার
পরিচয় দিয়াছেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অনেক স্থলেই—
উদ্ধোধিত এবং উত্তেজিত হইয়াছি।



ভারত বন্দিনী। (রূপক) জীমেনোরজ্ঞন গুহ চাকুরতা
কর্তৃক বিরচিত। যে ভারত একদিন জগতের পূজ্য ছিল, যাহার
বলে, বিজ্ঞান, ধর্ম, জ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে, মনে মনে সমস্ত
পৃথিবী একদিন পরাজয় মানিয়া ছিল; সেই ভারত আজ কি
হইয়াছে! আজ সেই ভারত, সেই সোনার ভারত যবন পদা-
ঘাতে ছার খার! ভারতে সে বীর নাই, সে বৈভব নাই, সে মান
গৌরব যশঃ সৌভাগ্য কিছু নাই। রাজ রাজেশ্বরী ভারত আজ
অন্ন বস্ত্রের জন্যে ভিখারিনী! ঘোর মর্মে বেদনায় গুরুতর পীড়িত।
যবনের নির্মম পদাঘাতে জর্জরিত। হস্তে পদে শৃঙ্খল—হৃদয়ে
গুরুভার পাষণ, যাতনায় প্রাণ অবসন্ন; নাসিকায় শ্বাস পড়েনা,
মুখে বাক্য সরেনা, চক্ষের বাষ্পবারি চক্ষেই স্রুতাইতেছে! মুখে
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছে। চতুর্দিকে সমুদ্রবৎ যবন ঘোর
রবে আত্মফালন করিতেছে। বলিলে শুনেনা, কাদিলে বুঝেনা,
নির্দয় হৃশংশ যবন জগৎ রাজ্য জগৎ গৌরব রূপিনী ভারতের
বক্ষে নির্দয় পদাঘাত করিতেছে! উঃ! কি সর্বনাশ! যবন ভয়ে

পৃথিবী কক্ষিত । ভারত বীরশূন্য, ভারতসন্তান মুচ্ছাপন্ন ঘোর
 অচেতন ! এমন সময়ে কোন এক ভারত বীর নিশু শূন্য হস্তে
 শূন্য গায়ে দেখা দিল । জননী জন্মভূমী স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী ।
 সেই জন্মভূমি ভারত মাতার এই দুর্দশা ! বালকের হৃদয়ে ইহা
 সহ হইল না ! বালক শোকে চুপে ক্রোধে অসীর উদ্ভূত হইয়া
 গর্জিয়া উঠিল । যাহা মনে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল ।
 বালক নিরস্ত্র, নিঃসহায়, কিন্তু নির্ভিক ! জন্মভূমির জন্য অস্ত্র'নে
 জীবন বিসর্জিতে ওস্তত । বারংবার নিজ ভ্রাতৃগণের সাহায্য
 চাহিল । কিন্তু কে কোথায় ? সকলেই মুচ্ছাপন্ন, সকলেই অচে-
 তন ; বালক ক্রোধোদ্ভূত হইয়া বলিল—‘জাগরে জাগরে জাগ
 হিন্দু-সুতচয় !

করেতে ঘরি কুপাণ শত্রু রক্তে কর স্নান,
 জননীর রক্ষা হেতু মরিতে কি ভয় ?

* * * *

“ভীষ্ম দ্রোণ কর্ষা যারা খ্যাত ত্রিসংসার,
 নরকুল অবতংশ তোরা যে তাদের বংশ-
 কেমনে মরমে মুখে বলিবিরে আর ?

উঠি-

বীর দর্পে একবার খোল তলওয়ার !

* * * *

“কব্রগর্বি-কব্রতেজে করি সংমিলন
 ঘন ছত্কার ছাড়ি, রোষে স্রমেক উপাধি-
 শেষে রজ্জু করে করি কর সমুদ্র মন্থন
 দেখরে কোথায় আছে স্বাধীনতা ধন ?

* * * *

“জাগরে জাগরে আৰ্য্য বংশের কুমার !

পিতৃ সিংহাসন পরে যবন রাজ্য্য করে

থাকিতে তোরদের ঘেঁহে রক্তের সঞ্চার ?

কেনরে বিলম্ব আর খোল তুলওয়ার ।”

বীর শিশুর এই উত্তেজক বাক্যে কাহার না নিত্বাভঙ্গ হয় ? কিন্তু ভারত নিত্বিত নহে ভারত মূচ্ছিত ! স্মৃতরাং ভারতের কর্ণে বীর শিশুর বাক্য প্রবেশ করিল না । অবশেষে বালক বীরকুল কুল তিলক অভিমতের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া কুরুসৈন্য সদৃশ সমুদ্রবৎ যবন সৈন্যে রক্ষা দান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল ।

আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে উত্তেজিত হইয়াছি । কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার নাটক্যাংশে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় নাই । আমরা ইহার দুই একটি কবিতার কোমল অংশের প্রসংশা করিতেছি । গ্রন্থ খানির দুই একটি কবিতা সন্দর হইয়াছে উপাখ্যানাংশে “ভারত মাতার,” কিঞ্চিৎ ছায়া পড়িয়াছে । গ্রন্থকার যেভাবে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার ক্রোধোত্তম শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ঐ সকল, হৃদয়ের অন্তর্গত ভাব নিচরকে একটু অক্ষুট ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলে ভাল হইত । গ্রন্থকার নাটকের প্রকৃতি রক্ষা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে স্থূলিত হইয়াছেন । তাঁহার হৃদয়ে কবিতা লিখিবার কিঞ্চিৎ উপকরণ আছে বারম্বারে নাটক না লিখিয়া যদি কবিতা লিখিবার চেষ্টা করেন তবে বোধ হয় মাধু মাধু পণ্ড লেখক হইতে কৃতকার্য হইতে পারেন ।

পকেট অভিধান । ত্রিভূগাচরণ গুপ্ত সঙ্কলিত ; মূল্য আট আনা । কলিকাতা গুপ্ত প্রেস । এই অভিধান খানি আমাদের আত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে । যিনি অল্পমূল্যে অধিক কল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পকেট অভিধান ক্রয় করিবেন ।

শোকের বাটিকা ।

(সখি হইতে প্রাপ্ত ।)

আজ কেন প্রাণ এত উঠিছে কান্দিয়া ।

ভবনের স্রুথ কিছু পাইনা দেখিতে ॥

চঞ্চল হতেছে গন থাকিয়া থাকিয়া ।

পূর্ব ভাব সমুদিত হইয়া চিত্তেতে ॥

সেই যে পীযুষ মাখা বচন লহরী ।

সেই যে স্নম্ভ হাসি মাধুর্য্য সহিত ॥

সেই যে মুকুতা যিনি দন্ত বিকসিত ।

সেই মধুরা মূর্তি আমারি আমারি ॥

সেই যে বদন ইন্দু পঙ্কজ নয়ন ।

সেই যে রক্তিম ওষ্ঠ অতি মনোহর ॥

সেই যে সূচাক্ষু কেশ পশ্মি গগন ।

সেই যে স্থিরতা মূর্তি স্মৃতির আকর ॥

সেই যে স্তবর্ণ যিনি অঙ্গের বরণ

সেই স্নন্দর দেহ পটেতে চিত্রিত ॥

নয় ছোট নয় বড় অতি সুশোভিত ।

সেই স্মৃগাল যিনি বাহুর গঠন ॥

১/৪ > ৩৪

১৯৩৩২

নিশিথে শশী ।

১৯৩৬

Vol ১/৩০৪

“সদা কঁাদ কঁাদ কিবে ভালবাসি
এই মুখখানি দেখিতে তোমার ;
দেখিলে হৃদয়, কি জানি কি হয়,
ইচ্ছা হয় দেখি বসে অনিবার ।

* * * *

হেন ইচ্ছা মনে, লইয়া গোপনে,
বলি গলাধরি কথা আছে যত ;
কোমল হৃদয়ে মস্তক রাখিয়ে
পড়ি ঘুমাইয়ে জনমের মত ।,

রাত্রি চুইটা, চারিদিক নির্বাত নিষ্কম্প, দীপসকল একে একে
নিবিয়া যাইতেছে । সকলেই নিদ্রিত, জগৎ নীরব ও নিস্তব্ধ ;
মধ্যে মধ্যে কেবল অদূরে কুকুর ধ্বনি, বন বিহঙ্গমের কচিং পক্ষ
শব্দ ও নিশি বিহারী পেচকের ভীষণ রব ব্যতীত কিছুই শ্রবণ
গোচর হইতেছে না । অসার মনুষ্যের আর সেই উচ্চ কোলাহল
নাই । এই স্থিরা, গম্ভীরা, ভয়ঙ্করী রজনীতে আমি কেবল একা
জাগিয়া, চক্ষে নিদ্রা নাই । যে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সর্ব্বত্র
ধনকে বিসর্জন দিয়া পথছারা পথিকের জ্ঞান কঁাদিয়া কঁাদিয়া
বেড়াইতেছে তাহার আবার নিদ্রা কেন ?—এ সংসার—এ শোক
তাপ পূর্ণ সংসার—এ স্বার্থ পরতা কুটিলতা পূর্ণ সংসার বাহার
নিকট শ্মশান ভূমি তাহার আবার নিদ্রা কেন ? এ পৃথিবীতে

বাহার কিছুই নাই, - সঙ্গী নাই, বন্ধু নাই, আশ্রয় নাই, শরীরে
 বল নাই, কার্যো উৎসাহ নাই, হৃদয়ে জ্বলন নাই প্রাণে প্রাণ
 নাই, তাহার আকাঙ্ক্ষা নিত্যা কেন ? - সুখ শান্তি কেন ? আমার
 কিছুই নাই ; জল বৃন্দ বৃন্দেরও সঙ্গী আছে, ইহাতে উহাতে
 মিশিয়া নাচিতে নাচিতে কেহন ডুবে, কিন্তু আমার কেহই নাই ;
 কুম্ভ কুটে, কেমন এ উহার গলা ধরিয়া, - গাল ভরা ভুবন
 মোহিনী হাসি হাসিয়া অক্ষুটম্বরে গায়িতে গায়িতে, মধুরতালে
 নাচিতে নাচিতে কেমন শোভা বিকীর্ণ করে ; পাদপ নিচয়
 কেমন হুলিয়া হুলিয়া পরস্পর পরস্পরের কাছে মনের কথা বয় ;
 বৃহৎ বাতান্দোলিত ব্রততী কেমন মনের সাথে তরুকে আলিঙ্গন
 করিয়া স্বীয় মস্তক তাহার বক্ষে রাখিয়া কেমন আপন
 প্রেম ভরে আপনি মজিয়া থাকে ; সুনীল অনন্ত গগনে তারকা
 রাজি কুটিয়া, এ উহার পানে চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া
 যায় ; বিস্তীর্ণ হৃদয়া কলনাদিনী শ্রোতস্বতীর বক্ষে তরঙ্গ নিচয়
 কেমন ছুটা ছুটি করে - সৈকতে সৈকতে এদিক্ ওদিকে কেমন
 আপন মনে ক্রীড়া করে । সকলেরই সব আছে, - আকাশের
 চাঁদ আছে, সমুদ্র, নদীতে তরঙ্গ আছে, মঞ্চভূমে ওয়েসিস্
 আছে, কুম্ভমে মৌরভ আছে, কিন্তু আমার কেহই নাই, কিছুই
 নাই, চারিদিক অন্ধকার, শূন্যময়, ও নীরস ! হায় ! আমার
 কেহই নাই ; এই ধন জন সমাকীর্ণ আনন্দময় বিপুল সংসারে
 আমার কেহই নাই ; এ কথা কাহাকে বলিব ? কে আমার
 এই হাহাকারপূর্ণ মর্ম্মের কথা শুনিবে ? কেই বা বুঝিবে ? একা
 আসিয়াছি একাই যাইব, যাবজ্জীবন এই জ্বলন্ত বহি বক্ষে বহন
 করিয়া স্রব্বের সমাধির উপর বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একাই
 যাইব । আহা ! আমার ত কেহ নাই ।

ওকে ও ? কে তুমি ? যোগিনীর দ্বার শুভ্রা বসনারতা ছইয়া

ছল ছল নয়নে ধীরে ধীরে মুক্ত বাতায়ন পাশে আমাকে দেখি-
 তেছ ? কে তুমি ? শশী ! এস কাছে আসিয়া বস ; ওকি
 কাঁদিতেছ কেন শশী ? তুমি তোমার স্রবণময়ী অনুপমা রূপ
 প্রভার বিমল তরঙ্গ, আনন্দময়ী লাবণ্যছটা লইয়া স্রমধুর হাসি
 হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া কুমুদিনীর উপর পাড়িবে, তোমার স্রবক্ষম
 কটাক্ষে তোমার অমৃত ধারা বর্ষণে জগৎ প্রীত ও শীতল হইবে ।
 যখন শুভ্রমুখী রজনী গন্ধা সৌরভ বিস্তার করিয়া প্রস্ফুটিত হইবে
 তখন তুমি তাহাকে স্রবণ বসন ভূষণে ভূষিতা করিয়া রূপবতী
 কুমুম সমাজে নাচাইবে ; যখন গোলাপ যুবতী তাহার সহচরী
 মল্লিকার সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে রসের ভরে হাসিয়া
 হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া ডুলিয়া পড়িবে, তখন তুমিই মেঘের আ-
 ডাল হইতে হাসি হাসি মুখ খানিতে টিপি টিপি হাসিয়া বিক্রপ
 করিয়া তাহাদের রসের দোলনির হৃদয় করিবে, যখন পাখিয়া
 বকুল-নিকুঞ্জভ্যন্তরে থাকিয়া কানন ভেদী মধুর কাকলী ছড়াইবে,
 তখন তুমি তাহার কুহরগে বিমোহিত হইয়া নিঃশব্দে উঁকি নাড়িয়া
 তাহার গলা বাজিতে উৎসাহ দিবে ! তরঙ্গিনীর তরঙ্গারিত
 হৃদয় স্রবণরাগে রঞ্জিত করিয়া তালে তালে নাচাইবে, নদী
 ঢলিতে ছলিতে কুল কুল শব্দে নাচিবে, আর তুমি অনন্তরে সুখ-
 ভরা হাসি হাসিয়া জগৎ আনন্দ নয় করিবে । তোমার কি এ
 রোমন ভাল দেখায় ? তুমি জগতের শোভা, বন্ধু হীনের বন্ধু,
 অনাথের সহায়, বালক রাখালের প্রিয় বস্তু, প্রণয়ী যুগলের
 সর্বস্ব ধন, তোমার এ অশ্রু জলাভিষিক্ত অবনমিত বিষণ্ণ বদন-এ
 মলিন বেশ ভাল দেখায় ? সে কুমুম কুন্তল নাই, রূপ মাধুরী নাই,
 লাবণ্য ছটা নাই ; শশী ! কাঁদিও না । তুমি আকাশ আলো
 করিয়া থাক, তোমার হৃৎকি ? আমিত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে
 পারি না । প্রেতাতরকা পরিশোভিত, তৃণ শল্ল মতা ওন্দ্র কুমু-

মালকুত, কল কল কাকলী পূরিও উরুদ্ধময় সংসারের চারিদিকে
 দুঃখ ; রাজ প্রাসাদে দরিসের পর্ণকুটীরে, গাণে, ঘাটে, বনে,
 উপবনে সর্বত্রই দুঃখ ; এ সংসার দুঃখময়, তাই কি তোমার এত
 দুঃখ ? কত শত লোক এই অভাগার জ্বালায় মর্মান্তিক ভোগ
 করিয়া আঁতে ২ জ্বলিয়া পুড়িয়া অবিরল অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া
 বারম্বার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে এই নিশীথ জাগরণ
 করিতেছে ইহা দেখিয়াই কি তোমার এত দুঃখ ? না, শশী ; তুমি
 আমায় বড় ভাল বাস ; তাই আজি এই হতভাগার অন্তরের
 গুহৃতম প্রদেশের তীব্র জ্বালাময়ী যন্ত্রণার গভীরতা এই রক্ত
 শোষক অশ্রুজল দেখিয়া মলিন বেশে বাষ্পাকুলিত লোচনে
 সন্ধান করিতে আসিয়াছ ? আর, শশী, আর, একবার প্রাণ
 ভরিয়া কাঁদ দেখিবে ! তোমার ঐ অশ্রু জল ভিত্তিক মুখ খানি
 দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিবে। আহা শশী !
 পরের জন্য কাঁদিতোছ, কাঁদিয়া জগৎ ভাসাইয়া দেও দেখিবে !
 আহা ! এ সংসারে রমণীর মুখ কেমন সুন্দর, কেমন পবিত্র ও
 নির্মল । এই রোগ শোক-দুঃখ তাপ সমাকুল অবস্থান প্রভারণা
 পূর্ণ সংসারে এত যে জ্বালা ওই চাঁদ মুখখানি দেখিলে সব যেন
 কোণায় চলিয়া যায়-হৃদয় কি যেন কি মগ্ন হয় । উহা কি দিয়া
 গঠিয়াছিলে জগদীশ ? যিনিই যাহা বলুন আমি কিন্তু ঐ কাঁদ
 কাঁদ চাঁদ মুখখানি বড় ভাল বাসি । পরকে আপনা ভুলিয়া
 ভাল বাসিতে রমণী ভিন্ন কেহ পারে না, রমণীই কেবল পরের
 দুঃখে কাঁদে । যখন ঐ দেবী প্রতিমা পরদুঃখে বিগলিত হইয়া
 দর দর ধারে ভাসিতে থাকেন, আহা ! তখন ওই মুখ খানি
 কত সুন্দর ! কেমন স্বর্গীয় প্রভাষ প্রভাসিত হয় ! এ মর
 সংসারে ও সৌন্দর্যের তুলনা নাই, স্বর্গে আছে কি না জানিনা,
 রমণী নিতে জানে নিতে জানে না । যে পরকে আপনা ভুলিয়া

ভাল বাসে, যে পরের জন্ত আত্ম জীবন দেয় তাহাকে আমি বড় ভাল বাসি, কুসুম পরের জন্ত প্রস্ফুটিত হয়, পবন পরের জন্ত প্রবাহিত হয়, জল পরের জন্ত উঠে, তাই তাহার। জগতের এত প্রিয়, তুমি পরের জন্য কঁাদ, তোমার ওই অনুপম নৌদবোর মোহিনী শক্তিতে পরকে মোহিত করিয়া সাহস কর তাই তোমাকে এত ভাল বাসি । শশী !

“সদা কঁাদ কঁাদ কি যে ভাল বাসি
ওই মুখ খানি দেখিতে তোমার
দেখিলে হৃদয় কি জানি কি হয়
ইচ্ছা হয় দেখি বসে অনিবার

* * * *

হেন ইচ্ছা মনে, লুইয়া গে পনে
বলি গলাধরি কথা আছে বত ;
কোমল হৃদয়ে মস্তক রাখিয়ে
পড়ি ঘুমাইয়ে জনমের মত ।”

শশী ! একবার আয় দেখিবে, একবার মনের সাধ মিটাই ;
আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের অবলম্বন, আশা র ধন, চিন্তার
বস্তু, হৃদয় মকতুমীর একমাত্র সরসী অনন্ত সমুদ্রের একমাত্র নক্ষত্র
তুমি ; একবার আয় দেখিবে ওই কঁাদ কঁাদ সোণা মুখখানি হৃদয়ে
রাখিয়া হৃদয়ের দশ হাতে চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়া
সব জ্বালা যন্ত্রণা যুড়াইবে, তোমার ওই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুব রশ্মির
পরতে পরতে অণুতে অণুতে মিশিয়া ঐরূপ কঁাদিয়া কঁাদিয়া
জগতে বেড়াইব ; গোমুখীর নীচে, স্রোতঃ স্রোতীর স্রোতো তবঙ্গ,
কুসুমের নৌরভে, ফলের পাতায় পাতায় যেখানে সেখানে মনের
হুঃখ গাইয়া বেড়াইব, আর মাঝে মাঝে ঐ অশ্রু জলাভিষিক্ত

সোণা মুখ খানি চুষন করিব। আহা! এমাদ কি মিটিবে? তোমার আমার এক হইয়া মিশিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে পাইব? শশী! এ জগতে যে যাহাকে ভাল বাসে, সে ত তা-
হাকে পায় না। ঐত ভয়, ঐত দুখে, তাইতেইত মরিতে চাই। বাল্যকালে যখন মাতার কোলে ছিলাম তখন ও মুখ খানি দেখিয়া কত হাসিতাম, খেলিতাম তখন হইতেই কেমন ভাল বাসিয়াছি।

আহা!

‘বাল্যের সে ভাল বাসা—

—অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মস্তিষ্ক মিশাইয়া গেছে।

তবে তোমাকে পাইব না কেন? কেন এক হইয়া মিশিয়া
কঁ বিতে পাইব না? এই কি বিধাতার ইচ্ছা! মিশিব বৈকি, আজি
ন হয়, কালিনাহয়, একবর্ষ দুইবর্ষপরে নাহয়, যুগযুগান্তরেও মিশিব
তোমার আমার এক হইয়া মিশিব, আ ম ররে কি স্বপ্ন! আমরা
মিশিব আর প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। কুরমে, কুস্মনে, রক্ষের
পত্রে, পাত্রে, বায়ুর হিল্লোলে, নদীর তরঙ্গে, যেখানে সেখানে
দুঃখের গীত গাইব বালকের হাস্যো, যুবতীর মধোহন নয়ন
কটাক্ষে, যুবার আশায় বোদন মাখাইব, দুখে মিশাইব। ভারত
না কাঁদিলে তাহার উন্নতির উপায় নাই, পরস্পর পরস্পরের জন্ত
না কাঁদিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। এ আশান ভূমির চারিদিকে
পাণলের বিকট হাস্য। যখন সকলে জানিবে তাহারা কি, যখন
সকলে জানিবে যে এ কুসুম মালা নহে, এ অস্থি মালা, এ বস্ত্র
নহে, তাহারা বস্ত্র হীন, উলঙ্গ,—এ ধন রাশি নহে, পূর্ব পুরুষের
ভয় অস্থি পঙ্কর থণ্ড, যখন দেখিবে তাহাদের সকলেরই এক দশা,
আর রশ্চিক দক্ষি হৃদয়ে নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে “বোম, বোম,
রবে আশুতোষ মহাদেবের পূজা করিবে, তখনই ভারতের উন্নতির

স্বত্বপাত হইবে। ভারত স্বার্থ পরতার উচ্ছিন্ন হইতেছে ; প্রেমের পূজা না করিলে আর রক্ষা নাই। তায় দর্শন সাহিত্যাদি রাখিয়া দেও। সকলে একমনে সেই মহাদেবের পূজা কর দেখি, ভারত উন্নত হইবে। প্রেম মনুষ্যের প্রাণ, জাতির জীবন। এই প্রেম লইয়াই ইংলণ্ড সাগরাস্তর পরিভ্রমর, এই প্রেম লইয়াই ওসীয় দিগের এত বিক্রম, এই প্রেম লইয়াই বৌদ্ধেরা এক সময়ে, তাতার, সিংহল, চীন, জাপানে রাজত্ব করিয়াছিল, এই প্রেম লইয়াই শিবজী দিব স্বরণীয় হইয়াছেন, —“চিলিয়ান ওয়ালাস, নীচ দি-গেব এত বীর। ভাবত আবাব প্রেম পূজা করুক, পাপের পবন্যের জন্ত কাঁদিতে শিশুক আবার, উন্নত হইবে। আবাব হাসিবে। আমরাও তখন, শশী! হাসিতে হাসিতে প্রেমের গীত বিকীর্ণ করিব।

(পাগল শশি প্রিয়)

নারী ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

জানিনা কোন্ পাপে নারী এইরূপ পদদলিত হইতেছে!—
চিরদিন পুরুষের দাসীত্ব ব্রতে নিমুক্তা রহিয়াছে! জানিনা কোন্ পাপে তাহারা হৃদয়ের অসহ বেদনা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। তাহাদের শারীরিক দৌর্ভাগ্যই যে সেই পাপ, তদ্বিশেষে সন্দেহ নাই। অভিমান গর্ভিত নিষ্ঠুর পুরুষ! তা বলিয়া মনে করিও না যে তাহারা স্বভাবতঃ বলহীন হইয়া তোমাদের দাসীত্ব করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে;—ভরণ পোষণের নিমিত্ত তোমাদের মুখ প্রেক্ষিণী হইয়া থাকিবার জন্য বিধাতা

কর্তৃক আনিষ্ঠ হইয়াছে । বিধাতা এরূপ পক্ষপাতী নন, তাঁহার এ নিয়ম নহে । শৈশবাবস্থায় পরস্পর যখন একত্রে মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতে তখন তোমাদের মন কিম্বা শরীর সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিভিন্নতা ছিলনা । যৌবনোদ্যমের সময় হইতে শারীরিক বলের বৈভিন্ন্য ও মানসিক ক্ষমতার প্রকার শত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল । ক্রমে পুরুষ সাহসী, বলিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী হইয়া উঠিল । ইহার কি কিছু কারণ নাই ? অ'হে । পিতা মাতার প্রকৃতি যে সময়ে প্রথম তাঁহাদিগতে আশ্রয় লয়, যথাক্রমে পুত্র ও কন্যাতে ও সেই সময়ে, সেই বয়সে, প্রথম আসিয়া উপস্থিত হয় । আর পূর্বকালে মনুষ্যের অসম্ভাবস্থাতে এক জাতিতে কিম্বা বিভিন্ন জাতি মধ্যে নারী লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইত । তৎকালীন পুরুষ গণ একজন রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিত ; শেষে তাহাদিগের মধ্যে বলবান্ ব্যক্তিই সেই রমণীকে লইয়া যাইত ; ইহাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের বল ও সাহস বৃদ্ধি হইত । এবং তা'হাবা বাল্যকাল হইতেই সমধিক বলবান্ হইবার জন্য যত্ন করিত । অতএব ইহাতেই বোধ হইতেছে যে পুরুষের বল পুরুষানুক্রমিক হইয়া আসিতেছে । বৃহত্তর অ'কৃতি, বল, বিস্তৃত্তর স্কন্ধদ্বয়, অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট মাংস পেশী, শরীরের দার্ঢ্য, অধিকতর সাহস ও যুদ্ধ প্ররতি তাহাদের অর্দ্ধ মনুষ্য পূর্ব পুরুষ গণের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে । কতক প্রাকৃতিক নির্বাচন, কতক যৌন নির্বাচন* জন্য তাহারা সাহস প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত । এইরূপে নারী পুরুষ অপেক্ষা বলহীন হইয়াছে । শুদ্ধ বলহীন হইয়াই তাহারা দাসী-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে । যৌবন কাল হইতে উদ্ভম ও অবিচলিত

* natural Selection and Sexual selection

See ' darwin's descent of man ,

অধ্যবসারে অভি্যাস করিলে এই বলশূন্য, কোমলাঙ্গী ইত্যাদিগণী দাসীরাও বলে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে। যতদিন না সেই সকল উত্তম ও অধ্যবসারে অভ্যস্ত। যুবতীগণ বিবাহিত হইয়া সাধারণতঃ অন্যান্য নারী অপেক্ষা বহুসংখ্যক মাতৃগুণ বিশিষ্ট কন্যা প্রসব করিতেছে, যতদিন না সেই সকল প্রসূতা কন্যা আবার মাতার ন্যায় ঐ সকল গুণ অভি্যাস মা করিতেছে, যতদিন না তাহার। পুরুষের ন্যায় পরিবার ভরণ পোষণের জন্য দুর্লভ সংসার-যুদ্ধে সুশিক্ষিতা না হইতেছে, ততদিন বলে পুরুষের সমকক্ষ হইবার আশা নাই।

নর নারীর মানসিক ক্ষমতা পরস্পর প্রকার গত বিভিন্ন; সমষ্টি গত একই। তোনার চারিটা সিকি আছে তুমি যেরূপ ধনী, আমার আটটা দুআনি আছে আমিও সেইরূপ ধনী; কিন্তু মনে রাখিও এক একটি সিকি আবার এক একটি দুআনির হিণ্ডণ। এ বিভিন্নতা তাহাদের স্বভাব জাত নহে, অবস্থার বিভিন্নতাতে ঐ তাহাদের মানসিক ক্ষমতার ও প্রকার শত বৈভিন্না ঘটিয়াছে। সেই জন্য নারীর এক পুকার গুণ পুরুষের আর এক পুকার। পুরুষের বিবেচনা শক্তি আছে, নারীর অনুভব শক্তি আছে। পুরুষের নিতীকতা আছে নারীর বিচক্ষণতা আছে। পুরুষের সাহস আছে; নারীর সতর্কতা আছে। পুরুষ যুক্তি মস্ত্রে দীক্ষিত, নারী আশা মস্ত্রে দীক্ষিত। নর নারীর মানসিক ক্ষমতার কেবল এই মাত্র বৈভিন্না। চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই তাঁহাদের দৈনিক কার্য্য কলাপ স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বুঝিতে পারিবেন যে নারী তাঁহাদের পদ দলনের ও স্থগার পাত্রী নহে। এ সংসারে পুরুষ ও যেমন নারীও তেমনি। পুরুষের যে স্বত্ব নারীর ও সেই স্বত্ব। জ্বলন্ত সংসার বহিতে পুড়িতে পুড়িতে পুরুষ যেরূপে বিলীন হইবে নারীও তরুণ। নারী ভোগ্যদের অধীন-

তায় বন্ধ বলিয়া মনে করিও না যে মানসিক ক্ষমতায় তোমাদের অপেক্ষায় ছীন। রাজ্যে দুইজন অধ্যক্ষ থাকিতে পারে না, একজন সর্বাধ্যক্ষ চাই; একজন সর্বাধ্যক্ষ হইলে অপর ব্যক্তিকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে তাঁহা অপেক্ষা মানসিক ক্ষমতায় হীন বলিতে সাহসী হইব না। রাজা রাজ্যের কর্তা; বিজ্ঞান ও দর্শনবিৎ পণ্ডিতেরা, রাজনীতি কুশল বিখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁহার শাসনাধীন। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদিগকে রাজা অপেক্ষা হীন বলিব না। পুরুষ! নারী তোমাদের সংসারে বন্ধু বিপদে সহায়, রোগে স্নেহময়ী দারিদ্র্যে ও শোকে মৃতিমতী শান্তি, তোমাদের আঁধারের আলো জীবনের সর্বস্ব; তথাপি তোমরা স্মার্ত্ত পরতায় অন্ধ হইয়া— আপনাদের দাসী বিবেচনা করিয়া জ্ঞানালোক বিছীন করিয়া— তাহাদের স্রুতের দিকে একটু মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া পদে পদে উৎপীড়ন করিতেছ, ইহা কি তোমাদের অধর্ম্য নহে। ইহা যদি অধর্ম্য না হয় তবে অধর্ম্য কাহাকে বলে জানি না।

তৃতীয় প্রস্তাব ।

ইহা কোন সময়ে সাধারণের এমন কি উন্নত মন্য ব্যক্তিগণের ও অন্তঃকরণে উদ্ভিত হইয়াছিল যে অস্পসংখ্যক প্রভু এবং বহু সংখ্যক দাস এই দুই ত্রৈণী বিভাগ মনুষ্য জাতির মধ্যে স্বাভাবিক; স্বভাবতঃ কেহ বা প্রভু করিবার যোগ্য আর কেহ বা দাস হইয়া করিবার উপযুক্ত। ত্রীকোণ স্বাধীন প্রকৃতির এবং প্রেসীয় ও এসিয়া বাসীরা দাস প্রকৃতির জাতি; পশ্চিমবর এরিকটল ও বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করিয়া সেই পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইউ-নাইটেড ফেটের দক্ষিণ ভাগস্থ দাস ব্যবসায়ীরা ঐ মতাবলম্বী

ছিলেন। কৃষকবর্গের উপর শ্বেতাঙ্গের প্রভুত্ব স্বাভাবিক, কৃষকবর্গ
 জাতি স্বতাবৃত্তঃ স্বাধীনতা রক্ষণে অপারগ, তাহারা দাসরূপে
 জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ কথা তাহারা গম্ভীর ভাবে উল্লেখ
 করিতেন। অনেকে বলেন সামান্য শ্রমজীবী দিগের পক্ষে
 স্বাধীনতা অস্বাভাবিক, আবার জে তুজাতি বিবেচনা করেন, যে
 বিজিতগণ তাঁহাদের আত্মা বহন করিবে অর্থাৎ দুর্বল নিরীহ
 জাতি, সাহসী যোদ্ধা জাতির অধীন হইবে, ইহা স্বভাবের নিয়ম।
 এইরূপ যাহা সাধারণতঃ ঘটে তাহাই স্বাভাবিক আর যাহা
 রীতিবিরুদ্ধ তাহাই অস্বাভাবিক বলিয়া প্রায়ই প্রতিপন্ন হয়।
 নারী পুরুষের অধীন, ইহা স্বাভাবিক নহে, পৃথিবীর রীতি;
 প্রকৃতির নিয়মানুসারে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে মানব চক্ষে
 তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর দূর দেশ বাসি
 ব্যক্তিগণ যখন প্রথমে ইংলণ্ড বিষয়ে অবগত হয়, তখন তাহারা
 জানিতে পারে উহা ক্রীলোক দ্বারা শাসিত, তখন তাহারা কতই
 না চমকিত হয়! ইহা তাহাদের পক্ষে এত অস্বাভাবিক যে
 তাহারা সহসা বিশ্বাস করেন। ইংরাজ জাতির পক্ষে ইহা
 কোন অংশেই অস্বাভাবিক নহে কারণ তাহাদিগের নিকট ইহা
 প্রচলিত। নারী যোদ্ধা বা পার্শিয়া মেটের সভ্য হইবে, ইহা
 তাহাদের চক্ষে অস্বাভাবিক, কেননা উহা তাহারা সাধারণতঃ
 দেখিতে পায়না; উহা তাহাদের রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু ফিউডাল
 সময়ে যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি শাস্ত্র নারী সম্বন্ধে অস্বাভাবিক
 বলিয়া বিবেচিত হইত না ক্ষমতাপন্ন শ্রেণীর নারীগণ, তাহাদের
 স্বামী বা পিতৃগণ অপেক্ষা পারীৱিক বল ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে
 হীন হইতেন না; এসকল তাঁহাদের নিকট স্বাভাবিক বলিয়াই
 বোধ হইত। পুরাণ প্রথিত আমেজন এবং স্পার্টার নারীগণ
 দুইটাহে গ্রীক কাহিনীগণ অনেকাংশে স্বাধীন ছিলেন। স্পার্টার

রমণীগণের স্বতন্ত্র ইতিহাস বেতুদিগের নিকট অবিস্মৃত নাই । যদিও তাঁহারা গ্রীক সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের রমণীগণের ন্যায় একই প্রকার রাজ শাসন বন্ধ ছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ স্বাধীন ভাবাপন্ন ছিলেন এবং পুরুষদিগের ন্যায় শারীরিক ব্যায়ামে সুশিক্ষিতা হইয়া বীরপদ্য গ্রীকদিগের নিকটে বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের অনুপযুক্ত বা স্বভাবতঃ নিগূর্ণ নহেন । বিখ্যাতনামা প্লেটো এই স্পর্শে রমণীগণকে দেখিয়াই তাঁহার মত সমূহ (Republic) মধ্যে এইরূপ বিস্তৃত করিয়াছেন যে পুরুষ ও নারী সমাজনীতি এবং রাজনীতি সম্বন্ধে উভয়েই এক ।

যদি নারী স্বভাবতঃ অধীন না হইল তবে তাহারা আপনাদের অবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন কেন ? পুরুষ তাহাদিগকে যে রূপ নিরম স্বারা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে তাহারা আপত্তি করিবে কিরূপে ? এপর্যন্ত ইংলণ্ডের অনেক নারীবৃত্ত মনের চুঃখ কেবল লিখিয়াই প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এক্ষণে দিন দিন বহুসংখ্যক নারী তাহাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন, অস্পন্দিত হইল, বহুসংখ্যক নারী কতকগুলি রমণী কুলবৃত্ত প্রমুখ হইয়া পার্লামেন্ট প্রবেশের অনুমতির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন । তাঁহারা পুরুষের ন্যায় সমানরূপে শিক্ষিত হইবেন, সমানরূপে সমাজে উন্নত হইবেন এই স্বল্প রক্ষার্থে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অনেক সভা আছে, শুদ্ধ ইংলণ্ড, বা আমেরিকায় যে তাহারা তাঁহাদের অক্ষমতার বিরুদ্ধে উদ্ভিত হইতেছেন এমন নহে । ফ্রান্স, ইটালী ও সুইটজার্ল্যান্ডেও এরূপ উদাহরণের অপ্রতুল নাই । কত রমণী যে এরূপ ইচ্ছা মনোমধ্যে লুকায়িত রাখিয়া হৃদয়ের বন্ধি, হৃদয়ে চাপিয়া বাস করিতেছেন তাহা কে বলিতে পারে ? নারী জাতি তাঁহাদের গুণনিচয় দমন করিতে যদি শিক্ষা প্রাপ্ত না হইতেন,

তাহা হইলে কত রমণী যে গুণগ্রামে জগৎ অলঙ্কৃত করিতেন তাহা বলা যায় না। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, যে দাস ভ্রমণী একবারেই স্বাধীন হইতে পারে না। যখন সাইমন ডিম-ন্টফোর্ট (Simon demout fort) প্রজাদিগের প্রতিনিধি-গণকে (deputies of the commons) পার্লামেন্ট সভায় আসন গ্রহণের জন্য প্রথম আহ্বান করেন তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কে ভাবিয়া ছিলেন যে, তাঁহারা শাসন কার্য্য বিভাগ গ্রহণ করিতে ক্ষমবান্ হইবেন ? তাঁহাদের মধ্যে উচ্চাশা-শালী ব্যক্তির মনো-মধ্যে ও একেবারে এরূপ আশার উদয় হয় নাই। যথেষ্ট করস্থাপন, এবং রাজকর্ম্মচারি গণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাই-লেই তাঁহাদের যথেষ্ট। যাহারা প্রাচীন কাল হইতেই কোন জাতির ক্ষমতাসম্পূর্ণ, তাঁহারা তাঁহাদের পীড়ন বা দুর্ব্ব্যবহারের কথা ব্যতীত আর কিছুতেই আপত্তি করেন না—কখনই প্রথমে স্ব স্ব ক্ষমতার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, ইহা প্রকৃতির নৈতিক ব্যবস্থা। সর্ব্বত্রই এমন কোন নারীই দেখিতে পাই না যিনি স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করেন না।

যাহারা বলেন যে প্রকৃতিই নারীদিগকে বর্ত্তমান কর্ম্ম ও অবস্থাপ্রয়োগী করিয়াছে, আমরা তাঁহাদিগকে আর একটি কথা বলিব যে যদি সমাজ নারীহীন বা পুরুষ হীন হইত, যদি সমাজে নারীগণ পুরুষের অধীন না হইত তাহা হইলে তাঁহারা নরনারীর মানসিক ও নৈতিক স্বাভাবিক বিভিন্নতা বিশদরূপে দেখিতে পাইতেন। এক্ষণে যাহা নারীদিগের প্রকৃতি বলিয়া থাকি, তাহাত কৃত্রিম—তাহা বলা ও অস্বাভাবিক উদ্ভে-জনার ফল। ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা হইতে পারে যে অন্য কোন পরাধীন জাতির স্বভাব এত সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয় নাই।

বিজিত এবং দাস জাতি বিলক্ষণ বল সহকারে দলিত হয়, কিন্তু তাহাদের যাহা লৌহ খণ্ডের দ্বারা ও পেষিত মা ইষ্টল তাহাকে প্রাণ মুক্তি দেওয়া হয় এবং যদি পরিপুষ্ট ইইবার বিক্ষুব্ধ স্বাধীনতা পাইল, অমনি তাহার নিয়মানুসারে পরিপুষ্ট ইইবার রক্ষি পাইতে থাকে । কিন্তু নারীদিগের দুর্ভাগ্য আরো অধিকতর । যেকণ এক প্রকৃতির রক্ষাদি অন্যপ্রকৃতিতে আনীত ইইয়া কৃত্রিম তাপ প্ৰভৃতি দ্বারা বর্জিত কবাণ হয়, পৃকষের উপকার ও স্বার্থেব জন্য নারী দিগেব প্ৰকৃতি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে ও তজ্জপ । পৃকষ নারী দিগকে আজ্ঞা পালিকা দাসী করিবাও সম্ভব ইন নাই, অংগন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদের সমুদয় শিক্ষা পর্যন্ত পবিরহিত করিযাছেন । সমুদয় নারীই বাল্যকাল ইইতে এইরূপ বিশ্বাসে শিক্ষিতা ইইয়া আসিতেছে—যে তাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পৃকষেব বিপদীত তাহারা আত্মশাসন শাসিত নহে ;—পবের আজ্ঞাবহ ও পরশাসন বশীভূত । তাহারা পবের, পরের জন্য জীবন দাবণ করিবে, তাহারা পরার্থ সর্বস্ব এই তাহাদের কর্তব্য কর্ম এই তাহাদের প্ৰকৃতি । তাহারা যেরূপ অপ্রাকৃতিক অবস্থায় রক্ষিত, তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক পবিপুষ্টি হওয়া দূরে থাকুক এবং প্ৰকৃতির বিকৃতি হয় এবং ছদ্মভাব ধারণ করে । কেহই নিঃসংশয় চিন্তে বলিতে পারেন না যে যদি নারী-প্ৰকৃতি পৃকষের ন্যায় স্বাধীন ভাবে যথেষ্ট দিকে গমন করিতে পাইত, মানব সমাজের অবস্থা অসম্ভবকতা ব্যতীত যদি কোন কৃত্রিম বল তাহাতে যুক্ত না ইইত অথবা নর নারী উভয়েই সমজাত্য ভাবে স্বাক্ষিত, তাহা হইলে ও নারী চরিত্র ও ক্ষমতা পৃকষেব সহিত তুলনায় বস্তুবিক বিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট ইইত । এখন যে বদ-দামান্য বৈভিন্ন পরিপল্কিত হয়, তাহা কেবল তাহাদের অবস্থা বৈশিষ্ট্যের ফল, ইহা প্ৰাকৃতিক ক্ষমতার বিভিন্নতা নহে । আমহা

অমুরোৎপীড়িতা সুরলক্ষ্মীর বিলাপ । ৬৩

নারী চরিত্র সম্বন্ধে যতদূর জানি তাহাতে ইহা বলা যাইতে পারে,
যে নারী জাতির মানসিক ক্ষমতার গতি ব্যবহারিক বিষয়ের
নিকে । ইহা অতীত ও বর্তমান সময়ে নারীতিহাসে স্মৃতি পুথিত ।
সামান্য দৈনিক অভিজ্ঞতা দ্বারা ও বিলক্ষণরূপে জানিতে
পাওয়ায় ।

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুঃ—

অমুরোৎপীড়িতা সুরলক্ষ্মীর বিলাপ ।

১

এন, সুর বাসি, স্থানের সোদর !
এস প্রাণ ভরে করি আলিঙ্গন !
এস ভাই ! এস এক প্রাণে মিশি,-
এক হৃদয়ে কবি অশ্রু বিসর্জন !

২

এক সুরে ভাসি এক মুখে হাসি
এক বাক্যে সব প্রকাশি বেদনা,
এক নম্বে গলি এক প্রেমে ঢলি
এক নম্বে হই, দীক্ষিত সাধনা—

৩

এক প্রতিজ্ঞায় ; একই উদ্দেশে
একের উদ্বোধনে অপরে বিকল,

একের কারণে সহস্র পরাণে
সাধিব প্রতিজ্ঞা সাধিব মঙ্গল !

৪

এস ভাই ! এস এক মদে মাতি
এক পথে সবে করি বিচরণ ;
এক উৎসাহেতে হই উৎসাহিত,
এক বাক্যে করি প্রতিজ্ঞা সাধন ।

৫

এক বলে বলী এক দম্বে চলি,
এক ছুঁছকারে ছুঁছকারি সকলে,
এক পরিণাম এক পথে গতি,
এক পরকাল নিয়তি শৃঙ্খলে—

৬

শৃঙ্খলিত নিত্য, এক পরমাণু
এক রক্তে মাংস এক বীর্য্যে বল,
একই সঙ্কল্প সাধিব সাধিব,
গাইব গাইব বিজয় মঙ্গল ।

৭

লভিব লভিব বাঞ্ছা কল্প ফল,
উপাড়ি অগেরু ভাসাব সাগরে,
বজ্র বৃষ্টি শিলা বাত উল্লা পিণ্ড,
বক্ষস্থল পাতি সব অকাতরে ।

৮

এস ভাই ! দেখ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি
মরমে মরমে জ্বলে কি দহন ?
দেখ ভাই ! দেখ হৃদয় ভিতরে
অনলের কালি পড়েছে ক্যানন ?

৯

এস ভাই ! মধি অদৃষ্ট সাগর
উঠিবে উঠিবে অমৃত আশাব ;
এস, সুখা পাণে হইয়া অমর
জয় জয় শব্দে কাঁপাই সংসার !

১০

সাগরে গরল উঠিতেও পাবে,
উঠুক গরল ভয় কি তাহাতে ?
দেবের অমৃত দেবতারা পাবে
অসুরের ভক্ষ্য লবে অসুরেতে

১১

বাঁটিব অমৃত নিজ হস্তে আমি,
এক বিন্দু নাহি হবে অপচয় ;
অসুরে অর্পিবে গরলের ভাণ্ড
কোশলে নাশিব দৈত্য সমুদয় ।

১২

এই পাগলিনী এলাইয়া বেণী

বসিল অশানে শব সাধনায়,
 যা করে করালী যা করে মা কালী,
 সাধিব মঙ্গল স্থির প্রতিজ্ঞায় !

১৩

যত দিন এই অদৃষ্ট জলধী
 লজ্জিতে না পারি ততদিন আর
 ফিরিবনা গৃহে বাঁধিবনা কেশ ;
 আহার বিহার বিলাস ব্যভার—

১৪

করি পরিহার রহিব অশানে !
 সন্ন্যাসিনী বেশে সাধিব সাধনা,
 তাজিয়া বসন পরিব বন্ধল
 মাখিব বিভূতি করিছি বাসনা !

১৫

ত্রিশূল সম্বল সহায় অশানে !
 নিশা দ্বি-প্রহরে ঘোর অন্ধকারে !
 মহা ঘোরে মাতি গম্ভীরে গাইব
 হেরিব স্ননীল নিরদ অম্বরে,-

১৬

নিরদ বরণী আলুয়িত বেণী
 উলঙ্গী অধরে হাসি বিকশিত

অসুরোৎপীড়িতা সুরলক্ষ্মীর বিলাপ । ৬৭

স্থির, শান্তি-মাথা সদা নন্দময়ী
স্থির সৌদামিনী (অধাঃশুভ্রিত ।,)

১৭

নীলাজ বদনে অধার আশ্রাণে
প্রমত্ত ভ্রমর ভ্রমরি ঝঞ্ঝারে !
মুক্ত মেঘ কেশী শান্তি ময়ী শ্যামা
ববাভয় দিয়া তুষিবে আমারে !,

১৮

উঠ ভাই ! বুক বাক্ষ ধৈর্য্যগুণে
আশ্বাসে শীতল হইয়া সকলে !
এক ছুঃখে গলি করে গলাগলি
এস ভাই ! সবে কান্দি প্রাণ খুলি ?

১৯

তাজ আত্মপর বিদ্বেষ মূঢ়তা
তাজ অভিমান ভীৰুতা আলস্য
দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করি ফেল
কারা মুক্ত হও তাজিয়া উদাস্য !

২০

এস কার্য্য ক্ষেত্রে হই অবতীর্ণ
সত্য ক্ষেত্রে বুনি বিবেকের বীজ
সাহস সলিল সিঞ্চি অবিরাম
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম করি সজীবিত !

২১

দেবের সন্তান দেবতা আমরা
 আমাদের তুলা আছে কে সংসারে ?
 আনন্দের সঙ্গে সমকক্ষতায়
 জিনেছে কে কবে ভুবন ভিতরে ?

২২

এত কোটী দেবে একে একে যদি
 খসায় হ্রমের প্রস্তর কেবল
 সাগরেতে ফেলি, হবে সমভূমি
 হ্রমের শূন্য সাগরের জল !

২৩

আকাশের তারা একে একে যদি
 গণি সকলেতে, কুলায় কি তবে ?
 সাগরের জল এক এক গণ্ডুস
 পান করি যদি, সাগর শুকাবে !

২৪

প্রত্যেকে বদ্যপি দীর্ঘ মরু ক্ষেত্রে
 ভুলি মুষ্টি মুষ্টি বালুকা, তাহলে
 মরুভূমি হয় গভীর নিখাত !
 প্রত্যেকের বিন্দু বিন্দু অশ্রু জলে

২৫

পূর্ণ হ'য়ে যায় সিদ্ধু গোদাবরী !

অহুরোৎপীড়িতা স্বরলক্ষ্মীর বিলাপ । ৬৯

প্রাত্যেকের দীর্ঘ নিশ্বাসে নিশ্বাসে
প্রণয়ের ঝড় সৃষ্টি হয়ে, সিন্ধু
স্বমৈত্র, মেদিনী কাঁপয়ে সম্রাসে ।

২৬

উঠ ভাই ! চক্ষু মেল প্রিয়তম !
কতকাল রবে মোহ নিদ্রাগত ?
কতকাল হুদে পুষিবে রশ্চিক ?
কতকাল বিষে রবে জর্জরিত ?

২৭

কতকাল বক্ষে লুকাবে অনল ?
কতকালে হবে অমৃত উদ্ধার ?
কতকালে সবে হবে সজীবিত ?
কতকালে নিদ্রা ভাঙিবে তোমার ?

২৮

কতকালে চক্ষু পাবে দৃষ্টি শক্তি ?
কতকালে শ্রুতি হবে সচেতন ?
কতকালে নিজ অস্তিত্ব বুঝিয়া
জাতীয় উৎসাহে ঢালিবে জীবন ?

২৯

কতকাল আর মানস আকাশে
রবে চন্দ্রসূর্য্য তিগিরে মগ্নিত ?
কতকালে রাহু চণ্ডাল নির্মম

দেব বজ্রাঘাতে হইবে দগ্ধিত ?

৩০

কতকাল হিংসা বিরহ রাক্ষসী-
করিবে আপন প্রভু দ্বন্দ্বিতার ?
কতকাল আর আলস্য জারি না
চড়িত থাকিবে জীবন তোনার ?

৩১

কনটা অন্তর আছে বা সংসারে ?
কি করিতে পারে দানবে নেবের ?
হায় বিস্মৃতিতে আচ্ছন্ন দেবতা,
তাই এহুর্ক্ষণ ভাই ! আমাদের !

৩২

এক মাতৃ গার্ভে জনমিয়া সবে
অজ্ঞান তিনিরে অন্ধ হইরাছ ?
সোদরে সোদরে নাহিক সম্প্রীতি !
হিংসি পরস্পরে অধঃপাতে গেছ !

৩৩

এক রক্তে জন্ম এক বার্জে তনু
এক উদ্দেশ্যেতে জন্মেছি সকলে ।
এক অদৃষ্টেতে আদৃষ্ট হইয়া
অণু পথে গিয়া ডুবিলে ? ডুবিলে ?

অসুরোৎপীড়িতা সুরলক্ষ্মীর বিলাপ ।

৩৪

ছি ছি দেব ! মনে হয় নাকি ঘূর্ণ
ভুলি ভ্রাতৃভাব ভুলিয়া আপনা !
স্বর্গবাসী হয়ে ডুবিছ নরকে ?
মহিছ দৈত্যের নিশ্চয় তাড়ন ?

৩৫

দেখ দেখি স্মরি পূর্বের কাহিনী
কি ছিলে কি হলে কি হ'বে কালেতে ?
গোটা কত দৈত্য কেড়ে নিল স্বর্গ
সুরের ঔরন সংসার থাকিতে ?

৩৬

এক বিন্দু রক্ত থাকিতে হৃদয়ে
কে পারে দেখিতে হেন অত্যাচার ?
দিক্ দিক্ দেব ! দিক্ সুর বংশে !
জানি না কি ইচ্ছা ইথে বিধাতার ।

৩৭

জানি না একপে কত কাল রবে ?
হক্ স্বর্গপুরী হক্ রনাতল !
যাক্ বিশ্ব হতে দেব নাম ধুয়ে
চাহি না চাহি না চাহি না মন্দল !

৩৮

ছি ! ছি ! একি কথা ? এই কি নিয়তি ?

স্বর্গের শাসন অহুরের করে ?
 বৈজয়ন্ত ধামে অহুরে বিহারে
 দেবতারা বন্দী দৈত্য কারাগারে ?

৩৯

ছি ! ছি ! রে বিধাতা ! তোমার লিপির
 এত বিচিত্রতা ? এত বিড়ম্বনা ?
 রাজত্ব ত্যজিয়া দাসত্ব তথাপি !
 পাপাত্মা দৈত্যের আশা মিটিল না ?

৪০

আর কি বলিব ? বলিতে কি আছে
 বলে বলে কণ্ঠ হয়েছে বিফল !
 দীর্ঘ নিশ্বাসেতে শুকায়েছে বক্ষ
 কেঁদে কেঁদে আর চক্ষে নাই জল !



স্বনয় উচ্ছাস কাব্য

অবতরণিকা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

৪১

হেম আমলোক অধিশ্বরী দেবী-
 ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ প্রদায়িনী-

সৃষ্টি প্রাণ ময়ী-সর্বার্থ সাধিকে
সাহিত্য দর্শন শাস্ত্র প্রসবিনী ।

৪২

জ্ঞানের জননী জ্ঞানানন্দ ময়ী
বাহুয়ী বরদৈ ; সঙ্গীতে রাগিণী
দর্শনের চিন্তা বিজ্ঞানে দীপ্তি
নির্ব্বাণের পথে আলোক রূপিণী ।

৪৩

কবিতার প্রাণ ভাব উদ্বোধিনী
কল্পনা সুরচি শব্দ তাল লয়,
দর্শনের আত্মা অনন্ত ধারণা
অনুমান, অনুমেয় মনোময়

৪৪

মীমাংসা, বিতর্ক, আহ্ন নির্ভরশা,
অন্ত জগতের অর্চনা সমাধি,
সকলের সব, সকলের প্রাণ,
চৈতন্য, চরমে গতি মুক্তি বিধি—

৪৫

বিধাত্রী ; বিশ্বাস সর্ব প্রকৃতিতে,
সর্ব ঘটে পটে প্রীতি প্রদায়িত্রী,
শান্তিদা জ্ঞানদা জ্যোতির্ময়ী শুভে !
নিত্য তব মসি জগজ্জন ধাত্রী,—

৪৬

বেদ তন্ত্র শ্রুতি পুরাণ প্রভৃতি,
সকলের তুমি জীবনে জীবনী,
নিরঞ্জে যা নেত্র বলে যা রসনা,
হৃদয়ে বা ভাবে প্রবণে যা শুনি,—

৪৭

সমস্ত তন্ময় । মাতর্ভগবতি ।
তোমার মহিমা জীবন্ত জগতে
তুমি বিশ্বময়ী বিশ্ব স্রষ্টাকরী,
গুরুজ্ঞান গুরু ; অনন্ত তোমাতে,—

৪৮

রয়েছে নিহিত, অনন্ত অসীম
নভঃ তব দিব্য রাজ সিংহাসন,
ছাবর জন্মম ভৌতিক যা কিছু,
সকলের তুমি জীবনে জীবন ।

৪৯

তোমার রাজত্ব করে যে বসন্তি
সে কি চাহে নর সংসারের রাজ্য ?
লৌকিক সম্মান লৌকিক সম্পদ
ধন অর্থ রাশি করে সে কি প্রার্থ ?

৫০

সে কি গণে স্বার্থ কতি লাভ আদি ।

সে কি বিশেষ লোক সংসারের সনে ?
সে কি গণে রাজ্য রাজাধি রাজেরে ?
সে কি দন্ধ হর দুঃখের আগুনে ?

৫১

রাজা.কেন্ হার, রাজ্য কেন্ তুচ্ছ ?
কালের জ্রম্বেপ করেন। সে'জন,
লোকে যারে মানে, মানে না সে তারে
উন্মুক্ত হৃদয় উন্মুক্ত জীবন—

৫২

সদা ; তার চক্ষে মুক্ত বিশ্বধাম
নাহিক বন্ধন নাহি পৃষ্ঠ টান
মায়া মোহ জয়ী সদানন্দ শিব
অস্তরে বাহিরে শান্তি, সমজ্ঞান,—

৫৩

বিশ্ব চরাচরে ; মন প্রাণ তার
মার্জিত দর্পন সম স্বচ্ছ ময়,
অনন্ত প্রসর আকাশের মত,
তাহাতে বিস্থিত বিশ্ব সমুদয় ।

৫৪

জ্ঞানে গদগদ জ্ঞান মাত্র জ্ঞান,
জ্ঞান গত প্রাণ মন সমুদয়,

সদা শান্তি স্তম্ভ অমৃত পানেতে
বিবেকের ভোরে বিশ্ব প্রাণ মর !

৫৫

সংসারের ক্ষুদ্র আমোদ প্রমোদ,
বিলাস বিশ্রাম কৰ্ম কাণ্ড যত
বুঝে কি সে তাহা ? জানেকি পানিতে ?
মানে সে কি তাহা যে সব লোকতঃ ?

৫৬

যে সকল বিধি লোকেতে আচারে
সে তাহা কদাপি করে না পালন
যে স্তম্ভে দুঃখেতে হাসে কাঁদে লোক
সে তাহে হাসে না কাঁদে না কখন ।

৫৭

সে যে স্তম্ভে ভাসে সে যে স্তম্ভে হাসে
সে যে দুঃখে করে অশ্রু বরিষণ
তার স্তম্ভ দুঃখ সংসারের প্রাণী
বুঝিতে পারে না ; বিঘ্নী যে জন—

৫৮

বিঘ্ন বাগনা বিন কণ্ঠ মনে
সতত বিব্রত, কুমির কানড়ে
কুষ্ঠগ্রস্থ রোগী বিব্রত যেমতি
সেই মত জীব ভুগিছে সংসারে !

৫৯

সম্রাট ভিক্ষুক কিবা মধ্যস্থিত
কিবা ধনী মানী সম্ভ্রান্ত সকলে
সংসার নরকে কৃষির দংশনে
তাহি ত্রাহি ডাকে, পড়িয়া অকুলে—

৬০

ভেসে যায় হয়ে বল বুদ্ধি হীন
কছু ডুবে কছু উঠে মাথা নেড়ে,
বিবেকের ভেলা ধরে উঠে কেহ
কেহ পড়ে রয় অকুল পাথারে !

৬১

হেন ছন্দ জীব কিরূপে বুঝিবে
জ্ঞান রাজ্য বাসী, সংসারের কথা ?
কি রূপে বুঝিবে হাসি কান্না তার ?
কিরূপে বুঝিবে বিবেক ঝরতা ?

৬২

মাতর্ভগবতি ! বিণা পাণি দেখি !
কি গুণে সন্তানে লয়েছ কোলেতে ?
কি গুণে করুণা করিলে অধমে ?
না তব মহিমা কে পারে বলিতে ?

৬৩

কারে কর দয়া কারে কর কোলে !

কারে ভাব প্রিয় ? কখন কি থাক ?
 কাহারে অভয় কারে বিভীষিকা
 কারে শত্রু কারে পুত্র বলে ডাক ?

৬৪

না মোরে কি গুণে করিলে উদ্ধার ?
 হাঁ মা ! আমি যে গো কিছুই জানি না
 অপ্রাপ্ত ব্যভার ছুন্ধ পোয়া শিশু
 কবিনাই কভু তব উপাসনা ।

৬৫

খেলার বয়স খেলা ধূলা করি-
 বেড়াভাগ পথে বালকের সনে,
 অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলাম,
 জ্ঞানের আলোক আছে কেতা জানে ?

৬৬

পথে পড়ে পেনু পরশ পাথর
 স্পর্শে-স্পর্শে লৌহ হইল কাঞ্চন
 দেখিছু হৃদয়ে লুকান অনল
 সহসা উজ্জ্বল হইল ভুবন ।

৬৭

অন্ধকার গৃহে জ্বলিল মাণিক
 ভাঙিল হৃদয়,-বিশ্ব চরাচর

দেখিনু তাহাতে ; মজ্জিলাম সেই
সকল প্রকৃতি দেখিনু সুন্দর ।

৬৮

মাতর্ভগবতি ! তোমার কৃপায়
অন্ধকারে আমি পেয়েছি রতন
দেখ মা রেখ মা পাদপদ্মে যেন
না হারাই কভু এ অমূল্য ধন !

৬৯

মাতর্ভগবতি ! বিশ্বস্থ ময়ি !
তোমার মহিমা কে পারে গাইতে ?
দস্যু রত্নাকর মৃঢ় কালীদাস
তোমার কৃপায় দেবতা জগতে !

৭০

হাঁ মা ! কি কারণে এত কৃপা মোরে ?
এত কৃপা পাত্র কিসে হইলাম ?
শিক্ষা দীক্ষা মোর কিছুই ত নাই
কি গুণে তোমার ক্রোড়ে উঠলাম ?

৭১

তোমার কৃপায় কি না হতে পারে ?
জীবে উদ্ধারিতে কে আছে এমন ?
তোমার কৃপায় অমৃত সিঞ্চে
পল্লবিত হয় দাবদন্ধ বন ।

৭২

তোমার কুপায় শুক লতিকায়
ধরে ফুল ফল, ঘোর মরুভূমে
সুধা প্রবাহিনী হয় প্রবাহিত ;
হয় মধুবাণি অমধু কুহুমে ।

. ৭৩

তোমার কুপায় অন্ধ চক্ষু পায়
মুকে কথা কয় পক্ষু লজ্জা গিরি
বধির যে জন পায় সে শ্রবণ
মূষিক মার্জ্জার যুগেন্দ্র কেশরী ।—

৭৪

গৃহে কি অরণ্যে বিদেশে প্রবাসে
তব প্রিয় পুত্র যেনােনেতে রয়
সেই স্থান স্বর্গ সুখ শান্তি রাজ্য
সেই স্থান তার স্নেহের আলয় ।

. ৭৫

মাগরে ভূধরে আকাশে পাতালে
কল্পনা বিমানে করে বিচরণ,
প্রেমের পুলকে ভাসে সুধাত্মোদরে
উন্মত্ত হৃদয় উন্মত্ত জীবন;

৭৬

সুধার পাথারে সতত সন্তে

সতত আপন ভাবোতে বিস্মল,
সতত আপন প্রাণময় গীতে
সুস্থিত করিয়া তুলে ত্রিভুবন ।

৭৭

শান্তিপূর্ণ হৃদি, অথপূর্ণ প্রাণ
সকল উৎসাহ প্রতিজ্ঞা প্রবল
প্রোনে ঢল ঢল দৃষ্টি স্তম্ভীর
বাক্য আশাপূর্ণ গম্ভীর শীতল ।

৭৮

নির্ভীক নিশ্চল প্রেমপূর্ণ হৃদে
ছোট বড় সব করে আলিঙ্গন,
একসম প্রাণে তোষে সর্ব্বজনে
সকলের স্নেহে বিক্রীত জীবন ।

৭৯

সকলের তরে করে অশ্রুপাত
সকলের স্থখে সম অংশভাগী
সকলেই ভাবে প্রাণের সোদর
কিন্তু সর্ব্বক্ষণ সংসার বিরাগী ।

৮০

মাতর্ভগবতি ! অধন সম্ভানে
বর্ণিত এ গুণ কিছুমাত্র নাই

নাগকের নতি নাহিক সঙ্গতি
আসে যা মনেতে তাইমাত্র গাই ।

৮১

ফেনফরি ! ক্ষমা কর নিজ গুণে
বল মা কি অজ্ঞা সাধিবে সম্ভান ?
অন্ধ অশিক্ষিত দুর্বল শিশুর
তব স্নেহ-ধাণে বন্ধ ননঃ প্রাণ ।

—*—

মেঘ ।

এ যে তুলা রাশিবে শুভ্র জলদমালা নভোরগুল আচ্ছন্ন করিয়া
ছুটিতেছে, অনিলপ্রবাহের উপর শরীর পাতিয়া ক্রীড়াশীল
জীবজন্তুরাচার অন্তরিক্কে পরিভ্রমণ করিতেছে, কখন পর-
স্পর সংলগ্ন হইয়া নিবিড় তমস মালার জল স্থল পরিত কানন
প্রভৃতি সকল আবৃত করিতেছে, আবার নিমিষ মধ্যে পবন বেগে
বিস্তিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, উহারাকি ? কি ধাতু-
তেই বা নির্মিত কি নির্মিতই বা অহর্নিশি এই প্রাণি সমাগম শূন্য
অনন্ত শূন্য মধ্যে পর্য্যটন করিতেছে, আমরা নিম্নে যথা শক্তি
এই প্রশ্নের উত্তর করিতে চেষ্টা করিলাম ।

আমরা প্রত্যহ যে সনন্ত প্রাকৃতিক ঘটনা দেখিতে পাই,
তাহার অধিকাংশ সূর্য্য কর্তৃক প্রবর্তিত । সূর্য্যই প্রাকৃতিক পরি-
বর্তনের মূল কারণ, অত্যাশ্রয় গ্রহ উপগ্রহের দ্বারা পৃথিবী কতক
অংশে পরিচালিত হয় সত্য, কিন্তু সূর্য্যের সহিত তুলনায় তাহা
অতি সানাত । সূর্য্য জগতের প্রাণ স্বরূপ । কি চেতন কি
অচেতন—সূর্য্য না থাকিলে কোন পদার্থই জীবন ধারণ করিতে

পারিত না। আপাত-দৃষ্টিতে কি প্রকারে সূর্য্য, জগতের এই দ্বিত সাধন করিতেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্থির চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সকলেই জানেন, একটা পাত্র জলপূর্ণ করিয়া সূর্য্য কিরণে রখিয়া দিলে, সেই জল ক্রমশঃ উষ্ণতা লাভ করে এবং পরিমাণেও কমিতে থাকে। কিরণ অত্যন্ত প্রখর হইলে অল্পক্ষণেই সমস্ত জল ওকাটয়া যায়। সেই জল শুকাইয়া কোথায় যায় ? জল সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প হয়; উষ্ণতা নিবন্ধন সেই বাষ্প তাহার চতুঃপার্শ্বস্থী বায়ু অপেক্ষা লঘু-স্বতরাং সহজে উপরে উত্থিত হইতে থাকে। আবার উপরে উঠিতেই সেই বাষ্প, অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুর সহযোগে ক্রমশঃ শীতল হয় ও গুরুত্ব লাভ করে এবং পরিশেষে পার্শ্বস্থিত বায়ু-স্তরের সহিত সমভার হইয়া তাহার সহিত নিশিষা যায়। এই রূপে সকল স্থলেই জলীয় বাষ্প অদৃশ্য-ভাবে বায়ুর সহিত মিশ্রিত रहিয়াছে। যে স্থানে অধিক জল সে স্থানে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়। আবার যে স্থানে জল নাই সেস্থানে অতি অল্প পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে, ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা সাগর বন্ধ হইতে প্রভূত পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয়। সুতরাং সাগরের উপরকার বায়ু পৃথিবীর উপরকার বায়ু অপেক্ষা অধিক জলীয় বাষ্প ধারণ করে। এই বাষ্প-রাশী বায়ু কর্তৃক প্রতিনিয়ত ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। এবং সাগর সীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে আসিতেছে। এইরূপ বাষ্পময় উষ্ণ বায়ু প্রবাহ, উপর কোন শীতল বায়ু প্রবাহের সংগ্রবে আশিলে, তখনই মেঘের উৎপত্তি হয়। দৈনন্দিন জল বাষ্পক্রমে সূক্ষ্ম জলকণার পরিণত হইয়া যায় এবং দেখিতে দেখিতে নানাবিধ বিচিত্র আকৃতি ধারণ করিয়া নভোমণ্ডল বাষ্পিয়া ফেলে।

বাস্প কি প্রকারে এই অবস্থাতর প্রাপ্ত হইল, একটা মান্যত্ব দৃষ্টান্ত দেখাইলেই পর্যাপ্ত হইবে ।

একটা ক'চের ঘাস জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে এক খণ্ড বরফ নিক্ষেপ করিলে, কিঞ্চিৎ পরেই ঘাসের গায় ঘর্মবিশ্বর ত্যাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল কণা পরিদৃষ্ট হয় । ঐ জল কোথা হইতে আশিল ? অনেক মনে করিবেন, বরফের এমন কোন সঞ্চালনী শক্তি আছে যাহার প্রভাবে সে অনায়াসে ক'চের অঙ্গ ভেদ করিয়া বহির্বে আবিভূত হয় । কিন্তু তাহা নয় । প্রকৃত কারণ এই :—বরফের সংযোগে ক'চ অত্যন্ত শীতল হয় । শৈতল্য জন্ত তাহার চতুর্দিকস্থ বাস্প জমিয়া যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল কণা রূপে ঘাসের গায় সংলগ্ন হয় ।

বায়ু কি পরিমাণে জলীয় বাস্প ধারণ করে তাহা নির্ণয় করা কঠিন । কারণ তাহা সকল সময়ে ঠিক থাকে না । অবস্থা ভেদে দণ্ডে ২ পরিবর্তন ঘটিতেছে । ফলে, তাপের উপরই এই ন্যূনাধিক্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে । বৈজ্ঞানিকেরা একটা যন্ত্র দ্বারা (Hygrometer) বাস্প পরিমাণ নিরূপিত করিয়া থাকেন ।

একণে বুঝা গেলে, মেঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ব সমষ্টি মাত্র । সাগর বক্ষে প্রবাহিত ফেন রাশীর ত্যাহ বায়ু প্রবাহে ভাসিতেছে । বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাউয়ার্ড সাহেব মেঘ সমুদায় চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন । যথা (১) অলক (২) স্তম্ভ (৩) তর (৪) বর্ষপ্রদ । উপরি উক্ত তিন জাতীয় মেঘের মিশ্রণে আর তিন প্রকার সঙ্কর মেঘের উৎপত্তি হয় । তাহার যথা ক্রমে অলক-স্তম্ভ, * অলকস্তর † ও স্তম্ভস্তর ‡ নামে অভিহিত হইয়া

• (১) Cirrus (২) cumulus (৩) Stratus

(৪) Nimbus or rain cloud.

* Cirro cumulus × Cirro Stratus

‡ cumulus Stratus,

থাকে । এতদ্ব্যতীত বর্ষপ্রদ নামক আর এক শ্রেণীর মেঘ দৃষ্ট হয়
রক্তির পূর্বে যে নিবিড় ধূসর কায় মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করে-
তাহাকে বর্ষপ্রদ বলে । পূর্বোক্ত প্রকারের মেঘ একক সংমিলিত
হইয়া, ঘনীভূত হইলেই এই মেঘের জন্ম হয় । আমরা এক্ষণে
উল্লিখিত মেঘ সমূহের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্দেশ করিব ।

অলক-এই মেঘ পৃথিবী হইতে সর্বোচ্চ প্রদেশে দেখা
যায় । ইহার আকৃতি অলক অথবা চূর্ণকুণ্ডল সদৃশ । সচরাচর
বর্ষাকালে ইহা কুঞ্চিত কেশজালের স্থায় বহুদূর পর্য্যন্ত আকাশ
আচ্ছাদিত করিয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন, এই মেঘ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
তুষার কনিকার সমবাসে উৎপন্ন হয় । ইহার বর্ণ অমল শুভ্র,
স্বতরাং আকাশের নিম্ন গাত্রে অতি বিচিত্র শোভা সম্পাদন
করে । কখন কখন এই মেঘের মধ্যে হইতে প্রচণ্ড জ্যোতির্মাণ-
কিরণ বিচ্ছুরিত হইতে দেখা যায় । উহা দেখিতে অতি সুন্দর,
ছটাং দেখিলে সূর্য্য বলিয়া ভ্রম হয় । ইহারা পৃথিবী হইতে
অন্য ৩ মাইল উর্দ্ধে আবির্ভূত হয় ; কিন্তু সময় বিশেষে তদপেক্ষা
অারও উর্দ্ধে লক্ষিত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ সূর্য্যোদয় ও
সূর্যাস্তের সময় অলক মেঘ দেখিতে পাওয়া যায় । নিদানকালে
এই মেঘ অন্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্য কর্তৃক বিবিধ রাগ রঞ্জিত হইয়া,
অতি মনোহর ও রমণীয় আকৃতি ধারণ করে । অলক-মেঘ প্রায়ই
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেখা যায় । কখন কখন এইরূপ দুইটী
শ্রেণী পরস্পরের বিপরীত দিকে বিস্তৃত থাকে । স্থপ মেঘের
সহিত মিশ্রিত হইলে, ইহা অলক-স্থপাকৃতি প্রাপ্ত হয় ।

কখন অলক মেঘ অত্যন্ত মাল্লতা লাভ করে এবং শ্রেণী বদ্ধা-
কারে নভোমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়,
তখন ইহাকে অলকস্তর বলে । ইহা কার্পাস রাশির স্থায় উজ্জ্বল
ভূতবর্ণ । উপরিভাগ প্রায়ই গোলাকার স্থপ আকৃতি ও প্রকৃ-

ত্রিত এই মেঘ পূর্ণোক্ত দুই জাতীয় মেঘ হইতে অনেক বিভিন্ন । ইহা পৃথিবীর অতি সন্নিহিতে উদ্ভূত হইয়া থাকে । কিন্তু যত বেলায় রুক্ষি হব, ততই ক্রমে ক্রমে উপরে উত্থিত হয় । সূর্যোদয়ের পৰ, বেলা ৭ । ৮ ঘটিকার সময় এই মেঘ দলবদ্ধ হইয়া আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে দেখা যায় । সূর্যোদয় উদ্ভাপ বতই রুক্ষি হইতে থাকে, ইহারা ততই নিবিড়তা লাভ করে এবং সংখ্যায় ও ব্যুত্থিতে থাকে । এইরূপ সমস্ত দিবস রুক্ষি প্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশে লীন হইয়া যায় । পূর্ণ-তের উপর দাঁড়াইয়া, ইহাৰ উৎপত্তি ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, হৃদয় আনন্দ ও কুতূহলে যুগপৎ আপ্লুত হইয়া যায় । অনেক ঘেঘেব জ্বার স্তপমেঘ ও প্রার সুরাকৃতি প্রাপ্ত হয় ।

বর্ষপ্রদ । প্রকৃত বর্ষপ্রদ মেঘ পৃথিবী হইতে অধিক উচ্চ দেখা যায় না । ত্রিসহস্র কিম্বা চতুঃ সহস্র হস্তই ইহাৰ চরম সীমা । পৃথিবীর সান্নিধ্য বশতঃ ইহা অপব্যাপর মেঘ অপেক্ষা স্পষ্ট লক্ষিত হয় । এই জন্তই ইহাৰ পবন কর্তৃক একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হইলে অনায়াসে দেখা যায় । এবং গির্দিশিধাবের জ্বার ইহাদের উপরিভাগের নিম্নোচ্চতা লক্ষ্য হইয়া থাকে ।

আপাত-দৃষ্টিতে জলদ-সমূহ-অনিল বেগে বায়ু, বিপর্যাস্ত, ও উত্থতঃ বিক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বস্তৃতঃ ইহারা প্রবল-প্রবাহের অংশমাত্র ; যেখানে শৈত্য অধিক-সেই স্থানে চক্কেব গোচরে আইসে-কিন্তু কোন উচ্চ-প্রদেশে জন্মাইলেই, অমনি পুনর্বার আপনাদের স্বাভাবিক অলক্ষ্য ও বায়ুপাকার প্রাপ্ত হয় । পৃথিবীর উপরে যেদিক হইতে বায়ু চলুক না কেন, ঘেঘেব গতি তাহা দ্বারা অতি অল্পই পরিবর্তিত হইয়া থাকে । অনেক সময়ে যে দিকে বায়ু বৃহৎ-তাহার ঠিক বিপরীত দিকে

মেঘের গতি দেখা যায়। এইরূপ বিভিন্ন গতি-বিশিষ্ট হইলে, মেঘের আকৃতি অত্যন্ত বিচিত্রতা লাভ কবে এবং বৃহৎপরি-
বর্তিত হয়। আবার কখন কখন এই মেঘের উপর-শুভ্রকায় বহুদূর
ব্যাপ্ত অলকন্তর দেখা যায়। এতদ্ ব্যতীত আকাশের স্থানে স্থানে
অলক, স্তম্ভ, স্তম্ভ প্রভৃতি বিমিশ্রিত নানা জাতীয় মেঘ প্রকাশ
পায়। একপাশে ঘটিলে ঐটিকে কিসা কৃষ্ণের সম্ভাবনা সূচিত হয়।
ইহা পৃথিবী হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরে, ভিন্ন ভিন্ন গতি-বিশিষ্ট বায়ু প্র-
বাহের অস্তিত্ব এবং পবন্যর প্রতিযোগিতা নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে।

মেঘের আকৃতি যেমন পরিবর্তনশীল উহার বর্ণও অবিকল
তদনুরূপ। নিবসের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। ঐ
বিভিন্নতা সূর্য্য বর্ণীর বিচ্ছেদ বশতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে।
নিউটন, উল্ফটন, সাইম প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ সর্বোচ্চ কাচ
ফলকের * সংহার্য্য সূর্য্যবর্ণীর বিশ্লেষণ করিয়া, তাহা ৭ টা
সূর্য্য বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ ৭ টা বর্ণের
সংঘর্ষে জনৈক সূর্য্যবর্ণীর স্বাভাবিক শুদ্ধতা উৎপাদিত হয়। জল-
কণার মধ্যদিয়া গমন কালে বর্ণী বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং
তাহার মধ্যে কতকগুলি বর্ণ বক্র ভাবে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং
বর্ণের অবশিষ্টাংশ যে বর্ণের হয়, মেঘের ও সেইবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্রী মোঃ—

জোসে কাইন।

প্রেম দুই প্রকার। পার্থিব ও স্বর্গীয়। পার্থিব প্রেম স্বর্গীয়
প্রেমের বিরুদ্ধি মাত্র। ভক্তি দয়া, মার্শা, বাৎসল্যাদি উহার

* Prism.

অঙ্গ । “ সে আমাদের বড় ভাল বাসে , ইত্যাদি ” বাহা প্রতিনিয়তই আমাদের কর্ণগোচর হয়, উহা সেই পার্থিব প্রেম, উহা বাস্তবিক প্রেম নহে । এ প্রেম স্বার্থপরতায় কলুষিত, যে প্রেমে বিস্মৃত স্বার্থপরতার ছায়া আছে, তাহাকে কখন প্রেম বলিব না । এ প্রেম তড়াগের জল, এই আছে, এই নাই ; সূর্যের প্রচণ্ডতাপে শুষ্ক হইয়া যায়, আবার অপরিমিত বারিবর্ষণ না হইলে পরিপূর্ণ হয় না । উহা কৰ্দম ময় ও পঙ্কিল, তবে উহাতে সমাজের উপকার হয় বলিয়া সামাজিক ব্যক্তি বাহের নিকট কণ্ঠিৎ আদরণীয় ; কিন্তু যথার্থ প্রেমিকের নিকট নহে, তিনি উহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন । স্বর্গীয় প্রেম বিভিন্ন পুরুষ-তির । ইহা মহাদেব সমুৎপন্ন ; ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বহুকাল হইতে সঞ্চিত হইয়া একেবারে উচ্ছসিত হইয়া উঠে , দৃকপাত শূন্য হইয়া কত দেশ কত গ্রাম উর্বরা করিয়া, অনন্ত আবর্জরাশি হৃদয়াভ্যন্তরে লুকায়িত করিয়া কলকলনাদে সমুদ্রে গিয়া মিলীন হয় । যথার্থ প্রেমিকের হৃদয়ে অনন্ত সুখ, অনন্ত দুঃখ আবার অনন্ত অতৃপ্তি । তাঁহার হৃদয় সর্বজীবময়, — কেবল প্রণয়ী বা প্রণয়িনীতে আবদ্ধ থাকে না । তিনি স্বার্থপরতার লেশ মাত্র ও জানেন না ; তিনি পরার্থ সর্বস্ব, তাঁহাতে আত্ম বিস্মৃতি চির বিরাজমানা ; তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভিদের আবিলতা নাই, তিনি কাম, ভোগ, স্বেচ্ছাশূন্য ; তিনি নিরিন্দ্রিয়, যোগী ও উদাসীন । সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার আপনার, তিনি আপন তুলিয়া আপনার সুখ, দুঃখ, অস্তিত্ব পর্যন্ত পরের হস্তে তুলিয়া দিয়া, পরের সুখে হাসিতে হাসিতে, পরের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে মানব জল বিষবৎ অদৃষ্টভাবে চলিয়া যান । এরূপ প্রেমিক জগতে অতি বিরল । সকলেই স্বার্থপরতায় পার্থিব প্রেমে সমাজহীন । নমুনা প্রেম ব্যতীত বাঁচিতে পারে না, প্রেম মানুষের

প্রাণ প্ৰেম ভীম মনুষ্যমনুষ্যই নহে, এইসংসার বাসি হুখাপদসমাকুল বন ভূষিত তাঁহার আবাস যোগ্য নহে । সকল মনুষ্যের হৃদয়েই প্ৰেম অসঞ্চিতভাবে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে । প্ৰেমময়ী বমণীর সহচর্যো ও প্ৰেম উচ্চ ক্রমে ক্রমে বর্জিত হইতে থাকে । কেহবা সংসার কুড়াক মুগ্ধ হইয়া প্ৰেমকে উপেক্ষা করে, সংসারের স্বার্থপরতা শিক্ষা করিয়, ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়া অবশেষে এক হৃদয় শূন্য পশুভাব ধারণ করে । কেহবা সংসারকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র প্ৰেমেরই আশ্রয় লয় ; অপ্পে আপ্পা ভল বাসিত শিক্ষা করে, হৃদয় প্ৰেমের নিকট পবাত্ত হইয়া তাহ'রই আত্মানুবর্তী হইয়া চলে, ক্রমে উচ্চ পুণ্যভাব ধারণ করিয়া চাবিদিক ছুড়াইয়া পড়ে । তখন একজন, দুইজন, বা সহস্র জনকে হৃদয়ান্তর পোষিয়াও অতৃপ্তি হয় না,—তখন সে হৃদয়ে অনন্ত অতৃপ্তি তখন সে হৃদয় প্ৰেম উন্মত্ত । প্ৰেম উন্মত্ত হইতে না পারিলে স্বখ হয় না, স্বর্গবাজ্যে প্ৰবেশ করিতে ক্ষমতা হয় না । প্ৰেমময়ী বমণীই এই সমস্তের অভ্যন্তরীণ মূল । বমণী হইতেই আমবা প্ৰেম শিক্ষা করি, বমণীই আম'দিগকে প্ৰেমের নিকট পবাত্তব স্বীকার করায় । শুদ্ধ হৃদয় সন্ন্যাসী হইতে কঠিন চেতা দম্ভবাজ বন্বাড (Conrad) * ব বীবনব নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত সকলকেই প্ৰেমের নিকট পবাত্তব স্বীকার করিতে হইয়াছে । যে বমণী মহানীর নেপোলিয়নকে প্ৰেমানুবক্ত করিয়াছিলেন অ'জি সেই জোসে ফাইনের (Josephine) রক্তান্ত পাঠক পাঠিকা সমাজ বিস্তার করিব ।

জোসেফ গ্যাস্ পার্ড টাস্কা'র ডি লা পেজিবিব (Joseph Caspard de la Pagerie) ওয়াসে রেজু ব্লেয়াব ডেস্ ভার্জিন্স ডি স্যানরেব (rose claire des Veiges de Saucis) গর্তে

* বাসবণের কসেয়ার (corsair) ক'বা দেখ ।

• ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুন দিবসে মাৰ্টিনিক্ (Martinique) দ্বীপে ঃ জোসে ফাইনের জন্ম হয় । পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বেই ইনি ঐ দ্বীপ ত্যাগ করিয়া মার্কুইস্ ডি বোহার্ণের গৃহ পরিচারিকা রেলডিন্ নাম্নী ইচ্ছার কোন এক আত্মীয়ার তত্ত্বাধীনে কিছু কালের জন্ত প্যারিস নগরে গিয়ে অবস্থিতি করেন । এই সময়ে জোসে ফাইন, সুদীর্ঘ সুন্দরাকৃতি, ক্ষুদ্র চরণা, - কিন্তু আবার সরলা, লজ্জাবতী, এবং মধুর সৌম্যপুরুষ ছিলেন ।

মার্কুইস্ বোহার্ণের দ্বিতীয় পুত্র আলেক জাণ্ডার বোহার্ণে সহস্রা ক্রিয়োল যুবতী জোসে ফাইনের পুতি আসক্ত হইলেন । জোসে ফাইনও তাঁহার যুবক পুণরীষ সুমধুর বাক্য ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ন্যসি লি গ্রাণ্ড (Noi-yle Grand) নামক স্থানে পরস্পর উদ্বাহ শঙ্কলে বদ্ধ হইলেন । নবপরিণীতা জোসেফাইন ফরাসী রাজ্ঞী হতভাগিনী মেরি আণ্টোনিটির (Marie Antoinette) সখী সমাজে পরিচিতা হইয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বসিকতা গুণে অত্যন্ত দিবস মধ্যেই তথাকার একটা রত্নরূপে পরিগণিতা হইয়া উঠেন । ইচ্ছাই আবার শেষে তাঁহার চরদৃষ্ট রূপে পরিণত হইয়া ছিল : ইচ্ছাই তাঁহার উপর লঘু হৃদয়ত্বের কলঙ্ক আরোপ করে ।

এই বিবাহ তাঁহার পক্ষে মঙ্গল জনক হয় নাই, বোসেফাইন তাঁহার স্বামীর উপর কোন কারণে সন্দেহ যুক্ত হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে চান, কিন্তু বিচরকগণ এই দুইরূহ ঘটনার যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায়, পতি পত্নীকে পুনর্মিলিত হইতে হইয়াছিল । কিন্তু অনতি বিলম্বেই বোহার্ণের কার্যকলাপে জোসে ফাইন নিতান্ত উন্মাদ পরতন্ত্র হইয়াছিলেন প্রথমে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া স্বামীর নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন । যখন দেখিলেন যে

ঃ পরস্তু ইণ্ডিস বা কারিৰ সাগরীয় দ্বীপ অগ্নীর মধ্যে ছোট এণ্টেনিসের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ ।

স্বভাব সংশোধিত হইল না, বরং প্রকাশ্যভাবে তিনি তাঁহার সূখ বিষয়কারিণী সেই দুঃচারিণীর প্রতি দুর্দ্দম আসক্তি অস্বাভাবিক বদনে জানাইলেন তখন আর থাকিতে না পারিয়া ক্রোধবিস্ফারিতলোচনে সেই রাক্ষসীকে কতকগুলি কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন : ইহাতে তিনি তাঁহার স্বামীর অবশিষ্ট পুণ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন, ইহাতেই আবার পরম্পরের পার্থক্য পুরোজন্ম হয় ।

রাজ্যবিপ্লব ঘটিল । বোহার্নে ইতিপূর্বে কিছুদিনের জন্য সেনানী পদভুক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সংগ্রাস্ত ও ধনশালী বলিয়া ক্রমে তাঁহার সৈন্যদল তাঁহাকে নানা প্রকার তর্জন গর্জন করিল, তাঁহাকে কর্মভার হইতে অপস্থত করিয়া, কার্মিলাইটিসের (carmelites) কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল । জোসেফাইন শুনিবামাত্র স্বামীর উদ্ধারের নিমিত্ত বন্ধুদ্বারা ও স্বয়ং প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বোহার্নে, পত্নীর দৈর্ঘ্য অনুরাগ ও যত্ন দেখিয়া মনে মনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন । কিছুকাল পরে তিনি যে কেবল হতভাগিনী পত্নীর সম্বন্ধনিত দুঃখ-বিমিশ্রিত সূখ হইতে বঞ্চিত হইলেন এমন নহে, তাঁহাকে তাঁহার স্বাধীনতা হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছিল ।

কিয়ৎ সপ্তাহের মধ্যে হতভাগ্য বোহার্নে বিচারক সম্মুখে নীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল । ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুলাই দিবসে তিনি বিলক্ষণ সাহসিকতার সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করেন । যে দিবসে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হয়, তাহার পূর্ব দিবসের সন্ধ্যাকালে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে একখানি স্নেহসূচক পত্র লিখিয়া যান ।

এই দুঃখ সম্বাদ শ্রবণ করিয়া জোসেফাইন অধীরা ও যুচ্ছিতা হইলেন ; শোকে অজ্ঞান ও অতিভূত হইয়া কিয়ৎকাল শয্যাশায়িনী রহিলেন । কারাগার রক্ষককে চিকিৎসক আনাইয়া

চিকিৎসা করণের জন্ত প্ৰাৰ্থনা করায় সে মৃদুদরে উত্তর করিল যে
আর চিকিৎসক আনা ইবার পুরোজন নাই, কল্য তোমাকে
তোমার স্বামীই তরুণী-বৎসলি হইতে হইবে। জাহাজবান
তাছাড়া কল্য একপ দূত বিজ্ঞাস করিয়াছিলেন যে তাঁহাব সেই
নিতম্পন্ননী-সুবর্ণ বর্ণ ততুল কুন্তলবাণী শেফও একমাত্র চিহ্ন
স্বরূপ পুত্র ও কন্যাকে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া কতন করিলেন।
কিন্তু ছয় দিবসের মধ্যে বন্দ পেরিব (roches pierre) মৃত্যু
হওয়ার কারামুক্ত হইয়া পুনঃ স্বাধীনতা পাইলেন।

জোসেফ ইন প্রাদেও হইতে বন্ধ পাঠিয়া আবার এক প্রকার
নতন চাক্ষুশ পতিত হইলেন। ইটালীতে পরিবার বর্ণের

বঁহারা রক্তবর্ষণে সন্তুষ্ট হইতেন, ইঁহারা তাঁহাদিগকে হুণা করিতেন । প্রচলিত শাসন প্রণালী বঁহাদিগকে হত্যার্থ উচ্চুক হইত, ইঁহারা তাঁহাদিগকে রক্ষার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন ।

ব্যারাস্ নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে জোসে-ফাইন তাঁহার মৃত স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে আত্মসম্ভোগ নাথে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হন । তিনি উদ্ভিজ্জ বিজ্ঞান বড় আদর করিতেন । তাহার গিয়া নানাবিধ বস্তৃমূল্য ও চুপ্পাণ্য উদ্ভিদ দ্বারা উদ্ভান সমলকৃত করিয়া এবং নানাবিধ ব্যবহার্য জ্ঞানোপাৰ্জন কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন ।

কিরূপে নেপোলিয়ন প্রথমে জোসেফাইনের সহিত পরিচিত হন, তাহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরমাসে একদা তিনি প্যারিসনগরে সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার অব্যবহিত পূর্বে এক দ্বাদশ বয়স্ক স্ত্রীস্বর মুখ, তাঁহাব মিকট উপস্থিত হইল । তাঁহাব পিতা সাধারণ তত্ত্বাধিনস্থ জার্মিক সেনানী ছিলেন এবং রবস্ পেরি কর্তৃক নিহত হন বলিয়া,—পিতৃ তরবারি ভিক্ষা করিলেন । ইনিই সেই জোসেফাইন তমর স্মৃতির শিক্ষানবিশ [redacted] পূর্ণ করিলেন ।

চিকিৎসা কবণের জন্ত পূর্ণনা কবায় সে যত্নসহরে উত্তর করিল যে আর চিকিৎসক আনা ইবায পুরোজন নাই, কল্য তোমাকে তোমার স্বামীৰ অদৃষ্ট-বুগামিনী হইতে হইবে । জোসেফাইন তাহার কথায় একপ দৃঢ় বিশ্বাস কবিয়াছিলেন যে তাঁহার সেই নিতম্পর্শী-সুবর্ণ বর্ণ অতুল কুমলবাণি শেষও একমাত্র চিহ্ন স্বকপ পুত্র ও কন্যাকে পাঠ ইয়া দিবেন বলিয়া কর্তন কবিলেন । কিন্তু ছয় দিনসেব মধ্যে বদস পেরিব (robes pierre) মৃত্যু হইয়ায় ল'ব'মুক্ত হইয়া পুনঃ স্বাধীনতা পাইলেন ।

জোসেফাইন প্রসন্ন হইতে বন্ধ পাইয়া আবার একপ্রব'ব হুতন দুর্দশায় পতিত হইলেন । ইউরোপের পরিবার বর্গেব ধনবাণি বিলুপ্ত হইতে লাগিল । এতক্ট ইণ্ডিয়া বাসিন্দেব মধ্যে গৃহ দাহন, নবহত্যা প্রভৃতি নিষ্ঠুর কার্যা কল্যাপ আচ'বিত হইতে লাগিল । জোসেফাইন আর তথা হইতে কে'ন প্রাব্যবই সাহায্য পাইলেন ন । তিনি একপ ই'নাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র ইটালীর ভবিষ্যৎ শাসনকর্তা ইউজিন এক সূত্রধরেব নিকট শিক্ষানবিশি কপে নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার ভগিনী হলণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজ্ঞী হটেন্সিয়া ; সূচি ব্যবসা-গিনীৰ কার্য শিক্ষার্থে প্রেবিত হইলেন ।

জোসেফাইন তাঁহার কারাবাসেব সময় খেবেস। ক্যাবেবস্ নান্নী রমণীর সহিত সখী' সংস্থাপন করেন । যখন খেবেস। টেলিয়ান্ কে বিবাহ কবেন, তখন জোসেফাইন, তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্তন সুযোগে বিলক্ষণ সাহায্য পাইয়াছিলেন । তাঁহাদিগকে তাঁহাদের তৎকালীন খ্রীস্টীয় পরিচ্ছদের নিমিত্ত সকলেই চিনিত । তাঁহার্য দুইজনে এই পরিচ্ছদ ধারিণী হইয়া নাগরিক আহারীয় উৎসবে, নাট্যালা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইতেন । তাঁহার্যই প্রথমে বৈপ্লবিক আচার ব্যবহারের উচ্ছেদ সাধনে প্ররত্ত হন ।

যাঁহারা রক্তবর্ষণে সম্মতি হইতেন, ইঁহারা তাঁহাদিগকে স্বগী করিতেন । প্রচলিত শাসন প্রণালী যাঁহাদিগকে হত্যার্থ ইচ্ছুক হইত, ইঁহারা তাঁহাদিগকে রক্ষার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন ।

ব্যারাস্ নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে জোসেফাইন তাঁহার মৃত স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে ম্যালমেসন্ নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হন । তিনি উদ্ভিজ্জ বিজ্ঞার বঁড় আদর করিতেন । তাহার গিয়া নানাবিধ বহুমূল্য ও দুস্প্রাপ্য উদ্ভিদ দ্বারা উজ্জ্বল সমলক্লত করিয়া এবং নানাবিধ ব্যবহার্য্য জ্ঞানোপার্জন কলাতিপাত করিতে লাগিলেন ।

কিরূপে নেপোলিয়ন প্রথমে জোসেফাইনের সহিত পরিচিত হন, তাহা তিনি স্মরণ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরমাসে একদা তিনি প্যাবিসনগরে সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার অব্যবহিত পূর্বে, এক ছাদশ বর্ষীয় সুন্দর যুব, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া । তাঁহার পিতা সাধারণ তত্ত্বাধীনস্থ জনৈক সেনানী ছিলেন এবং রবন্স পেরি কর্তৃক নিহত হন বলিয়া,—পিতৃ তরবারি ভিক্ষা কবিলেন । ইনিই সেই জোসেফাইন তনয় সূত্রধর শিক্ষানবিশ ইউজিন বোহার্ণে । বোনাপার্ট তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন । সেই স্বজা দেখিয়া পিতৃস্মৃতি জনিত বালকের সেই অশ্রু-জল নেপোলিয়নকে দয়াদ্রব করিল । নেপোলিয়ন তাঁহার প্রতি এত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, একদা ইউজিন মাতা দুঃখিনী জোসেফাইন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য প্রাসাদ দ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন । নেপোলিয়ন তাঁহার আশ্চর্য্য শিষ্টাচার-সৌষ্ঠব দেখিয়া চমৎক্লত হইলেন । সেই কোমল মমতাপূর্ণ সম্ভাষণের স্বকল ফলিল । ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে

মার্চ মাসের ষষ্ঠ দিবসে মেনপোলিয়ন জোসেফাইনকে সহধর্মিণী
রূপে গ্রহণ করিলেন ।

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা ।

ভিখাবিনী, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা । চোববাগান
মুক্তরাম বাবুব ষ্ট্রীট ২৮ নং ভবন হইতে খ্রী আশুতোষ বন্দো-
পাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য অগ্রিম বর্ষিক ১।০ ।

ইহাব প্রথম খণ্ডেব দ্বিতীয় সংখ্যা । আমবা প্রাপ্ত হইরাছি ।
এই সংখ্যায় সাতটি প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে অভ্যাস এবং ‘স্বার্থ-
পতন’, নামক দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমবা সন্তুষ্ট হইয়াছি
এই দুইটি প্রবন্ধ বেশ সাবধান ও ইচ্ছাব লেখা বেশ পুঞ্জল ।
ভিখাবিনীর অত্যন্ত প্রাক্কণ্য মন্ত নহে । ‘ভিখাবিনীব’, লেখক
নিগেব বেশ লিপি কুশল এবং চিত্র শীল বলিয়া বোধ হইল ।
আমবা অংশ করি ভিখাবিনী দীর্ঘ জীবনী হইবা জাতীয় অভ্য-
বের আংশিক ক্ষতি পূরণ সংকল্পে দৃঢ় প্রতি রহন ।

শোকের ঝটিকা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫

মেই যে নম্রতা আহা না হয় তুলনা ।

তেমন মনুষ্য কেহ আছে এ ভগতে ?

বোধ নাহি হয় ইহা করি আলোচনা ।

তুলনা তুলিতে হয় অবনী সহিতে ।

৬

অভিমান ছিল আহা এতই প্রবল,
কাহাবো যচন কভু সহেনি অঙ্গেতে ।
ক্লষ্ট বাক্যে অশ্রু ধারা ঝরিতে চক্ষুতে ।
ভাসিত বদন ঘেন জলেতে কমল ।

৭

সেই যে ধীবতা বুদ্ধি অতি চমৎকার ।
কে দেখেছে সেই মত অমূল্য রতন ?
তেমন বিবেক বুদ্ধি আছেরে কাহার ?
ভুলেনা যে একবার করেছে দর্শন ।

৮

আহা ! ঈশ্বরের কিবা আশ্চর্য্য লিখন ।
সেই যে রতন সম অপূর্ব্ব কুসুম
ছিড়িয়া অকালে তাহা চণ্ডাল অধম
দলিত কবিতা কৈল অনলে অর্পণ ।

৯

যে রত্নের যোগ্য স্থান রাজ মন্ত্রকেতে,
যে পুষ্প বিশদ ছিল বিত্তু পায় দিতে !
সে রত্ন পড়িল কিনা পিশাচের হাতে ?
ছিল তিন্ন হন বৃত্ত পামর স্পর্শেতে !

১০

সেই সে কারণে দ্বিত এতেক অস্থির ।

সেই সে কারণে প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া
চঞ্চল হতেছে মন থাকিয়া থাকিয়া !
এই সে কারণে বহে নয়নের নীর ।

১১

কেনরে মানস এত হইলে চঞ্চল ?
এ জনমে এ যাতনা যাবে না ত আর,
তবে আর নিছা মিছি ভাবিয়া কি ফল ?
জুরাবে যখন পুড়ে হইবে অঙ্গার ।

১২

আবার মানসে ইহা হইল উদ্ভিত ।
সেই যে শোচনা পূর্ণ ঘটনা সকল ?
জানিত তাহা মানব সকল ?
তাহলে বেদনা বুঝি যাইত কিঞ্চিৎ ।

১৩

অতেষ বাসনা পূর্ণ করিব মনের
জানাব বেদনা যত সবার অগ্রেতে !
তা হলে থাকিবে স্মৃতি বান্ধব গণের ।
ছুরান্নার অত্যাচার আদ্যন্ত হইতে ।

ক্রমশঃ—



১/৮ ১৩৫-

১৮৩৬

সংসার বৈচিত্র্য।

১৮৭৬

প্রথম পরিচ্ছেদ। ১৮৭৬

ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীর দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি, আকাশ
নিবিড় মেঘ। একে কৃষ্ণপক্ষের রজনী তাহাতে আবীর গগনে
ঘন ঘটা; এইজন্ত অন্ধকার অধিক গাঢ়তর হইয়াছে! মেঘ
গম্বীর গজ্জনে ঘন ঘন বিদ্রাৎ উদ্দীর্ণ করিতেছে! অতি ক্ষব-
ধারে রষ্টি হইতেছে। অবিরাম রষ্টি, অবিরাম বিদ্রাৎ গজ্জন,
অবিরাম বাত্যা! ঘূর্ণন, শব্দে সংসার স্তম্ভিত! অবগী কম্পিত!
প্রকৃতি যেন সৃষ্টি সংহারক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

এহেন ঘোর দুর্যোগের সময়ে রামগোবিন্দ পুরাভিমুখে কে
যেন কোন ভয়ঙ্কর যাতনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল! শব্দ
স্বল্প নহে অস্পষ্টও নহে অথচ উৎকট যাতনা সম্মুখ শব্দ
বলিয়া শ্রুত মাত্রই অনুভব হইল। এ কিসের শব্দ? সম্মুখে ঐ
দেখ রামগোবিন্দপুর, রামগোবিন্দপুর, মহামারীর জ্বরে প্রায়
ধ্বংস হইল গোমে এত লোক মরিয়াছে যে মৃতদেহ স্থানান্তর করে
এমন লোক নাই! যে, গৃহে মরিয়াছে সে গৃহেই রহিয়াছে,
পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, জলে, স্থলে, যে মৃতের ছড়াছড়ি! গোমে
মৃত্যু শব্দ নাই, শৃগাল কুকুরে জীয়াস্ত মৃত্যু টানিয়া ধাইতেছে।
ছুই এক জন যাহা জীবিত আছে তাহারাত জীবন্ত প্রায়।
সকল গৃহ সকল বাটাই শূন্য সম্মুখে ঐ দেখ বংশধরগণের মধ্যে
এক জরাজীর্ণ ইফক গৃহ, গৃহের ভয় গবাক্ষ পথদিয়া কিণ
আলোক জ্যোতিঃ বাহিরে আসিতেছে। গৃহমধ্যে একটা রোগী

কল্প শয্যাশ শয়িত, শয্যাপার্শ্বে একটী পূর্ণ-গর্ভা রমণী প্রসব
বেদনার অধীনে হইল। মৃতিকায় লুটিত হইল। রমণীর বসুক্রম অস্পষ্ট।
এই অস্পষ্ট বসুক্রম গর্ভাধরা ঘটিয়াছিল পার্শ্বে ক্ষুণ্ণশয্যায়া কল্প
স্বামী, স্বামীর বসুক্রম পাঞ্চবিংশতির অদববর্তী। যুবকের নাম
রাধামাধব চুপেপাখ্যায় রাধা মাধবের পত্নীর নাম বিষ্ণুবাঈসিনী।
রাধামাধবের চারি দিনসেব ছুবে বিক ব হইয়াছিল। সেইকথা
বিকাবে প্রতিবাসীন্দব সর্বত্রব যত্ন হইব ছে। তাঁহ বপিতা
মাতা জাত ভুল্লী প্রভৃতি সকলেই সেইকথা দ্ববদিক বে হইল ক
পবিত্যাগ কবিয়া গিয়াছে বিমাত ব সেনন ইচ্ছ কে বহিতে
পাবে রাধামাধব অবত হ'ব পত্নী এপানন্ত জীবিত বহিব হইল,
বিকাব প্রচ্ছন্ন যুবক প্রণ প্রিয়তমা পত্নীর অসহ্য গর্ভবেদনা
দেখিয়া শয্যাশ উঠিব বসিলেন। নিজে নিকট প্রায় অচৈতন্য
পত্নীর সাতনা দেখিব চৈতন্য পুনবন্ধিগু হইল। জীবনের সঙ্কীর্ণ,
সমবেব অংশ। কাননময়ী বনিত ব অতি গুরুতর প্রসব বেদনা,
যুবকের সাতনা কে অস্বিক্ষিতব করিব তুলিঙ্গ রাধা মাধব শয্যাশ
বসিয়া “কি হইব, ভ বিত লগিলেন। “কি হইব, বলিষা
রাধামাধব দিগন্তিগ সত্বিলেন। আদ্যব বলিলেন “কি
কবিব, রাধামাধবের মাপ। যুবক, শয্যাশ পুনর্ব্যার শয়ন
করিলেন রাধা মাধব সৃষ্টি হইলেন, বিষ্ণু গর্ভ যন্ত্রণায় চৈতন্য
হ'রাইয়াছিল সে স্বামীর দর্শ দেখিলেন। বিষ্ণুব মুগ্ধমণ্ডল ক্রমে
ললিতবর্ণ হইল, চকু কপালে উঠিল, মেঘসঙ্গ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল !
কি সন্তান হইল তা কে দেখে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই জননী কে
হ বাল। বিষ্ণুর দেখিবার শক্তি থাকিলে দেখিত তাহার
একটী অপূর্ণ পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া রোদন
করিল সেই রোদনের সঙ্গে অভাগী রাধামাধবের চেতনার পুনঃ-
সংস্কার হইল রাধামাধব চকু মেলিয়া দেখিলেন সন্তান বাদিতেছে

কিন্তু প্রসূতি আছে কি নাই। বিকার প্রচ্ছন্ন সুবক আশ্রম
বা কুলতায় আবার উঠিয়া বসিলেন, মহাজ ব্যক্তির মত উঠিয়া
সাঁড়াইলেন, দিক্‌বাসিনী যথায় তথায় গেলেন, বিকুব আশ্রম
মস্তক স্থিতিতে বৈ নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন সর্বদা নিষ্পন্ন,
নিশ্চল, নাসিকায় হাত দিয়া দেখিলেন শ্বাস বহন, নাসি-
টিপিয়া দেখিলেন নিশ্চল, নিষ্পন্ন, যাত্রা হাতদিশা দেখিলেন
সর্বদা শীতল। চক্ষুস্থিত অপলক। প্রান্তে, কাণোলে, নাসিকায়,
বর্জ্য, সর্বদা মৃত্যুর কর লক্ষ্যে পতিত হইয়া আছে। সুবক
বলক্ষণ স্থিতিভাবে বসিয়া রহিলেন বলক্ষণ শেষ একটু মৃদু হাস্য
করিয়া যাত্রা করিলেন পটক। এই ভাষ্যের কি অর্থ
তৎপরা ত হা বসিতে পারিয়া তুমি পি সুমিয়াছ ?

এই সময়ে রক্তি ছাটিল। দিগ্‌ হিলা, আকাশে মেঘ ছিল।
সর্বদা নিষ্পন্ন, প্রসূতি পাতলা। সুবক মহাজ মনোমোহন মত
পাদ বিক্ষেপে গৃহের বাড়ির গেলেন অর্থাৎ কি ভাবিয়া ফি-
লেন। সুবক ভাবিলেন “এতদিন এই ভাবেই হাটে যাইব
আশ্রমে অতিথী হইয়া ছিলাম, সে চলিয়া গেল তাহার কারা-
টিকে ভাগিবণী বলাইতে পারি। দিন। আমার কর্তব্য আমি
নবিল, এই ভাবিয়া বসিয়া বসিয়া প্রথম পত্রকে
বলবানের মত বক্ষে তুলিলেন। যেকোনো ক্ষণেকের বিকা-
চ্ছন্ন ছিল, কখন কোন উপসর্গে মৃত্যু হইবে একজন। যাহা
চিত্ত ববিষয়ছিল, যদি নবিল “তবে আমার বিকুর কি হইবে?,
এই কথা যাহার হৃদয়ের একমাত্র প্রশ্ন ছিল, সে একজন আর এক
কম তাহার দৈহিক ও মানসিক ভাব এখন আর এক বকম।
এখন সে উৎকট শোকে বিবেকি, অমঙ্গল তনয় পবিত্র হৃদয়।
রাধামাধব এখন নিষ্পাপতনু নিষ্পিকাণী মহাবোগী রাধামাধব
মত হস্তীর বলে মৃত। পত্রকে বক্ষে লইয়া ভাগিবণী তীরাভিমুখে

চলিলেন। গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া ইহজন্মের মত সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিলেন অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়না যাইতে যাইতে দুই এক বার পদ স্খলন হইয়া ভূপতিত হইলেন। প্রিয় পত্নীর দেহ ভার বহন করিয়া কোনরূপে ভাগিরথী তীরে উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণ প্রতিমা পত্নীকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া, রাধামাধব অগতির গতি দায়িনী, অপবিত্র পবিত্র কারিণী জাহ্নবী সলীলে স্নান করিলেন। স্নান করিয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে আর্দ্রবস্ত্রে আর্দ্র দেহে রাধামাধব, একাকী অনন্ত পরিচিত পাপে আপন মনে চলিলেন। কে রাধামাধবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ? রাধামাধব যে দিগে ইচ্ছা সেই দিকে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

রাধামাধব সেই রাত্রিতে কোথায় গেলেন বিশ্ববৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ রহিল না। পর্কতে, বনে, তীরে, শ্মশানে যথা তথা ভ্রমণ করিয়া বিশ্ববৎসর পরে একবার জন্মভূমি দেখিবার জন্ত, আর সেই সদ্য প্রসূত বালকের ভবিষ্য পরীক্ষার জন্ত রাধামাধব একবার রামগোবিন্দপুরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে রামগোবিন্দপুরের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছিল। মহামারী জ্বরে গ্রাম সমভূমি হইয়া যায়, তারপর মৃত্তিকা চিহ্ন ভাগিরথী গ্রাস করিয়া ছিলেন। সুতরাং রাধামাধবের উদ্দেশ্য সফল হইল না। দুই ক্রোশ অন্তরে যে সকল গ্রাম ছিল তথাকার প্রাচীন প্রাচীন লোক দিগকে রামগোবিন্দপুরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন রামগোবিন্দপুরের চিহ্ন

পর্যন্ত লোপ হইয়াছে। রাধামাধব অভিষ্ট হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন বালক যে বাঁচিয়া নাই ইহা নিশ্চয় ভাবিয়া ছিলেন তথাপি সন্দেহ হইতে লাগিল, রাধামাধবকে বিবৎসর পরে দেখিয়া তাঁহার পরিচিত কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। রাধামাধব প্রকল্পভাবে, প্রামাণ্যে তাঁহার যে সকল আত্মীয় বন্ধু ছিল তাঁহাদিগে দেখিবার জন্ম, কিছু দিন স্বদেশ ভ্রাম্য করিয়া অতঃপর গমন করিলেন না। রাধামাধব দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল। শুক তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন মোক্ষদানন্দ নিরামি। আমরা রাধামাধবকে এক্ষণে হইতে মোক্ষদানন্দ বলিয়া ডাকিব।

মোক্ষদানন্দ অনেকরূপ অনুসন্ধান করিয়াও বালকের কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। অবশেষে পুনর্বার কালীদাসে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন যাইতে যাইতে পথে সন্ধ্যা হইল। প্রদোষ গানে বৈশাখের কাল মেঘ ভাঙিল! মেঘ ক্ষণ মধ্যে শূন্য ছাঁইয়া ফেলিল। বৈশাখের মেঘকে বিশ্বাস করে কে? মোক্ষদানন্দ দীর্ঘ এক প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। নিকটে গ্রাম ছিল না। অশ্রম ছিল না, সন্ধ্যা একটি অনতি রহৎ বন ছিল, বনমধ্যে একটি বহুকালের প্রাচীন অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল, মোক্ষদানন্দ তদভিমুখে চলিলেন, কিন্তু বন-ভূমি পাইতে না পাইতেই ঘোর রবে ঝটিকা রক্তি আসিল শিলা রক্তি ঝড় মস্তকে করিয়া মোক্ষদানন্দ গৃহ সন্নিকটস্থ হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৃহটি অতি রহৎ প্রাচীন গৃহ,— প্রস্তরের বিলক্ষণ কৌশল পরিলক্ষিত হইতেছিল, কক্ষ সমাবেশ চাতুর্য্যে বিশেষ পারিপাট্য ছিল। মোক্ষদানন্দ কৌতুহল হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কবিত্তে লাগিলেন। গৃহ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সর্ব প্রধান প্রকোষ্ঠে এক প্রস্তর

ময়ী দেবী মূর্তি সংস্থাপিত । সে প্রান্তরে বন মধ্যে, নিভৃত মন্দিরে
শ্রামা মূর্তি কে স্থাপন করিল মোক্ষদানন্দ এই চিন্তা করিতে
লাগিলেন । দেবীর সম্মুখে একটি মাত্র আলোক লম্বিত, হইয়া
গৃহকে উজ্জ্বল করিতেছিল । মোক্ষদানন্দ মন্দিরে শ্রামা মূর্তি
দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন তিনি দেবী পার্শ্বে প্রস্তরময় মূর্তি-
রত হইয়া জপে বা ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । বহুক্ষণ পর্যান্ত তদার
হইয়া ধ্যান করিতে ছিলেন সহসা গৃহ মধ্যে মনুষ্য বণ্ড শব্দ শুনিয়া
মোক্ষদানন্দের চৈতন্য হইল । মোক্ষদানন্দ চক্ষু মেলিয়া দেখি-
লেন, সেই গৃহের এক পার্শ্বে একটি রমণী, ভীত সঙ্কুচিতভাবে
দাঁড়াইয়া । রমণী প্রোঢ় বয়স্কা, আবার পরম সুন্দরী, প্রোঢ়
বয়সেও শরীরের সর্বত্র সৌন্দর্যের তরঙ্গ উঠিতেছিল ; - অপর
পার্শ্বে একজন প্রোঢ় বয়স্ক পুরুষ ; আকার প্রকারে তাহাকে
যবন জাতির বলিয়া অনুমিত হয় । যবন সুন্দরীরূপে যুগ্ম হইয়া
তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল, গৃহে যে আর কেহ মনুষ্য
ছিল, তাহা তাহারা জানিত না দেবীর নিকটনর্তি ধ্যান মগ্ন ব্রহ্ম-
চারীকে প্রস্তরের মূর্তি বলিয়া তাহাদের অনুমিত হইয়াছিল ।
বহুত ব্রহ্মচারীর অটল চিত্ত, অসামান্য গাভীর্ষ্য, এবং কর্তব্যে
দৃঢ় মনঃসংযোগ এরূপ যে তাহাকে দেখিলে সহসা প্রস্তরের মূর্তি
বলিয়াই অনুমিত হয় ।

যবন রমণীকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, রমণী কখন ভীত
সঙ্কুচিত কখন বিপদ বিহ্বল আবার কখন মহাতেজস্বিনী হইয়া
যবনকে ভিরঙ্কর করিতেছেন । যখন যবনের আক্রমণ অনিবার্য
হইয়া উঠিল তখন রমণী অনন্তোপায় হইয়া, কায় মনঃপ্রাণে,
বিপদে ভ্রাণ কর্তৃ, অগতির গতি দায়িনী, সাক্ষাৎ শ্রামা মূর্তিকে
ভাবিল । ‘মারক্ষা কর, বলিয়া অতি উচ্চকণ্ঠে চিৎকার
করিল, সেই চিৎকারে মোক্ষদানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইল । মোক্ষদা-

নন্দ উপস্থিত ব্যাপার দৃষ্টে কণকাল বর্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরক্ষণেই গাংহোস্থান করিয়া বলিলেন ‘ভয় নাই, ‘ভয় নাই ‘আমি আছি, যবনের হাতে তববারী ছিল, সে ইচ্ছা পূতিবন্ধক দেখিয়া কোমোমুগ্ধ তরবারী আক্ষালন করিল মোক্ষদানন্দ কোনদিকে উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষিপ্তহস্তে শ্যামার হাতের তীক্ষ্ণ ধার খজা গৃহণ করিয়া মহাতেজে অগ্নিসর হইলেন! মোক্ষদানন্দ বাঙ্গালী কিন্তু বাঙ্গালীর মত ভীক ও দুর্বল ছিলেন না, বসঃক্রম পঞ্চাশতের নিকট হইয়াছিল তথাপি মত্ত হস্তির বল ধাবণ করিতেন। কামাঙ্গ যবন অতি খরবেগে মোক্ষদানন্দের গাত্রে তববারি পুহার করিল, মোক্ষদানন্দ কোঁশলে আত্মবক্ষা করিলেন তথাপি তরবারীর অগুভাগ তাঁহার স্কন্ধে লাগিয়া দরদর বেগে বক্ত পড়িতে লাগিল। যবন পুনর্বার তরবারী তুলিল, মোক্ষদানন্দ তরবারী হস্তে ক্ষিপ্ত সিংহেরতায় গর্জ্জন করিয়া যবনের শিবে খজাঘাত করিলেন, সেই আঘাতে যবন দুইখণ্ড হইয়া মৃত্যিকায় পড়িয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

মন্দিরের পুরোহিত রাত্রি প্রভাত হইলে আশিয়া দেখিল, দেবীর গৃহ রক্তে ভাসিতেছে। সম্মুখে ছিন্ন শির্ষ শব পতিত রহিয়াছে। দেবীর এক পার্শ্বে মোক্ষদানন্দ অকাতরে নিদ্রা ঘাইতেছেন। অন্য এক প্রকোষ্ঠে বিপন্ন রমণী বস্ত্রাঞ্চল পাতিয়া শয়িত ছিল। রমণী সচেতন অবস্থায় ছিল, পুরোহিতকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যস্তে উঠিয়া বসিল, পুরোহিত বিশ্বাসমিত হইল, কাছাকেও কিছু না বলিয়া যমযন্ত পুরের ডেপুটী মাজি-

হেঁটেকে সংবাহ দিল। ক্ষণমধ্যে পোলিস, মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি আসিয়া মোক্ষদানন্দ এবং রমণীকে লইয়া গেল। শব ও ধর্ম তরবারাদি তৎসঙ্গে প্রেরিত হইল।

বিচারপতি বাঙ্গালি,—যহস নিতান্ত অল্প, বিষবৎসরের অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। শারীরিক ও আন্তরিক মৌন্দর্য্যে যুবা সুন্দর, অশ্রুতি পরের গাষ্টির্য্য শৈশবের প্রসন্নতার সহিত মিশাইয়া যে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হয় সেই স্বর্ণীয় ভাবে বিচারপতি যুবাকে সাক্ষাৎ ধর্ম বলিয়া প্রতিভী জন্মাইতেছিল। উচ্চ মনে সমাশীন শাস্ত্র-কল্প বিমিশ্রিত গম্ভীর প্রকৃতি যুবক স্থায়ীভাবে কি ভাবিতেছিলেন। বিচারালয় বাদী প্রতিবাদী পুতিনিধি পদাতি ও দর্শক পুভৃতিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সকলে নিরব, সর্বত্র অতিগভীর নিস্তব্ধ। সন্ন্যাসী কালীর নিকট নর বলি দিয়াছে তাহার ভৈরবীকে শুদ্ধ ধরিয়া আনিয়াছে., এই জনরবে কত লোক তাহাদিগে দেখিতে আসিয়াছে। সকলেই কৌতূহলী। বিচারপতি মোক্ষদানন্দ নিরাশ্রমির এবং তাহার সঙ্গিনীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। যুবকের তীক্ষ্ণ অন্তর অশ্রুধী দৃষ্টি তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। কে জানে কি জগৎ রমণী, উদাসীন, এবং বিচারপতি এই তিন জনে তিন জনের হৃদয়ে মিশাইয়া গেল। কেন? এরূপ হইল কেন? বিচারপতি পুবেধ বাবুর অটল হৃদয় কেন আজ টলিল? পুবেধ বাবু হৃদয়ে কি ভাবের ঝটিকা, রক্ত মাংশ জড়িত দেহ পঙ্কর ভেদ করিয়া আর দুইজনের অস্থি পঙ্করে পুবেশ করিল? এই সময়ে একজন অন্তর অশ্রুধী ভাবুক থাকিলে দেখিত সন্ন্যাসী রমণী এবং বিচারক এই তিনেরই হৃদয়ে এক পুর্বাহ বহিতেছে। শোক হর্ষ স্মৃতি আশা নৈরাশ্র্য হাহাকারে জড়িত হইয়া যে এক তরঙ্গারিত ভাবের সৃষ্টি হয় সেই ভাব

তিনেরি হৃদয়ে । এমন কেন হইল ? তিন জনেরি যেন কি ছিল তাহা হারাইয়াছে, আবার কি ছিল না তাহাই মিলিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল । মোক্ষদানন্দ নিরাশ্রমির মৌর্য মূর্তি, অটল অটল চিত্ত আজ মহা উদ্বেলিত ! কিন্তু তথাপি অস্তু-রের অতি গুঢ় পুন্দ্রেশে সে ভাবকে লুকাইত রাখিয়া ছিলেন ।

গৃহের এক পার্শ্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত, ব্রিডা বিজড়িত স্নেহ গঠিত দেবী মূর্তি অক্ষ জলে সিক্ত হইতেছিল । রমণীর এ অশ্রুতারা উপস্থিত বিপদাশঙ্কার, তাহা কে বলিবে ? তবে কি তাহার আর কোন কারণ আছে ? তাহাইবা এখন কেবলিবে ?

প্রবোধ বাবুর বহুকণ উৎকট হৃদয় বেগে ধারণা শক্তি ভাসিয়া গিয়াছিল । বহুকণ পরে চিন্তা স্থির হইল । বিবেক সংযত হইল । পাছে কর্তব্যে স্থলিত হইয়া জ্ঞানকে বিকৃত করেন, এই আশঙ্কায় মনকে দৃঢ় করিলেন । হস্ত লেখনি লইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

—“আপনার নিবাস ?,,

উত্তর । “নিবাস স্থিরতা নাই, আপাততঃ উদাসীন ।,,

প্রশ্ন । “কত দিন হইতে সংসারাত্মক ত্যাগ করিয়াছেন ?

উত্তর । “বিশ বৎসর হইবে ?,,

প্রশ্ন । “সাংসারিক অবস্থায় কোথায় নিবাস ছিল ?,,

উত্তর । “রামগোবিন্দপুর ।, রামগোবিন্দপুর শুনিয়া প্রবোধ বাবুর সংশয় দূঢ় হইল, আগ্রহ হিংগতর হইল কহিলেন—

—“মহাশয়ের নাম ?

উত্তর । “পূর্ব নাম রাধামাধব, আমি বন্দ্যো বংশীয় ছিলাম ।

এইকণ গুরু দত্ত নাম মোক্ষদানন্দ উপাধি নিরাশ্রমি ।,,

এই সময়ে রমণী অবগুণ্ঠন একটু বেশি টানিয়া একটু বেশি শঙ্কচিত্ত ভাবা হইয়াছিল ।

আবার প্রশ্ন হইল

আপনার সঙ্গিনার পরিচয় আপনি কতদূর জানেন ?,

উত্তর। “কিছুই জানিনা।..

প্রশ্ন। “হত্যা কি আপনি করিয়াছেন ?,

উত্তর। “আমিই করিয়াছি।,,

প্রশ্ন। “কেন করিলেন ?,

উত্তর। আমার সংস্কারে সতীর সতীত্ব নষ্ট হইতেছিল, বাধা দেওয়াতে আমাকে অক্রমণ করিল আমি আততায়িকে বিনাশ না করিলে নিজে হত্যা হইতাম। আর এই রমণী-দ্বয় কোন উপকার হইতনা। বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছি।

প্রবোধবাবু সেদিন সেই পর্য্যন্ত বাধ্য দিলেন। মোক্ষদানন্দের ক্ষম্মদেশে গুরুতর ক্ষত তজ্জন্ম তাঁহাকে ডাক্তারের নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। কহিলেন “আমি যে ঔষধ জানি তাহাতেই আরাম হইবে।,,

প্রবোধবাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া বাসায় গেলেন। যাইবার সময় মোক্ষদানন্দেব হাতকড়ি মোচন করিবার অজ্ঞা দিয়া গেলেন। পরদিন কে জানে কি কারণে নিজের বাসাবাটীতে কাছারি করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে সকলে বাসাবাটীতেই উপস্থিত হইল, সন্ন্যাসির বিচার দেখিব বলিয়া অনেকে কৌতুহলী ছিল, কিন্তু আজ কাছারও ভিতরে যাইবার অনুমতি ছিলনা বলিয়া সকলে নিরাশ হইবা ফিরিয়া গেল।

প্রবোধবাবু কি বিচার করিবেন পূর্বদিবস হইতে গুরুতর মনশ্চাক্ষুণ্য একেবারে কর্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি মোক্ষদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভূ! যদি বাধা না থাকে তবে আমার দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমার সমস্যা দূর করুন।,, মোক্ষদানন্দ কহিল “কি প্রশ্ন ?,, প্রবোধ, আর কিছুনাহে

আপনি কিজ্ঞাত সংসারাত্মম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? যখন সংসারে ছিলেন তখন আপনার পুত্রাদি কেহ ছিলকি? আপনার সর্বশেষ রক্তান্ত জানিতে ইচ্ছাকরি।,,

মোক্ষদানন্দ অনেকক্ষণ নিরবে রহিলেন, অনেকক্ষণ পাত্রে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। তাঁহার নয়ন প্রান্তে একবিন্দু অশ্রুকণা ভাসিল। অতিকষ্টে হৃদয় বেগ সম্বরণ করিয়া অতি ধীরে, ধীরে, আবার ব্যাপ্তি কণ্ঠে কহিলেন, “সেকথা আর কি বলিব? সংসার পরিত্যাগের পূর্বে আমার সকলি ছিল। আমি যে বৎসর নিরাশ্রয় অশ্রম প্রভৃণকরি সেই বৎসর রামগোবিন্দপুরে মহামারি হইয়াছিল। রামগোবিন্দপুর আমার প্রকৃত জন্মভূমি নহে, ভাগিরথীর তীরে মাধাইপুর নামে একখানি গ্রাম ছিল সেই গ্রামে আমার জন্মস্থল। পিতা সমৃদ্ধিসালি ছিলেন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন এমনি বিপর্যায় পিতৃদেবের মৃত্যু হইল। যে বৎসর পিতা পরলোক গতহন সেই বৎসর হইতে আমি নানা-দিগে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলাম। গ্রামের জমীদারের সঙ্গে কলহ উপস্থিত হইল। জমীদারের সঙ্গে অশেষবিধ বিবাদে পর আমার অর্থ সঙ্গতি ক্রমে সমস্তই নষ্ট হইল। পিতৃত্যজ্য সম্পত্তি বাহ্য ছিল তাহা কোনদিকে কি হইয়া যে গেল তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আবারের জন্য অতি মনোহর প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল। অদৃষ্টক্রমে তাহা ভাগিরথী গ্রাস করিলেন। আমার অবস্থা এমনি হইল যে দিনান্তে মুষ্টি-মের আহাৰ্য্য বুটা ভাং হইল। অন্নবস্ত্র আশ্রয় পশীস্ত হিন হইয়া অগত্যা মাধাইপুর ত্যাগ করিলাম। এই সময়ে আমার গর্ভধারিণী, একটী বিধবা ভগ্নি এবং একটী কনিষ্ঠ সহোদর আর আমার সপ্তম মাতা গর্ভবতী পত্নী সঙ্গে ছিলেন। আমি মাধাই-পুর হইতে আসিয়া রামগোবিন্দপুরে আশ্রয় লইলাম। রামগো-

বিদ্যাপুরে তৎকালে লোকসংখ্যা কম হইয়াছিল, অনেক বাড়ী
অমনি পড়িয়াছিল আমি খাই না খাই আশ্রয়ত পাইব এই
ভাবিয়া একটি ভগ্ন বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। তথাকার
লোকেরা আমাদিগে বিশেষ অক্লা করিতে লাগিল। কিন্তু
তাহাইহলে কিহর? ক্রমে গ্রামে ভরানক মরক উপস্থিত হইল।
সেই গ্রামে অগ্রে অনেক বসতি ছিল কিন্তু একমাসের মধ্যে সমস্ত
গেল। আমার প্রতিবাসিরাত্ত কেহ রহিল না। ক্রমে আমার
মাতৃদেবী, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ, বিধবা ভগ্নিণী প্রভৃতি সকলের মৃত্যু
হইল। বিধাতার ইচ্ছায় ক্রমের মধ্যে আমি এণ্ড আমার পত্নী
এই দুইজনে জীবিত রহিলাম। সেই সময়ে আমার পত্নীর
পূর্ণগর্ভাবস্থা। ক্রমে আমার লতামে জ্বর হইল। ২।৪ দিনের
মধ্যে ভরানক বিক'র উপস্থিত হইল।



পরার্থীর প্রণয় ।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

প্রাণের ভিতরে অতি যত্ন করে,
লুকায়ে রাখিব অনুরা নিধি,
অপরের হাতে, কভু কোন মতে,
দিবনা দৈবাৎ দেই হে যদি, —

২

—শূন্য প্রাণ ধরে, যাহারে তাহারে
দিব না; যে জন রতন চিনে,
হৃদয়ের ধন রাখিতে যে জন
আমার মতন যতন যানে;—

৩

—তাহারেই দিব, কিন্তু ফিরে নিব
তখনি আবার ; দিনেক তরে,
রাখিতে নারিব, যখন লইব
কশিত কাঞ্চনে কশিব ফিরে ।

৪

ওজন করিব, পরীক্ষি দেখিব,
হৃদয়ে লুকায়ে রাখিব নিধি,
দরিদ্রের ধন, অমূল্য রতন,
কত পুণ্য ফলে পেয়েছি যদি,

৫

অতি নিরঞ্জে, অতি সন্তোষনে,
হেরিব একাকী সতর্ক ভাবে,
শব্দ মাত্র পেলে লুকাব অঞ্চলে,
পাছে কে কোথায় দেখিতে পাবে ।

৬

এ নিধির তরে যা আছে সংসারে
অকাতরে তাহা ত্যজিতে পারি,
বিলাস বিভব, সম্পদ, গৌরব,
এর কাছে তুচ্ছ গণনা করি ।

৭

যেখানেই থাকি, যদি চক্ষে দেখি

কদি একত্রেতে থাকিতে পারি
দাবিছা ন ব্রুণা দাসহ বেদনা,
ভোগ, শোক, ক্লেশ মনে কি করি ?

৮

অন্ধ কারাগারে, দুর্গম কান্তারে
দেশান্তে স্বীগান্তে যেখানে রই,
দে কোন ব্রুণা, যে কোন বেদনা
নিগ্রহ নিরাশ বতই সই,—

৯

নিদ্রা তপনে, ভূষিত পরাণে
মরুভূমে যদি পড়িয়া থাকি,
কিসের নিবাশা, কিসের পিপাসা
নাথেরে যদ্যপি নয়নে দেখি,

১০

আশ্রয় বিহনে, বিনা আশ্রয়ে
হেমন্তে অসহ হিমালয় সম্মুখে,
বরিবার বারি, মাথা পেতে ধরি
হৃদয়ের নিধি হৃদয়ে লয়ে,

১১

চির দিবানিশি অকুলেতে ভাসি,
হৃদয়েতে যত হইব স্থখী,

প্রাসাদ বাসিনী, সৌভাগ্য শালিনী,
মন সম স্থখী হইবে সে কি ?

১২

দুহু শয্যোপরে, যন্ত্রণা পাখাবে
সহস্র ভুজঙ্গ দংশিবে যবে
তখনও এ ধনে ছেড়িলে নয়নে,
অমৃত প্রবাহ হৃদয়ে রবে !

১৩

জীবিত ঈশ্বর ! প্রাণ সহচর
কোথা যাবে তব দাসীরে কেনে ?
কসি ঘোড় হাত, কিরে এস নাথ !
অধিনীরে একা ফেলায়ে গেলে—

১৪

—অবলার প্রাণ কুম্ভম সমান—
বজ্র সম তব বিবহানল,
সহিতে নারিবে, দহিবে দহিবে
দেহ, মনোবৃত্তি হৃদয় বল !

১৫

তোমার বিহনে মরিব পরাণে,
মরিব নিশ্চয়, দেখিও পরে,
এক তিল ছাড়ি থাকিতে যে নারি,
শূন্য গৃহে এ করিব কি করে ?

১৬

তোমার কারণে সংসার ভবনে
 খেলা ধুলা লয়ে রয়েছি বসি
 তোমার লাগিয়া, সকল ত্যাগিয়া
 জ্বলন্ত অনল মাঝারে পশি,

১৭

খুঁজিতেছি সুধা শান্তি নিকেতন,
 মরুভূমে খুঁজি কমল দল
 তোমারি কারণে নিরেট পাষাণে
 খুঁজিছি সুখদ শীতল জল

১৮

তোমারি কারণে সাগর জীবনে
 পশেছি রতন লাভের তরে
 তোমারি কারণে অসাধ্য সাধনে
 হয়েছি নিযুক্ত পৃথিবী পরে

১৯

তোমারি কারণে হৃদয় গগণে
 এক মাত্র আশা নক্ষত্র ভাতে
 তোমার কারণে সংসার কাননে
 বেঁধেছি কুটীর থাকিব তাতে,

২০

তোমারি কারণে হৃদয়ে গোপনে

পুবেছি বৃশ্চিক আদর করে,
তোমারি কারণে পাগলের মনে
হাসি, কঁাদি, গাই হৃদয় ভরে,

২১

তুমি অভাগীর মনের উৎসাহ
তুমি এক মাত্র প্রাণের প্রাণ
তুমি সর্ব সার জীবন আধার
তোমাভিন্ন দাসী জানে না আন ;

২২

তুমি আশা তুমি ভরসা আমার
তুমিই উৎসাহ হৃদয় বল,
তুমি নিরাশ্রয়ে আশ্রয় পাদপ
তুমি পিপাসুর শীতল জল !

২৩

তুমি অন্ধকারে উজ্জল আলোক
সংসার সাগরে তরঙ্গী ময়
তুমি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভবে
আমার কি আছে তোমার সম,

২৪

ভবে তুমি মোর উপাস্য দেবতা
তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান সাধনা আদি,

যোগ, উপাসনা, তপস্যা সমাধি,
তব পাদ পদ্মে সকলি বিধি

২৫

তুমি সত্য ধর্ম জ্ঞান মুক্তি গতি
তব ব্রহ্ম বাক্যে অটল জ্ঞান
তব আত্মা মম নিয়তি লিখন
তুমি ইষ্টানিষ্ঠ ধারণা ধ্যান

২৬

জাগ্রতে নিদ্রিতে শয়নে স্বপনে
তব চিন্তা বিনা জানি না আর,
যে দিকে যা দেখি, যে দিকে যা শুনি
সকল পদার্থে তুমিই সার

২৭

এস নাথ ! যেতে হবে না বিদেশে
চল ত্যজি গৃহ অরণ্যে যাই
কি ছার সংসার, ছার পরিবার
আমার বলিতে কেহই নাই ।

২৮

মনুষ্য সংসারে কি হবে থাকিলে ?
শোক, তাপ জরা দরিদ্রা নলে
দিবানিশি যথা হাহাকার শব্দ
দিবা নিশি যথা জীবন জ্বলে

২৯

যথা স্বার্থ সিদ্ধি এক মাত্র কার্য্য
যথা সত্য ধর্ম্ম বিবেক নাই,
যথা বিষয়ীর ঘোর আর্তনাদ
নিষ্ঠুরাভিনয় দেখিতে পাই ।

৩০

যথায় কালের ঘোর আশ্ফালনে
যথায় পাপির চীৎকার রবে
মুহু মুহু ভয়, ঘণায় অস্থির
ছি ! ছি ! ছি ! তথায় কি রূপে রবে ?

৩১

মিথ্যা রঙ্গ লীলা মিথ্যা খেলা ধূলা
মিথ্যা ময় সব বিচিত্রতা ময় !
ছি ছি ! এসংসারে ;—এ হেন নরকে
-মূহূর্ত্তেক আর থাকিতে কি হয় ?

৩২

সকলেই এক—ঈশ্বরের জীব ;
কিন্তু পরস্পরে-সাম্যমাত্র নাই !
(একজনে এথা অযুতের প্রভু !)
কেহ হাসে—কেহ কাঁদিছে সদাই !

৩৩

কোটি কোটি প্রাণী একের সেবায়,

একের আজ্ঞায় সৃষ্টি রসাতল !
 একের শাসনে কম্পিত জীবনে
 কোটি কোটি প্রাণী ঘুরিছে কেবল !

৩৪

একজন বেন মন্ত্র মুক্ত করি,-
 -রেখেছে সংসারে- (একি বিড়ম্বনা !)
 একের অসিতে সংসার নাশিতে-
 কি জন্ম আদিষ্ট হ'ল এক জন ?

৩৫

একের সাক্ষাতে অবনত মাথে-
 রয়েছে সংসার-একি বিচিত্রতা ?
 একের কারণে অযুত পরাণে
 হুৎপিণ্ড ছিঁড়ে-দেয় কেন হেথা ?

৩৬

একের জন্তেতে অযুত জনেতে-
 -কেন করে হৃদে রুধির সঞ্চার ?
 একের সেবায় কেন রক্ত দেয়-
 -বক্ষঃস্থল চিরি জীব সমুদয় ?

৩৭

একে এথা করে অপরে পীড়ন,
 একের আদেশ অদৃষ্টের মত-
 -নানে সবে এথা—এ হেন সংসারে—
 —আছে কি থাকিতে কিঞ্চিৎ মুহূর্ত ?

৩৮

ছি, ছি, নৃশংসতা-স্বার্থের দানিয়া
-ঘণিত দৈহিক, সম্ভোগ কারণে
-নর রক্ত পাত ? রুধিরের নদী-
-ধয়ে যায়, ক্ষণে, সম্মুখ সমরে !

৩৯

স্বার্থের কারণে এত নিষ্ঠুরতা ?
মনুষ্য হইয়া দৈত্যের ব্যাভার ?
স্বার্থের কারণে মিত্র দ্রোহী নর—
যে সংসারে ; এই সেই ত সংসার ?

৪০

পিতা পুত্র হেথা-স্বার্থের বিচার !
জননীর স্নেহে স্বার্থের গরল !
দম্পতির প্রণয়ে—স্বার্থের ভুজঙ্গ !
স্বার্থ নিকি মাত্র উদ্দেশ্য কেব-

৪১

শঠের সাম্রাজ্য নৃশংসের খান-
কাপট্য নির্বাস-স্বার্থের রাজত্ব
-এই সে সংসার ? (এ যে ছায়াবাজী !)
মিথ্যা নাট্য ভ্রম—অসার—অনিতা ।



উন্নতি ।

আজ কাল লোকেব মনে উন্নতির আশা নিতান্ত বলবতী, কি স্বাধীন, কি পরাধীন, কি দুর্বল, কি সবল, কি ধনী, কি নির্দীন, কি নবম বর্ষীয় বালক কি অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ সকলেই উন্নতি লইয়া মহাবিরত ।

স্বাধীন আমেরিকা মহাদুঃখিত যে উন্নতি হইল না ; কিন্তু আমরা দিব্য দেখিতে পাচ্ছি যে তাঁহারা তাবৎ সভ্য জাতির শিরোমণি, এপ্রকার উন্নত আশ্রয় পাইয়াও তাঁহাদের দুঃখ, কারণ আজও ভারত বাসীরা মাগ্গেফোয়ারের প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার করে, সুতরাং তাঁহারা শরীরের উষ্ণ শোণিত শীতল করিতেছেন, তার-তবাসীদের বস্ত্র দানার্থ । এদিকে আবার মাগ্গেফোয়ার কায়মনো-চিত্তে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টকে লইয়া মহা টানাটানি করিতেছেন যে যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে আমাদের অন্ন না উঠে : যাহাতে অন্য কোন জাতি ভারতের মুখারত করিতে না পাবে । এই সকল দেখে শুনে নিশ্চয় ভাবতবাসীরা মহা আউষ্যের সহিত দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সভা করিতেছেন, উন্নতি সাধন করিব, স্বজাতীর মুখোজ্জ্বল করিব, দেশের কুসংস্কার দূর করিব । এইরূপ যে যেখানে যে ভাবে আছে সে তাহা ব মধ্যেই নুই এক বার চতুর্ভাষ ছাপাই হাত দেখাইয়া বাহাদুরী করিতেছেন । এমন কি পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্ত্র উন্নতি শব্দের সহিত মিলিত হইয়া তখন হইয়া গিয়াছে । সুখের কথা বটে । উন্নতি শব্দটী কেমন মধুময়, ইহাতে লোকে আশঙ্কিত হবেনা কেন ? সভ্যজাতি মাত্রেই উন্নতি হইতে বাসনা, এবং আন্তরিক যত্ন থাকিলে হয়েও থাকে ?

ইহা স্বীকার্য যে স্বাধীন আমেরিকা বাসীরা উন্নতি বলিয়া

মহা উৎকণ্ঠিত এবং তাঁহাদের হওয়াও কর্তব্য । কারণ তাঁহারা উচ্চবনা, উন্নতবোদ্ধা, প্রচুর, বলশালী, ঐহিকজিত ধর্ম্য দীক্ষিত, দ্যুত প্রতিভা, প্রভূত অর্থশালী এবং স্বাধীন, সুতরাং তাহাদের উন্নতি দ্বারা গোলা, মনে করিলেই কায়ে পরিণত করিতে পারেন এবং সুযোগে কেন না করিবেন : “মার হাতী লোট ভাণ্ডার,, একথা বলিবার তাবৎ উপকরণ তাঁহাদের বর্তমান আছে, তবে ছাড়িবেন কেন ! তাঁহাদের সবই ঐহিকক সকলই উগ্রমুষ্টি বিশিষ্ট সুতরাং কাহ্ন তরুণ ! ইচ্ছা ও তদনুযায়ী তাঁহাদের সকল কাহ্নই সম্ভবে ।

মাগেফটার ও কিছুতেই কম নহ, প্রচুর অর্থ ও প্রধান সহায়, প্রশস্ত মন, একাগ্র বুদ্ধি, এবং রাজদণ্ডে সুতরাং তাঁহারা কেন চেটান করিবেন ! বাহাদের পাঠ্য বীর রসাম্পদ কাব্য, আলোচনা, বিজ্ঞান, খাদ্য একপ্রকার অপক মাংস, পর্বতের জিন, রাসস্থান বলজনাশীর্ণ নগর, তাঁহারা কেন উন্নত হইতে চেটান করিবেন । বাহাদের ধর্ম্য তেজোময়, বুদ্ধি প্রতিভাময়, প্রতিভা, পৃথিবীরয়, তাঁহারা কেন আশ্বেষ্যতিতে বিরত থাকিবেন, আমার বলিতে বাহাদের সব আছে তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট থাকাই কাপুরুষত । এপ্রকার সুবিধা বাহাদের তাঁহাদের সমুদায় যত্নই যে কাম্যকারী, উহা সর্ববাদী সম্মত ।

কিন্তু বঙ্গবাসিগণ ! তোমরা এত ছুটাছুটি করিয়া ক্ষুদ্র জীবনের অস্পৃদ্ধির ক্ষয় কর কেন ? তোমাদের কি আছে ! তোমরা আশৈশব যাহা ২ দেখিয়া আশিতেছ এবং যাহা করিতেছ তাহার একটীও উন্নত প্রকৃতি নহে, সমুদায়ই অধোগতি ও নির্দান মূলক, তবে তোমাদের উন্নতি হইবে কিমে ? তোমাদের পাঠ্য শাস্তি রসাম্পদ কাব্য, আহার্য অতি লঘুপাক তণ্ডুলকণা, ধর্ম্ম অহংরহ সংস্কার ইব্রাগোয় উপদেশ দিতেছে, বাণিজ্যের মধ্যে

তোষামূলই প্রধান, তোমাদের উন্নতি কিসে হইবেক, তোমরা ভালবাস কোকিল কুজন, সহস্রমুখে ব্যাখ্যাকর মলয় সমীরণের; অতি সামান্য কারণেই মহা আত্মলাভিত হও, কাষে কাষেই তোমাদের উন্নতির আশাও আকাশ কুসুম সদৃশ, তোমাদের শরীর বায়ুভরে হেল্পেড়ে চাঁপাকুলের গন্ধে মস্তিষ্ক আন্দোলিত হয়, কাক, বিড়াল, প্রভৃতি পশু পক্ষীদিগের রবে অমঙ্গল আশঙ্ক কর, স্ত্রুতরাং তোমাদের উন্নতিও তদনুযায়ীণী, তোমরা অপ্পেই হাঁস, অপ্পেই কঁাম, অপ্পেই রাগকর, আবার অপ্পেই খাম, সবই নীষ নীষ, সকলই সাধারণ কারণে উদয়, সাধারণ কারণে লয়, এ অবস্থায় কার কবে উন্নতি হইয়াছে? অব্যবস্থিত চিন্তাশালীদের কোন কার্যাই দৃঢ়তর নহে। আজ একজনের প্রতি কোন কারণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একজন প্রধান সূহৃদের মত বিবেচনা করিলে কাল আবার অন্ত্রকোন লোকের নিকট তাহার একটু বিকলচিত্তের কথা শুনিয়াই একেবারে তাহাকে দশহাত জলের নীচে নামাইলে; কিন্তু বিবেচনা করিলেন যে এটা কতদূর লভ্য; এই প্রকার যাহাদের ক্ষমতার চঞ্চলতা তাহারা যে কোন বিষয়ের উন্নতি করিবেনক আদৌ তাহাই স্থির করিতে পারেননা; যখন কিসে উন্নতি হইবে তাহা স্থিরকরা এবং দৃঢ় হইয়া তাহার হিতাহিত বিবেচনা করা যাহাদের ক্ষমতাভীত তাহারা যে কেন উন্নতি বলিয়া পাগল হয় এই আশ্চর্য্য। ছোকে সাধারণ কথায় মলে “মাথানাই তার মাথার ব্যথা, বাজালিদের তাই, বাজালিদের ভাল নাই তরওয়ার নাই খামচা মারেজ”, এইটি স্থির করে তাহারা মনে মনে নানা প্রকার সন্শোধ করেন। একথা তাহারা বলিতে পারেন যে কাঠবিড়ালেও সাগর বেষ্টিত ছিল? আমরাত প্রত্যেকে ৩৥ সাড়ে তিন হাত মনুষ্য এবং বিজ্ঞাবুদ্ধিও কিঞ্চিৎ আছে, তাহা ঠিক, কিন্তু মন কোথায়? যদি বল, মন ভিন্ন

কি চেতনের জীবন সম্ভবে? তাওটুক, মন আছে এবং মনের কার্যকারিতা ক্ষমতা ও যৎকিঞ্চিৎ আছে কিন্তু সেই ক্ষমতার দ্বারা যে অল্প উন্নতিশীল জাতির সমকক্ষ হইতে চেষ্টাকরা সেটা দুরাশা মাত্র ।

সম্প্রতি বঙ্গবাসীগণের যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহারা যে প্রকার চেষ্টাই কেন না করুন, তাহা সুসিদ্ধ হইবে না । এখনও বাঙ্গালীদের সে সময় উপস্থিত হয় নাই । এখনও বাঙ্গালীদের তেমন অবস্থা ঘটে নাই যে, দুই একটা মুখের কথা বিতরণ করিয়া জগৎ কিনিতে পারেন । যেসকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইলে বঙ্গবাসীদের উন্নতি হইবে, অজ্ঞাপিও সেসকল সামগ্রীর অভাব ঘটে নাই । যখন বাঙ্গালীরা পাষাণে বুক, কপাল, কুটিয়াও একমুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে পারিবে না, যখন দাসানু-দাসহ গ্রহণ করিলেও রজতখণ্ড দেখা ভার হইবেক, দিবারাত্রি সমান পরিশ্রম করিয়া শরীরের রক্ত জল করিলেও, সন্তোষের সহিত উদর পূর্ত্তি হইবে না; লজ্জা নিবারণ করিতে যে সময়ে রন্ধের বস্কক পাওয়াও কষ্টকর হইবে, তখন মনে করিলে বাঙ্গালীরা উন্নতি করিতে পারিবে । যখন ক্ষুধা, তৃষ্ণার কাতর হইয়া জীবনকে দুঃস্বপ্নবোধ হইবেক, যখন সভ্যতার অনুরোধে, অনাবশ্যক বিষয়, আর আবশ্যক বলিয়া বোধ থাকিবে না, যখন অল্প উন্নতিশীল জাতি হের, যখন ইতর জঙ্গল জাতী বলিয়া ঘৃণা করিবেক, সেই সময়ে ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালীরা উন্নতি করিতে পারিবেক ।

সে দিনের অনেক দিন বাঁকি, এখনও স্বচ্ছন্দে দাসত্ব পাওয়া যাইতেছে, এখনও দুইবেলা অমায়ামে আহার্য্য মিলিতেছে; এখনও সকল স্থানে ছায়াবাজির পুতুলের মত মাচ্চ রহিয়াছে; এখনও কলমবাজিতে যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে; এখনও জাতীয় গৌরবে হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে; সুতরাং উন্নতির

কাল উপস্থিত হয় নাই। যখন কেড়ে, ছিঁড়ে খেতে পারিবে, আস্ত্রপার বোধ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবেক, মান, অপমান, স্বর্প নির্য্যোকে মত ত্যাগ করিতে পারিবে, তখন উন্নতির চেষ্ঠা করিও ন হজেই সিদ্ধকাম হইতে পারিবে !

দৃঢ়তাই উন্নতির মূল, বঙ্গবাসিগণ ! তোমাদের দৃঢ়তা কোথায় ? তোমাদের সৰ শিখিল, আহাৰ্য্য, পরিধেয়, মন প্রাণ শবীর, সমাজ বন্ধন, জাতী তোমাদের আপনার বলিতে যা কিছু আছে তাবতই শিখিল, তাবতই কমজোর, বিসে তোমরা। এই যৎসামান্য উপকরণে একটী প্রকাণ্ড কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে ইচ্ছা কর ? যে দেশের লোক, কোকিলের ডাকে ব্যাকুল হয়, কুবুরের শব্দে ভীত হয়, টিক্‌টিকিতে যাদের গতি বন্ধ করে ; সেদেশের আবার উন্নতি ? সেদেশের লোকের আবার চেষ্ঠা ? রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ লইয়া, যে দেশে মহা ঘেঁষভাব রমেছে, মেঘ গর্জনে যে দেশে বিজ্ঞার চৰ্চ্চা বন্ধ থাকে ; অন্তের জলস্পর্শে যে দেশের লোক অশুচি হয় সে দেশের আবার উন্নতি কি মুণ্ডুর কথায় হয় ? তা হবার যো নাই ? সে এক প্রকার স্বতন্ত্র বেগ, স্বতন্ত্র শিক্ষা ; এপ্রকার মৃতপ্রবাহে তার কিছু হইবেনা। একথা স্বীকার্য্য যে, তোমরা অনেক জান, কিন্তু আবার একথাও স্বীকার্য্য যে কিছু বোঝেনা ; যেমন সেতার শিক্ষা আরম্ভ করেই প্রথমে যে গান বাজাতে আরম্ভ করে, তাহার যেমন হৃদয় তন্ত্রী সহিত সেতারের মিল থাকে না, তোমাদেরও তাই, তোমাদেরও হৃদয়ের সহিত কোন বিষয়ের মিল নাই ; যাকিছু বাহিরে, ভিতরে সব আবর্জনা পরিপূর্ণ, তোমরা ডাকের সাজের প্রতীম, সম্মুখে বেশ সজ্জিত পিছনে খড়, দড়ি। তোমরা ষোড়াসুতায় বুনান, দেশি কাপড়ের মুখপাত ; কিন্তু ভিতরে জেলা ফেলা। এই ভাব দূর হইয়া যখন তোমাদের সকলদিক্ ; অর্থাৎ ভিতর বাহির সব সমান, সব নিটোল

হইবেক তখন উন্নতিও হইবে। যখন একজনের দুঃখে সকলের চক্ষে জল পড়িবে, যখন একের ক্ষুধায় সকলের শরীর অবসন্ন হইবে; যখন একের বিপাদে সকলের হৃদয় বিচলিত হইবে, তখন অল্প চেষ্টায় মহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। অতএব এখন স্থিরচিত্তে এই প্রাণায়াম শিক্ষাকর যে, একদুঃখে যেন সকলে কঁাদি; একস্থখে যেন সকলে হৃদয় খুলে হাসি। আর ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা কর যে একস্থত্রে সকলের মন গোঁথা হউক, সকলের হৃদয়ে এক প্রকৃতির প্রবাহ প্রবাহিত হউক। ইহাভিন্ন অন্য উপায়ে কিছু হইবে ন।

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত।

অমর। সঙ্কটজন্যে প্রকাশ করিতেছি, জীযুক্ত বাবু কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার প্রণীত “ ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের , এক খণ্ড অমাদিগকে স্নেহোপহার প্রেরণ করিয়াছেন। কৈলাশ বাবুর গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা করিতে আমাদের অধিকার আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না, স্মরণ্য এ গ্রন্থবে তাঁহার গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা করিতে অমরাকান্ত রহিলাম। কিন্তু তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে, “ ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত , পাঠ করিয়া অমর। সন্তুষ্ট হইয়াছি। অমর। এই উপলক্ষে আরও দুই একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না।

আমাদের মাতৃভাষা এবং আমাদের শিক্ষা দীক্ষা কেবল নভেল নাটকে পর্য্য বসিত হইলে, ভাষা অর্থ করি এবং আমরা অন্তঃসার সম্পন্ন জীব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না।

* জীকৈলাশ চন্দ্র সিংহ প্রণীত কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য আট আনা।

ভাষার পরিবর্দ্ধন ও জীবনী শক্তির সহিত জাতীয় জীবনের পরি-
বর্দ্ধন ও জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হয় । আমাদের ভাষা যেমন নিশ্শেষ-
কোমল অথবা প্রকৃতিকা, আমরাও তদ্রূপ নিশ্শেষ-কোমল অথবা
প্রকৃতি সম্পন্ন জীব । ভাষার ক্রিয়াক্রির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের
জাতীয় জীবনের কার্যকারী কঠোর বৃত্তি সকল পরিচালিত হওয়া
নিতান্ত আবশ্যিক । কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, আমাদের ভাষায়
এমন কিছু নাই যাহা পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয় নিহিত অমূল্য
শক্তি নিচর কঠোররূপে পরিচালিত হইতে পারে তদ্রূপ কঠোর
বৃত্তি পরিচালনার প্রকৃত উপায় বিধান হইতে পারে এমন কিছু
করিতে হইলে, আমরা এইক্ষণ রূত বিদ্যা সমাজ হইতে কি প্রার্থনা
করিতে পারি ? জগতে যখন যে জাতি প্রকৃত উন্নতির পথে
পদাৰ্পণ করিয়াছে যে জাতীয় ভাষা সমধিক অর্থকরী ও জীবনী
শক্তি সম্পন্ন হইয়াছে, সেই জাতীয় মধ্যেই সাহিত্য এবং বিজ্ঞান
এই উভয়েরই বহুলতা দেখিতে পাওয়া যায় । যে সাহিত্যে
মনুষ্যকে দেবতা করিতে পারে, যে বিজ্ঞানে মনুষ্যের আত্মাকে
সত্যের সুধাময় জ্যোৎস্না ধৌত করিয়া আকাশের মত পরিসর
করিতে পারে, তদ্রূপ সাহিত্য বিজ্ঞানের সমান আলোচনা ব্যতীত
জগতে কোন জাতি, কোন কালে উন্নতির প্রস্তুত বক্ষে অবধে
বিচরণ করিতে পারে নাই, এইক্ষণ পারিতেছে না এবং কখনও
পারিবেও না । বিজ্ঞানে সমাজের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা সংস্কৃত
হয়, সাহিত্যে জাতীয় প্রোত সংযত করিয়া এক অপূর্ব পথে
প্রবাহিত করায়, বিজ্ঞানে সমাজকে গঠন করে, সাহিত্যে সেই
গঠিত মূর্ত্তিকে বিবিধ অমূল্য অলঙ্কারে সজ্জাইয়া দেয় ; নহিলে
মূর্ত্তিপ্রতি আশক্তি জন্মে না । বিজ্ঞানে মনুষ্যকে অত্যাশ্রিত প্রদে-
শের অতি দুর্গম বস্ত্রে বিচরণ করার সাহিত্যে সেই আতপতাপে
পরিক্রান্ত, পথিকের মস্তকে শীতল স্বর্গীয় সুধা শিঞ্জন করিয়া

শক্তিমান বরে; নাহলে বৈজ্ঞানিক চোখে পাতেন না, কিয়দূর গমন করিয়াই উন্মাদ হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। বিজ্ঞানে চিন্তার অনন্ত উৎসাহে নইয়া গিয়া সংস্কৃত হুলাইয়া দেয়, কোনদিকে কি করিতে হইবে তাহার স্থিরতা থাকে না, যে দিকে যাও কোন দিগে ভাল পাওয়া যায়না, তখন সাহিত্য মন্ডের সঙ্গী হইয়া মধুর বাক্যে পথ প্রদর্শন না করিলে, বৈজ্ঞানিক স্থির থাকিতে পারেন না। বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্যের এতই নিকট সম্বন্ধ যে, একের অভাবে অপরের কার্য্যকারী ক্ষমতা লোপ হইয়া যায়। স্মরণ্যে আত্মাকে উন্নত করিতে হইলে, সমাজকে কার্য্যকারী শক্তি পুমান করিতে হইলে, এবং ভাষাকে জীবন্ত করিতে হইলে, সাহিত্য বিজ্ঞান উভয়েরই আবশ্যক। আমরা কৃত বিদ্যা সমাজ হইতে এই উভয়ের জন্মই পুথনা করি।

সাহিত্য বিজ্ঞান অতি রহৎ ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। এরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ কোথায় হইবে? ইতিহাসের বিশাল বক্ষে ইহার ভিত্তি মূল সংস্থাপন না করিলে, মূল দৃঢ়তর হয় না। ইতিহাস ভূত ভবিষ্যতের একমাত্র কীর্ত্তি নিকেতন। স্মরণ্যে সাহিত্য বিজ্ঞানের মূল প্রবর্তক। আমাদের ভাষায় সাহিত্য বিজ্ঞান এবং ইতিহাস এত দিনেরই অভাব। আমাদের উন্নতিব কথা এখনও অতিদূরে। আমাদের যাহা হইবার তাহা একবার হইয়া বহিয়া গিয়াছে। এইক্ষণ আমরা নিতান্ত শিশু আমাদের ভাষার নিতান্ত শৈশবাবস্থা। এ অবস্থায় আমরা আপন ক্ষমতার যতদূর উল্কে উঠিতে পারি ততদূরই ভাল। অত্বের দেখিয়া বোমি আশ্চর্য্য করি—অতুল্য উঠিলে আমাদের নবীন শৈশব কোমল পক্ষ ব্যথিত হইবে। স্মরণ্যে আমাদের অবস্থা সর্বদা স্মরণ করিয়া চলি উচিত কৃত বিদ্যা নদীপে ইহাও একটা প্রার্থনীয়। আমরা এইক্ষণ দীন দরিদ্র; অত্বের দ্বারে ভিক্ষা

করিলে, দরিদ্রের তাহাতে লজ্জা করিবার কারণ নাই। আমাদের এক্ষণে নিজের বলিতে কিছুই নাই, অশ্রুদীর্ণ রক্ত ভাণ্ডার হইতে ধীরে ধীরে রক্ত সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করুন, তাহাতে অপমান বোধ করিতে নাই। আমাদের কিছুই নাই, তবু যাহা আছে, তাহাই লইয়া ক্রীড়া কোঁতুক করায় হানি কি? দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরইত স্বভাবিক, — অট্টালিকা সাজিবে কেন? বঙ্গীয় কৃতবিদ্যা! অপনারা এখন এ অবস্থার উন্নতি, উন্নতি করিয়া চিৎকার করিবেন না, এই ভগ্ন কুটীরে বসিয়া যখন দেখিবেন প্রাসাদ বাসিকে পদতলে আনিতে পারিয়াছি, তখন উন্নতির কথা মুখে আনিবেন, তখন ভাষা পূর্ণাবয়ব ধারণ করিবে। সামান্য তরঙ্গে অঙ্গ চ্যুত হইবে না, তখন নভেল নাটক লিখিবেন।

এখন কৃতবিদ্যা! আপনি তদ্রূপ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্ত একটু কঠোর অনুষ্ঠান করুন। কঠোর কামনা সুসিদ্ধ করিতে হইলে একটু কঠোর সংকল্পও চাই। সেই অনুষ্ঠানের মূল অতৃপ্তি, আত্মানু সন্ধান এবং আত্মশাসন, সেই সংকল্পের মূল আত্ম সংযম, আত্ম প্রসাদ, আত্ম বিনিময় এবং আত্ম বিসর্জন। এই সকল ঘটিলে হয়তঃ কখনও আমাদের জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণতা এবং ভাষার সজীবতা সম্পাদিত হইবে।

এইক্ষণ আমরা সকল দিকেই অপূর্ণ ব্যবহার। আমাদের চক্ষু ফুটে নাই, কর্ণের শ্রবণ শক্তি জন্মে নাই, চক্ষু কর্ণকে সজীব করিতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য সর্বোপায়ে আবশ্যিক। তদ্রূপ ইতিহাস আমাদের নাই। আমাদের এই অভাব দূর করিবার জন্ত যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই যত্নবাদের পাত্র হইবেন। যে সকল মহাত্মারা মাতৃভাষায় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া স্বদেশের কল্যাণে উপকার করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য যত্নবাদের পাত্র। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তাঁহাদের সংগৃহীত ইতিহাসের দ্বারা

শাসনরূপকল পাওয়া যায় না। আমাদের যেরূপ অবস্থা এ অবস্থায় ষাটশ ইতিহাসের আবশ্যক, তদ্রূপ ইতিহাস লিখিতে কেহই পুরুষ্ট পরিমাণে মস্তিষ্ক চালনা করেন নাই। ইতিহাস কেবল রাজ চরিত্র মাত্রে পর্য্য বসতি হইবে, এমন কথা নহে, ইতিহাস জাগতিক ঘটনা মাত্রেরই আধার স্বরূপ। তদ্রূপ ইতিহাস লিখিতে আমাদের দেশের কয়জন মহাত্মা চেষ্টা করিয়াছেন? অগ্রে আপনার, তারপর পুতিবাসীর, তারপর স্বদেশের ও স্বজাতীয় সাধারণের; শেষে ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন জাতীগত ঘটনা লইয়া ইতিহাস লিখিতে হয়। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা ভারতের ইতিবৃত্ত লিখিবার পূর্বে জগা ভূমী বঙ্গের ইতিবৃত্ত লিখা আবশ্যক! এই ভারত এই বঙ্গ আজ না হয় পথের কান্দালিনী হইয়াছে, এক দিন ইহা জগৎ গৌরব রূপিনী রত্ন পুস্বিনী বলিয়া পরিচিতা ছিল। ইহার গর্ভে কত রত্ন জন্মিয়া, কত বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা ঘটয়া কালের অনন্ত আবর্তে আপনি আপনি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কে জানে? সেই সকলের উদ্ধার সাধন না করিয়া বিদেশীয় ও বিজাতীয় রাজ চরিত্র মাত্র অনুবাদ করিলে বাসক শিক্ষার উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু পুরুত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। আমরা যেরূপ ইতিবৃত্তের প্রয়োজন স্বীকার করি তাহার জন্ত আয়ত্ত্ব মহাশয় ও পণ্ডিতবর রামদাস সেন মহাশয় সকলের অগুণী। অত্যাচ্ছ কয়েক ব্যক্তিও আমাদের লক্ষ স্থল, তন্মধ্যে ‘ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত’, পুণেতা কৈলাশ বাবু একজন।

‘ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত’, আমাদের সমধিক আদরের সামগ্রী! ত্রিপুরা আমাদের গৌরব চিহ্ন, এই জন্ত বিবরণাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিব।

“চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ নির্ণয় করা নিতান্ত শ্রুষ্টিম। বৈবস্বত মনু একবংশের পিতামহ, অন্যবংশের মাতামহ। মনুপুত্র ইন্দ্রাক্ষ

সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ । মনু কন্যাও বুধের সহধর্ম্মিনী ইলা চন্দ্র-
বংশের আদিমাতা । মনু হইতে সাতারজন নৃপতির পর রামচন্দ্র
প্রাহ্লভৃত হন । বুধ হইতে বুদ্ধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ৫৪ পুরুষ দেখা যায়-
তেছে । বুদ্ধিষ্ঠির খবিগণের নিকট “রামোপাখ্যান”, অতি
প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া অবগ করিয়াছিলেন । ইহা দ্বারা স্পষ্ট
প্রতীত হইতেছে, রামচন্দ্র বুদ্ধিষ্ঠির বহুকাল পূর্বে আবির্ভূত হন ।
কিন্তু পুরুষাবৃত্তে গণনা করিলে এই উল্লি কোনমতে সত্য
বলিয়া নির্ণয় করা যায় না । আর একটি আশ্চর্য্যের
বিষয় এই যে প্রাচীন সময়ের সমস্ত উপরোক্ত ২ টি বংশ হইতে
সমুৎপন্ন বলিয়া লিখিত আছে । এটি কেবল ভ্রান্তবোধ নহে ।
ইজিপ্ট চীন তাহার প্রভৃতি দেশে প্রাচীন রাজবংশ সকল ও চন্দ্র
সূর্য্য বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন । সকলে অবগত আছেন,
মিথিলাপতি জনক শ্রীরামচন্দ্রের স্বশুর । ইক্ষ্বাকুর অন্যতর
পুত্রের বংশজ চতুর্বিংশতি নৃপতি জনক । কিন্তু ইক্ষ্বাকু হইতে
সাতার নৃপতির পর রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা পূর্বেই
উল্লেখ করা হইয়াছে ।

ত্রিপুরার রাজ মালারমতে যযাতির ঔপ্যোক্ত ত্রিলোচন বৃদ্দি-
ষ্ঠিরের রাজত্ব কালে হস্তিনার উপস্থিত হইয়াছিলেন । ওদিক
যযাতি হইতে বুদ্ধিষ্ঠির পর্য্যন্ত গণনা করিলে ৫০ পুরুষ হয় ।
ইহাতে দেখা যায় যে ত্রিপুরার চতুর্থ নৃপতি পৌরব বংশের
পঞ্চাশত্তম নৃপতি সম সময়িক । পৌরবেরা যে অস্পৃশ্য হইয়া
ছিলেন, তাহাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না । কারণ পুরাণে
দেখা যায় যে সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ অপেক্ষা পৌরবেরা সক-
লেই দীর্ঘায়ু হইয়া ছিলেন । বিশেষত পৌরবেরা অস্পৃশ্য হইলেও
ত্রিপুরার প্রত্যেক নৃপতি যে ১৬ জন পৌরব নৃপতি হইতে অধিক
আয়ু লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না ;

কিন্তু ব্রহ্মবংশ দ্বিযুগ্মিতম উত্তর পুরুষ রামচন্দ্র ব্রহ্মবংশ প্রাপ্যত্র
 যাবৎসম সম কালিক-ইহা বিশ্বাস করিলে আমাদের এই আপত্তিটি
 মহাজ্ঞেয় মীমাংসা হইয়া যাব। আমবা প্রবাদের উপর নির্ভর
 করিব; তথাপি এ যুক্তিটি বিশ্বাস করিব না। দুই বংশের আদি
 পুরুষ দুইটি পুরুষ যযাতি হইলে আমর কোন গোলে পতিত
 হই না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে একটি বিমদন্তী আছে। সেটি
 বিশ্বাস করিলে আমাদের উত্তর দিক বন্ধ হয়। উক্ত বিমদন্তী
 অসমার একই যযাতি উত্তর বংশের আদি পুরুষ; ত্রিলোচন
 যুগ্মিত্বের সম সাময়িক ত্রিপুরা ব্রহ্মবংশ পুত্র নহেন, কেবল উত্তর
 পুরুষ মাত্র। ব্রহ্ম হইতে দ্ব্যত্রিশ নৃপতির পব ত্রিপুরা সিংহা-
 সনে আরোহণ করেন। আমর এই প্রবাদের উপর নির্ভর
 করিয়া বংশাবলিতে অঙ্গপাত করিলাম। তবে যযাতির এক
 পুত্রের পঞ্চত্রিশ উত্তর পুরুষ অনন্তর পুত্রের চতুঃপঞ্চাশ উত্তর
 পুরুষের সাময়িক হইতে পাবেন। জনকরাজ কৃষ্ণধ্বজক বংশ-
 স্ত্রের সম কালিক বলিলে ত্রিলোচনকেও যুগ্মিত্বের সম কালিক
 বলা যাইতে পারে। রাজপুত্রের বিপ্যাত বংশগুলি যেকুণ
 যুক্তি দ্বাৰা চন্দ্র ও সূর্য্য বংশজ বলিয়া স্থিরকর হইতে, যদি
 তাহা বিশ্বাস্য হয় তবে ত্রিপুরা পতিগণও যে চন্দ্রবংশজ তাহা
 যুক্তকণে স্বীকার করা যাইতে পারে। যাহা হউক চন্দ্র সূর্য্য বংশ
 লইয়া বাদান্তবাদ কর। আমাদের উদ্দেশ্য নহে, ত্রিপুরার রাজবংশ
 অতি প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করাই আমাদের অভিপ্রায়।

ইহা একরূপ নিশ্চিত, যে ত্রিপুরাপতি ত্রিলোচন রাজেন্দ্র
 যুগ্মিত্বের সম কালিক। ইন্দ্রপ্রস্তের সিংহাসনে যুগ্মিত্ব হইতে
 পৃথুরাজ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বংশজ হইলেও ক্রমে ১০০ নৃপতি
 অভিষিক্ত হইয়াছেন। উদ্ সাহেবের পুস্তকে ইহা প্রমাণিত
 হইয়াছে এই ১০০ নৃপতির রাজত্ব কাল ২২৫০ বৎসর স্থির হই-

গাছে । তাহাতে প্রত্যেকের রাজহ কাল গড়ে ২২। মাড়ে বাইশ
বৎসর হইতেছে । রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে, যুধিষ্ঠির
পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক সময়ে একটি শাক প্রচলিত করিয়া যান ।
যুধিষ্ঠিরের পুত্রলিত ১১২৩ অব্দে বিক্রমাদিত্য সসৎ প্রচলিত করেন ।
পরীক্ষিতের রাজ্যাধিকার হইতে বর্তমান সময় গণনা করিতে হইলে,
যুধিষ্ঠিরের অব্দের সহিত সসৎ যোগ করিতে হইবে । ত্রিপুরাপতি
ঈশানচন্দ্র (১৮৬২ খ্রঃ) ১৯১৮ সম্বতে পরলোক গমন করেন
ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই গণনা দ্বারা পরীক্ষিতের সিংহাসনে
আবোধন পর্য্যন্ত ৩৪১ বৎসর হইতেছে । এই সময় মধ্যে ১৩৫ জন
হুপতি ত্রিপুরার সিংহাসনে উপবেশন করেন । তাহাতে ইহাদের
রাজহ কালও প্রত্যেক গড়ে স্থানান্তরিত মাড়ে বাইশ বৎসর
হইতেছে । দ্বিতীয়তঃ রত্ন মাণিক্যের সময় হইতেই ত্রিপুরায় মুসল-
মান দিগের সংশ্রব ।

একদিকে যেমন পুণ্ডরাজ পর্য্যন্ত ধরা হইয়াছে, অপর দিকে
আমরা তেমনই রত্নমাণিক্য পর্য্যন্ত ধরিলাম । যুধিষ্ঠির হইতে
পুণ্ডরাজ ১০০০ তম হুপতি ; ওদিকে ত্রিলোচন হইতে রত্ন মাণিক্য
৯৮ তম হুপতি । রত্নমাণিক্য ১২০৯ খ্রষ্টাব্দে সিংহাসনে আবো-
ধন করেন । এই সামান্য অসামঞ্জস্য মর্তব্য নহে, তাহা আমরা
পূর্বে দেখাইয়াছি । ত্রিলোচন হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যে
রাজাবলি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় ত্রিপুর রাজবংশ
অতিপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই সঙ্কোচিত হইবেন না ।
মহাভারত যদি যথার্থই মহাস্মৃতি । বেদব্যাস কর্তৃক লিখিত হইয়া
থাকে, তবে আমরা ইহা বলিতে পারি, ভারতে যে সকল রাজ্য
এবং রাজবংশের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা বেদব্যাসের
পূর্ব্বে তন । মহাভারতে দুই স্থলে ত্রিপুরার উল্লেখ আছে । প্রথম,
যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কালে পাণ্ডবগণ কর্তৃক ত্রিপুরা পরাজয় ;

দ্বিতীয় যোয যাত্রা পরীক্ষাধায়ে দুর্জোধন সেনাপতি কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা পরাজয় । ইহা ভিন্ন পাঠ মালা গ্রন্থেও ত্রিপুরার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

ভারতের রাষ্ট্রবিপ্লবে কত রাজ্য লয় হইয়া, কত অভিনব রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে । যে অবস্থাতে থাকুক, ত্রিপুরা সেই সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে । মুসলমানেরা ক্রমাগত ৫০০ শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাহার পর আপনাদিগের রাজ্য ফেনি নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া ছিলেন । কেবল ত্রিপুরা পতিগণের বাহুবল প্রত্যবেই তাঁহারা এতদিন ত্রিপুরার অভ্যন্তরে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই । ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুর কামার জগৎ রামের কুচক্র ত্রিপুরা মুসলমান সন্তান দ্বারা দখল হইল অর্দ্ধ স্বাধীন অর্দ্ধ পরাধীন হইয়াছে । তাহার পূর্বে ত্রিপুরাধিপতিগণ কখনও মুসলমানের অধিনতা স্বীকার করেন নাই ।

সচরাচর বহু ভাষায় আমবা যে সকল গ্রন্থ অবলোকন করিয়া থাকি, তদন্থে কুন্তিবাস বিবচিত রামায়ণ ও চৈতন্য চরিতামৃত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন । এই গ্রন্থ দা ও ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হয় নাই । কিন্তু ত্রিপুরার রাজমালা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ।

রাজবংশের বিবরণ ।

ত্রিপুরার রাজবংশের আচার ব্যবহার ও বিবাহাদি সম্বন্ধে আমাদের সম্বন্ধানুসারে কিছু লেখা উচিত । স্বাৰ্দ্ধভট্টাচার্য্য রত্ন-নন্দন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই । ত্রিপুরার জজ্ কাউল সাহেব লিখিয়াছেন, ত্রিপুরার রাজবংশে দুই প্রকার বিবাহ অর্থাৎ প্রচলিত আছে ।

আমর সাহেবের কথার অনুমোদন করিতে পারিনা । আমাদের বিবেচনার ত্রিপুরার রাজবংশের বিবাহ প্রণালী সকল নিশ্চয়রূপে লোকসমাজে প্রকাশ করা যায় না । কারণ কোন হিন্দু পরিবারে বর্তমান সময়ে এতপ্রকার কুপ্রথা আমরা দেখিতে ছিনা । আমরা মহাভারতে সেকালের রাজগণের বিবাহাদি বিষয়ে যেরূপ অবৈধ ব্যবহার দেখিতে পাই, ত্রিপুরার রাজবংশে আজও সেই প্রকার অনেকগুলি প্রথা দেখিতেছি । ভারত কার মহাত্মা ব্যাস একটি অবৈধ কার্য লিখিতে গিয়া দৈববাণী বৈদেবদেশে অথবা একটি অলৌকিক কারণ নির্দেশ পূর্বক দোষগুলি সচ্চদয় সারিয়া লুপ্ত-ছেন । আমাদের ত্রিপুরা পতিগণ “স্বৈচ্ছাচার”, ধর্মের বলে সে সকল সারিতেছেন । যাহা হউক আমরা যখন বিবাহ প্রণালী লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আমরা হৃদয়পক্ষে হিন্দু প্রকার বিবাহ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিনা । যথা ব্রাহ্ম, শাস্তি গৃহীতা, ও ক'ছবা । কাউল সাহেব প্রথম দুটির উল্লেখ করিয়াছেন । তৃতীয়টি তিনি বিবাহ মধ্যে পরিগণিত করেন নাই । কিন্তু আমরা কোন মতেই কাউলের মত ভ্রমশূন্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ত্রিপুরার রাজবংশ যখন কোন বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তখন দেখা যাইতেছে, একজন অন্যকে পরাজিত করিবার অভিলাসে কাছুরার পুত্র বা অবৈধ পুত্র বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন । এবং সে সময়ে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে স্ব স্ব মত সমর্থনোপযোগী প্রমাণাদি প্রয়োগ করিয়াছেন । কাউল সাহেব অতি ভরানক সময়ে ত্রিপুরার রাজবংশে দুইটি বিবাহ প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্বিরোধ সময়ে অনুসন্ধান করিলে রাজবংশের আচারাদি যাহা নির্ণয় করা যায়, তাহা অপেক্ষা বিরোধের সময়ে প্রকাশিত আচার যে সত্য হইবে, ইহা কোন মতেই স্বীকার করা

যাইতে পারেন। আমরা কাছুরাদিগকে রাজপত্নীত্ব পদ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলাম। যখন কাছুরার গর্তজাত সন্তানেরা উত্তরাধিকারিহ সূত্রে পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন এবং কোন কোন কাছুরা অন্যান্য পত্নীগণের ন্যায় স্বামির সহিত অনুমৃত হইয়াছেন, তখন কাছুরাকে পত্নীনয় বলিয়া নির্দেশকর। নিতান্ত অন্যায়। ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়মাদি সকলেই অবগত আছেন। শান্তি গৃহীত। বিবাহ গাক্কর বলিয়া নির্দেশ হইয়া থাকে; পুষ্পমালা বরিবর্তন এবং মন্ত্রপূত শান্তিজলে বর কন্যার অভিষেক কার্য হইলেই এই বিবাহটী সম্পাদিত হইল। কাছুরা বিবাহটীও গাক্কর মতের অংশমাত্র, বর কন্যার ত্বমে পতিঃ ত্বমে ভাৰ্য্য।^{১০} এইরূপ জ্ঞান হইলেই কাছুরা বিবাহ সম্পাদিত হইল। রাজপত্নীগণের কতকগুলি উপাধি আছে, যথা—ঈশ্বরী, মহারানী, মহাদেবী ও দেবী। বংশমধ্যে প্রধান রাজ্ঞী জগদীশ্বরী পদবাচ্য হইয়া থাকেন।

ত্রিপুরার রাজবংশে বাল্য বিবাহ অতি অল্পই দেখা যায়। অধিকাংশ বিবাহই প্রাপ্তবয়স্ক বর কন্যার মধ্যে সম্পাদিত হয়। সাক্ষ্যকারেরা রজোদর্শনের পূর্বে কন্যার বিবাহ না হইলে পিতৃকুল ও স্বশুর কুল নরক গামী হইবে বলিয়া রজবাসি গণকে যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, ত্রিপুরা রাজবংশজগন তাহাতে বিহ্বল হন নাই। তাহাদের অধিকাংশ বিবাহই রজোদর্শনের পরে হইয়া থাকে। রাজবংশে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহও কখন ও কখন হইয়া থাকে।

পূর্বতন ত্রিপুরাপতিগণ শৈব ছিলেন। অল্পদিন হইল নিত্যানন্দ বংশজ গোস্বামিগণ রাজপরিবারে কৃষ্ণমন্ত্ৰের বীজ রপন করিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ত্রিপুরায় বেরূপ নরবলির কথা

দেখা যাইতেছে, ভারতে অল্প কোন প্রদেশে সেরূপ ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। আমাদের বোধ হয়, এই হুশংস ও জঘন্য ব্যবহার আজিও ত্রিপুরা হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে চতুর্দশ দেবতার একটী অর্চনা হয়; ইহাকে “কের পূজা” বলে। এই পূজার সময় একদিন ও দুই রাত্রি ত্রিপুরা বাসিন্দাকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এমনকি হুপতিও গৃহের বাহির হইলে চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজক (চোস্তাই) তাঁহাকে অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। এই পূজার ১৪ দিবস পূর্বে আর একটী অর্চনা হয় তাহাকে “খাচি পূজা” বলে। সে সময় গভীর রজনীতে নরবলি হইয়া থাকে বলিয়া আমাদের সন্দেহ আছে।

রাজচিহ্ন ।

ত্রিপুরার রাজসিংহাসন অতি প্রাচীন কাল হইতে সর্ব-প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যুদ্ধিষ্ঠিরের রাজত্ব কালে ত্রিলোচন তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া একখানি উৎকৃষ্ট সিংহাসন লাভ করেন। প্রাচীন হুপতিগণ যুদ্ধিষ্ঠিরের প্রদত্ত সেই সিংহাসন অধিকৃত হইতেন। বর্তমান রাজাসনটী তাহার প্রতিকৃতি। (১) হনুমান ধ্বজ, (২) দণ্ড, (৩) ধবল ছত্র, (৪) আরঙ্গি, (৫) চন্দ্রবান, (৬) সূর্যবান, (৭) মীন মনুষ্য, (৮) মানব-হস্ত, (৯) তাম্বুল পত্র, এই নয়টী রায়কীয় প্রধান চিহ্ন। এতদ্ব-তীত কতকগুলি উপচিহ্ন আছে। উপচিহ্নের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক রাজচিহ্নও প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেক হুপতির রাজ্যাভিষেকের সময় হুতন যুদ্ধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুদ্ধের প্রথম পৃষ্ঠে কয়েকটী সিংহ ও শকাব্দ। শাক, দ্বিতীয় পৃষ্ঠে হুপতি এবং রাজীর নাম যুক্ত। ঈশ্বরী উপাধি ধারিণী সমস্ত রাজপত্নী

গাণের নামে পৃথক পৃথক মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে । কিন্তু হুপ-
তির নাম এবং প্রথম পৃষ্ঠা প্রত্যেক মুদ্রাতেই একরূপ ।

*** ত্রিপুরাতে একটি শাক প্রচলিত আছে । এই শাকটী
বাস্কালায় প্রচলিত সালের তিন বৎসর পূর্বে প্রচলিত হইয়াছে ।
বর্তমান ১২৮৩ সালে তুপুরা রাজ্যে ১২৮৬ ত্রিপুরায় চলিতেছে ।
কোন হুপতি এই শাকটী প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা
আমরা অবগত নছি ।

ত্রিপুরা জাতির বিবরণ ।

বোধ হয় ত্রিপুরাগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী । কিন্তু
ইহাদের মুখশ্রীতে ককেসিয়ান এবং মঙ্গোলিয়ান উভয় শ্রেণী
মনুষ্যের জাতি সাধারণ চিহ্নগুলি মিশ্রিত আছে । ইহারা
মধ্যমাকৃতি ও সবল শরীর এবং যুদ্ধকার্যে শিখ্ ও গোরখাই
দিগের ন্যায় সুপটু । ত্রিপুরাগণ রাজভক্তি পরায়ন এবং প্রকৃত
আতিথেয় । তাহাদের এক একটি বাটী আমাদের এক একটি
পল্লীগ্রামের ন্যায় । অনেকগুলি পরিবার একত্রিত হইয়া তাহাতে
বাস করে এবং তন্মধ্যে একজন সর্দার পদবাচ্য হয় । ইহাদের
মধ্যে সম্পূর্ণ-একতা আছে । ইহারা সাকার উপাসক এবং নামা-
স্তরে হিন্দুশাস্ত্র প্রসিদ্ধ সকল দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে ।
ইহারা দেব দেবীর নিকট ছাগ, ছাগী, কুকুট, হংস, ভিন্স, বরাহ,
মহিষ, গবর, প্রভৃতি বলিদান করিয়া থাকে । ইহারা হিন্দু ধর্মা-
বলম্বী ভিন্ন অস্ত্র সকলকেই ঘৃণা করে । ত্রিপুরাগণের বিবাহ
প্রায়ই বর কন্যার অভিপ্রায় মতে হইয়া থাকে । এবং বিবাহের
পূর্বে বরকে বিবাহের পণ স্বরূপ তুনাধিক এক বৎসর স্বশ্রমের
সংসারে কৃষিকার্য্য করিতে হয় । ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই ।
বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে । ত্রিপুরা জাতি মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা

আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা সাহেব দিগের ছায় অধিক প্রবল নহে। তাহারা স্ত্রী পুরুষে একত্র হইয়া (জুম) কৃষি কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করে। ইহারা প্রায়ই বৎসর বৎসর বাসস্থল পরিবর্তন করে উপর্য্যুপরি একস্থলে কৃষিকার্য্য করিলে ভূমীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হয়, এই জন্যই তাহারা প্রতি বৎসর নূতন স্থানে বাসস্থল নির্দিষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা নূতন আবাস স্থানের বন, জঙ্গল, দখল করে। পরে (টাকুয়াল) এক প্রকার কাটারির দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত করিয়া ত্র্যতোক গর্তে কাপাস, ধান, আলু, ডাঁট, তরমুজ, চা'ত্রা, প্রভৃতির বীজ একত্রে রোপন করে। পরে যথাকালে শস্ত সংগ্রহ করিয়া পুনর্বার নূতন স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৰ্ণকূটীর নিৰ্ম্মান করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। ত্রিপুরা জাতির বাসস্থান ও কৃষি কার্য্যের নিশ্চয় না থাকায় ত্রিপুরেশ তাহাদিগের দম্পতির প্রতি বার্ষিক রাজস্ব গ্রহণ করেন। অবিবাহিত কিনা পত্নীহীন পুরুষ দিগকে রাজস্ব দিতে হয় না। ত্রিপুরাগণ গৃহনিৰ্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করে। অতরাং বিদেশীয় জাতি গণের সহিত বাণিজ্যাদি বন্ধ হইয়া গেলেও তাহাদিগের কোন বিশেষ আবশ্যক বস্তু জনিত ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। ত্রিপুরা দিগের একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে। কেহ কেহ বলে ভাষাটী পূৰ্ব্বতন ত্রিপুরা পতিগণ তাহাদিগের সহিত আলাপ ব্যবহারের জন্য সৃজন করিয়া ছিলেন। ইহাদিগের কথোপকথন শ্রবন করিলে বোধহয় যেন তাহা সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষা অত্র একটি পার্শ্ববর্তী ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

ত্রিপুরা ভাষা লিখিত ভাষা কি না তাহাতে সন্দেহ আছে কোন কোন প্রাচীন পুস্তকাদিতে বাঙ্গালার সহিত মিশ্রিত একরূপ

অক্ষর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ত্রিপুরার অক্ষর কিনা বলা কঠিন । রাজ্য মালাতে ত্রিপুরা ভাষা বা অক্ষর নৃসিং সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না ।

ত্রিপুরা ভাষার সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষার সকল শব্দ বিকৃত হয় নাই । কতকগুলি নাত্র শব্দ বিকৃত হইয়াছে ।

বাম্বালায় ইতিহাস ।

মুন্সের অঞ্চলের একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটা বিচিত্র জমিদারী আটচালা সংস্থাপিত রহিয়াছে । আটচালায় এক পাশে তিনখানি তক্তপোষ লাগাওভাবে বিস্তৃত - তাহাব উপর তোফা সতরঞ্জের বিছানা বিস্তৃত । একজন মাতীর চিত্র - মগ্ন-বঙ্গ-দেশীয় স্মৃতি ভূবা পুরুষ তরুণের উপবিষ্ট আছেন । তাঁহার বয়স্ক-সীমা বড়বিংশতি বর্ষের মধ্যেই আছে বলিয়া বোধ হয় । তাঁহার মস্তকের তৈলাক্ত-কেশ রাশি নিক্তিধরভাবে সীপি কাটা । নবোদ্ভিন্ন গৌণ-গুহ্ম স্পষ্ট রূপে দেখাও প্রতীক-ম'ন হইতেছে ; এবং তরুণযুক্ত শাস্ত্র-রাজি কপোলে চিবুক অঙ্কা ক'রা লঙ্ঘিত রহিয়াছে ; আর শরীরের বর্ণ কিই গোড় । পরিধান একখানি ইস্ত্রিকরা করা সাদা বিলাতী ধুতি ; অঙ্গে জ'মা প্রভৃতির কোন আড়ম্বর নাই ; ক্রোড়-দেশে একটা ছোট আকারের বেঁটে বালিশ । আর তক্ত-পোষের নীচে একটা আবলুশের জাট লাগান কলি হুঁকা হেলান রহিয়াছে—একটু তফাতে একজোড়া চপ্পনে বাজারের চটা জুতা পড়িয়া আছে ।- বলিতে ভুলিতেছি, যুবার চতুর্দিকে মনু, বাজবল্ক, পরাশর প্রভৃতির সংহিতা গ্রন্থ সকল উদ্ঘাটিত রহিয়াছে ; আশ্রয়-

নীত কান্তকুঞ্জীর ব্রাহ্মণ গণের রচিত গ্রন্থও দুই একখানি আশে পাশে পড়িয়া আছে ।

এখন পরিচয়ে জানা গেল তাঁহার নিবাস কলিকাতা অঞ্চলে । নাম ইন্দ্র প্রসন্ন মিত্র ইংরাজী উপাধি এম, এ, । তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ছাত্র । হিন্দু বাবুর এখন নির্দিষ্ট কাজ কর্ম কিছুই নাই । স্বদেশে স্বাস্থ্য পক্ষে কোন বিকৃতি ঘটায় ভালার দিগের পরামর্শে জল-বায়ু পরিবর্তন মানসে সম্প্রতি যুদ্ধেব অঞ্চলে আসিয়াছেন । সঙ্গে পরিবারাদি কেহই নাই, কেবল একটা ব্রাহ্মণ ও একটা সংশ্লিষ্ট চাকর । বাছা হউক বাবুটী বেশ নত্ন প্রকৃতি ।

আলস্যে কাল হরণ কর। অনুচিত বিবেচনাগ, তাঁহার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশতঃই হউক তিনি বঙ্গ-দেশের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে যত্ন পরাইয়াছেন । পূর্বোক্ত গ্রন্থ-নিচয় হইতে সেই বিবরণই তত্ত্ব-নির্ঘট করিতেছেন । তিনি সংহিতা গুলি লইয়া, বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না ; তবে আদিশূরের সময়ের ব্রাহ্মণ-দিগের রচিত গ্রন্থ কয়খানি হইতে কিছু কিছু ভাস্মা পাইতে লাগিলেন । কিন্তু মহা ভাবনা—সে সকল গ্রন্থে সর্বতোভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিলে বা নূতন প্রাপ্ত দুই একখানি ভাস্মা শাসনের অনুসারী হইলে, কোন কোন ইংরাজ-লিখিত বাজাদার ইতিহাসের অবমাননা করা হয় ; তাহা হইলে তাঁহার লিখিত ইতিহাস সাধারণ্যে প্রচলন-পক্ষে সাহেবেরা বিরোধী হইতে পারেন (এ কথা সঙ্গত কি না, তাহা তিনিই জানেন ।) সুতরাং তাঁহার উভয় শরট । বাছা হউক যদিও ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক দোষ জন্মিয়াছিল তথাচ তিনি বুদ্ধিমান যুবক, কোন মতে টলিবার লোক নহেন, তিনি অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, যে সংস্কৃত গ্রন্থের মত এবং ইংরাজী গ্রন্থের মত একত্র

করিয়া এক মুচিতে গলাইয়া বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবেন ।

এখন হটসন্, পটসন্, চটাচট, পটাপট প্রভৃতি সাহেব দিগের হিষ্টরী যাঁটির। যাঁটির। মহা এক সন্দেহ উপস্থিত করিলেন—
বঙ্গাল সেন ক্ষত্রিয় কি কায়স্থ ? কিছুতেই কিছু হয় না। লেখক এই ব্যাপার লইয়া উত্তত্তবৎ হইয়া উঠিলেন, প্রথম প্রথম এই মত সম্বাদ ও সাময়িক পত্র সকলে প্রকাশ করাইতে লাগিলেন, পাঠক মহলেও এক হুতন প্রকার ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহা আন্দোলন বহিতে লাগিল । এখন এ সন্দেহের মীমাংসা করে কে ?

মুন্দের পাঁছাড়ের অনতিদূরে অপর একটী গ্রামধ্যে এক সুন্দরী পাষাণময়ী দেবী মূর্তি সংস্থাপিতা আছেন । সেই মূর্তির পার্শ্ব-দেশে অপর একটী পাষাণময়ী পুরুষমূর্তি দৃষ্ট হয় ! সেই পাষাণ মূর্তি হঠাৎ কথা কহিলেন,—কহিলেন “আমি বেদব্যাস,, বঙ্গ দেশের এক গৌলযোগ্য দেখিয়া, আমাকে অসময়ে তপস্শ্রা ভাজিয়া কথা কহিতে হইল, নতুবা বাঙ্গলা নানা প্রকারে ডুবিয়া যার।,,

ভগবান্ বেদব্যাস দেবের পাষাণ মূর্তি কথা কহিলেন দেখিয়া, তথায় অনেক লোকের সমাগম হইতে লাগিল, কোঁতুহলী হইয়া আমাদের হুতন ইতিহাস লেখকও দেখিতে গেলেন । ভগবান্ হুত ভবিষ্যদর্শী ত্রিকালজ্ঞ এবং চিরজীবী, তিনি কাল-ধৰ্ম্মে পাষাণ মূর্তি ধারণ করিয়াছেন মাত্র তিনি বহু লোকের সমাগতি দেখিয়া পুনরপি কহিলেন, “হে কলি-মাহাত্ম্য-সকুল জীব-কুল ! আমি অদ্য বঙ্গদেশীয় নব ইতিহাস লেখকের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আবিভূত হইলাম । আমি চিরঞ্জীবী স্মৃতরাং জগতে বাহ্যকিছু ঘটিয়াছে, তৎ সমুদায়ই অবগত আছি, এবং অজ্ঞাপি প্রত্যক্ষ-বৎ দেখিতে পাইতেছি । অতএব আমার কথা শুন, এবং সত্য

বলিয়া বিশ্বাস কর যে, বল্লালসেন ক্ষত্রিও নহেন কাশ্মিরও নহেন, তিনি বৈজ্ঞ। লোক পরম্পরা যাহা শুনিয়া আসিতেছে, তাহা কদাপি মিথ্যা মনে করিও না। এবং জ্ঞাত হইতে পঞ্চত্তম দিবসে তোমরা এইস্থানে উপস্থিত হইলে, এ বিষয়ের আরও বিশেষ প্রমাণ পাইবে।,

এই বলিয়া বাসদেব স্বীয়-বাক্যের সমর্থনার্থ লক্ষ্যধামে বিভিষণের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। বিভিষণও একজন চিরজীবী ও এখন লঙ্কার একছত্র রাজা। যাহা হউক তিনি সত্য-বতী নন্দনের অভিপ্রেতি কয়েকটী বিশ্বস্ত দূতকে মুদ্রের পাহাড়ে প্রেরণ করিলেন। এদিকে নির্দিষ্ট দিনে সমুদায় লোক কোঁতু-হলী হইয়া, যথা স্থানে গমন পূর্বক দেখিতে পাইলেন, কিস্কিন্দ-বাসী কয়টী ভদ্র-লোক কিচ্ কিচ্ শব্দে কোলাহল করিয়া বাসদেবের তপঃ গৃহের পার্শ্বস্থ বৃক্ষগুলি তোলপাড় করিতেছেন। তাহারায় ভগবানের বর প্রাপ্তি ক্রিয়াকালের জ্ঞাত স্পষ্ট কথা কহিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, লোক-সমষ্টিতে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে দ্বিপদ ভদ্রলোক গণ! যদিও আমরা পূর্ববাস কিস্কিন্দা বটে, কিন্তু কাব্য শেষ হইলে লক্ষ্য স্থল ছাড়িয়া আসিতে বড় ইচ্ছা হইল না, সেখানকার কদলী বনের ফল-বাণী দুই হস্তে ছিঁড়িয়া অনবরত আহাৰ করিয়াও কণামাত্র স্থান ফল-শূন্য করিতে পারি না; স্তব্ররাং সেই খানেই বসিলাম; আর লঙ্কার বর্তমান রাজাও আদর করিয়া আমাদিগকে রাজ্য-দৌত্যে বরণ করিয়াছেন। এখন তোমরা ভগবান্ বাসদেবের কথায় শ্রদ্ধা হইতে অবিশ্বাস করিতে না পার, তাহারই সত্যতা প্রমাণ জ্ঞাত জ্ঞানীদের কথা এই;—যখন আমরা রাক্ষস-হস্ত-হইতে রাজ্য-লক্ষ্যের উদ্ধারোদ্দেশে নানাবিধ কঠিন কার্য্যোন্মত্ত হইয়াছিলাম; তখন কয়জন মোটা মোটা বাঙ্গালী আমাদের প্রধানসহায় হইয়া-

ছিল, এমন কি তাহারা সাহায্য না করিলে তাঁহার উদ্ধার সাধন ভার হইয়া পড়িত। আমরা সেই কয়জন বান্দালীর মুখে কত দিন শুনিয়াছি বল্ললাল সেন বৈদ্য। তাহারা বোধ কবি তোমাদের কুল চূড়ামণি স্বরূপ, অতএব তাহাদের কথাই বিশ্বাস কর।,,

এই ব্যাপারের দিন কতক পাবে ইতিহাস লেখক একখানি বেঙ্গাল হিষ্টরিতে যে কথার উল্লেখ দেখিলেন, তাহার বান্দালী অনুবাদ এইরূপ ;—“ কীচক পুরাণে লিখিত আছে, ভীমসেন কর্তৃক কীচক-বধ সময়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও কচুরায় বর্তমান ছিলেন, এবং তাঁহারা কীচকগণের সহায়তা করিতে জুটি করেন নাই। আর কীচকের সেই বধা-বন ভাগ বর্তমান ত্রিবেণীর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল।,

লেখক মহাশয় তদনুসারে স্থির করিলেন যে, ভীম কর্তৃক কীচক বধ বল্লাল সেনের অনেক পরবর্ত্তি। আর মণ্ডুগুম ও তখন অত্যন্ত বন-ময় প্রদেশ হইয়া পড়িয়াছিল, একগ ইংরাজের যত্নে অনেক ভাল হইয়াছে।, আজ এই পর্য্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

“ সোনাকড় জন সাধারণী সভার ” একখানি বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়াছি। বিজ্ঞাপনিতে সভার উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও কার্য্য-প্রণালীতে যে সকল মহৎ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে গুলি কার্য্য পরিণত হইলে, সভা হইতে বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। আর যাঁহাদিগের হইতে এরূপ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহারাও প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষি নামের উপযুক্ত।

শোকের ঝটীকা ।

পূর্ব প্রকাশিতের পর ।

একান্ন খৃষ্টাব্দে শুভ নবম মাসীয়—
 —দশম দিবসে পিতৃ মাতৃ প্রাণ প্রিয় ।
 গিরিরাজ গৃহে যেন জন্মিল পার্শ্বভী,
 অযুর্ধ্ব রূপের ছটা অপূর্ব মুরতি !

ভাঙিল সূতিকাগৃহ, পিতৃমাতৃ হৃদি—
 আশার আবাস ! কিবা মিলাইল দ্বিপি,
 অমূল্য রতন যাহা অতুল্য ভুবনে
 হেরি পিতা উল্লাসে অধীর মন প্রাণে ।

ক্রমে ক্রমে নে প্রতিমা লাপিল বাড়িতে
 দিন দিন লাবণ্য মাধুরি বরাঙ্গিতে
 বন্ধু বান্ধবেরা তাঁরে সন্দর্শন করি
 খেলিত সবার মনে আনন্দ লহরি ।

বাক্যক্ষুণ্ণি হয়েছিল অত্যল্প বয়সে,
 কোমল বচন যেন নাথান পীবৃসে,
 একবার দেখেছে যে সেনারে ভুলিতে
 চিরকাল চিন্তে চিত্র আবদ্ধি তুলিতে ।

বাল্য কালোচিত ক্রোধ চাঞ্চল্য কি তার
সে স্বভাবে লেশ মাত্র হত না লক্ষিত,
আশ্চর্য্য স্থস্থির ভাব আশ্চর্য্য স্বভাব
এরূপে শৈশব কাল হইল অতীত ।

তার পর নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে
অজ্ঞাত কৃতান্ত দ্যুত সঙ্গে হৈল বিভা
পূর্ণচন্দ্র গ্রাস কৈল অম্পৃশ্য চণ্ডালে !
তমসে ঢাকিল স্ফুট জ্যোৎস্নার আভা ।

আছিল দ্বাদশ বর্ষ বয়স বখন,
তখনি পতির সেবা করিত কেমন !
আভিল অদৈত ভাব পতি প্রাণ মন !
আশ্চর্য্য হইতে সবে করি সন্দর্শন ।

নির্ম্মল পাষণ পতি কুকর্শ্য কলুষ
প্রতিকৃতি, ভয়ানক শাদ্দুল সদৃশ ।
নির্ম্মম পীড়নে প্রাণ সতত শাসীত
ধাকিত সতীর ; আহা ! যে যাতনা দিত !

—কি রূপে বলিব তাহা ? বলিবার ভরে
ভাষা নাই অভিধানে, বলিব কি করে ।

ক্রমেতে হইল তার কর্মের উন্নতি,
স্থানান্তরে গেল লয়ে নতীরে সংহতি ।

কালক্রমে গুনবতী সম্ভা হইল,
যথা সময়েতে এক কন্যা প্রসবিল !
এক বর্ষ আট মাস দূহিতা যখন,
হইল কুগার এক সর্ব্ব সুলক্ষণ ।



১/৬/৪৬

৩৪৪

পূর্ণমনস্কাম ।

১৫/৮/৭

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

১৭৭

অমলকৃষ্ণ একাকী । তিনি ভাবিতোছেন, যাহার কেহই নাই সেই একাকী—হয়ত তাহারও কেহ নাই বলিয়া তিনি একাকী । বোলাকটাদ বঙ্গদেশ যাত্রা করিয়াছে, ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত অজ্ঞাপি ক'জেরায় পুনরাগমন করেন নাই ; সুতরাং অমলকৃষ্ণ একাকী । সংসারের প্রাণ—এক। আসিতে হয়, এক। য ইতে হয় যসংসার নষ্টে কিন্তু যতদিন সংসারে, সংসারী ততদিন এক। নহে—অথচ অমলকৃষ্ণ সংসারী হইয়াও একাকী । অমলকৃষ্ণ আবার দেখিলেন, শুরু পক্ষীর অষ্টমীর চন্দ্র দিনমানেই অংপ অংপ প্রকাশিত হইয়াছেন, তখন তিনি সংসারের প্রবেশার্থী, সুতরাং একা ; পরে চন্দ্রদেব সংসারী হইলেন, ক্ষুদ্র রহৎ অসংখ্য তারকারাজী উদ্ভিত হইয়া তাহার সহিত ক্রীড়া কোতুক আরম্ভ করিল ; তিনি এখন সংসারী বলিয়া, আর এক। নহেন । কিন্তু অমলকৃষ্ণ সংসারী হইয়াও একাকী ।

দিন বড় দীর্ঘ। পরবশ । দিন সংসারী মুখে কুণ্ঠিতহইয়া নিজ দেহ ধর্ষ করিয়া শীত শীত কাটিয়া যায়, সংসারীর সংসার মুখের আকাঙ্ক্ষা মিটে না, তাহার দিন দীর্ঘ হইলে ভাল হইত । আর সংসার বিরহী একাকীর দিন বড় দীর্ঘ—সে দিন কুন্তকর্ণেরদ্বারা দেহ ধারণ করিয়া, একাকী কে'হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে থাকে । বাহ্য হউক দিন বড় দীর্ঘ হউক, অনীম নহে ; তাহার

একাকী অমলকৃষ্ণের দুঃখের দিন অতি দীর্ঘ হইলেও কাটিয়া বাইতে লাগিল ।

একদিন ~~গেল~~ দুই দিন গেল চারি দিন গেল আরও দিন গেল । অমলকৃষ্ণ একদিন একাকী বাসায় বসিয়া আছেন, আবার অপরাহ্ন-কাল হইয়া গেছে। সেই হরকরা—আবার সেই বংশে ব বুব পত্র ! অমলকৃষ্ণ খতি ভীতি সঙ্কচিত মনে অঙ্গ প্রসারিত হস্তে ধীরে ধীরে পত্র গ্রহণ করিলেন আবার কি আছে ? পুনরপি ডাবিলেন, পূর্ণপত্রাপেক্ষা ইচ্ছাতে অধিক থাকিলে এমন বিষয়ই বা আছে কি ? তাহা কিছু, মর তবে কি ?—স্থির করিলেন পূর্ণ পত্রের সকল সংবাদই অবূলক, তাহারই ভ্রম সংশোধনার্থ এপত্র । নানা বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্রোন্মোচন করিতে বসিলেন । তিনি পত্র খুলুন—

পাঠক মহাশয় ! একোন পত্র বোধ করি আপনি তাহা বুঝিয়াছেন । যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে স্মরণ করুন, এক দিন চন্দন নগরে বিবি বর্ণকের সহিত ডাক্তার পিটার্গের কথা বার্তা হইবার সময়, বংশে ব বুবর জাল স্বাক্ষরিত যে দ্বিতীয় পত্র প্রেরিত হওয়ার কথা শুনিয়াছিলেন, এ সেই দ্বিতীয় পত্র ।

অমলকৃষ্ণ এ পত্রও পাঠ করিলেন । পত্রের মর্ম্মবোধে মর্ম্ম-স্বাভী কষ্ট পাইলেন । আবার উদ্ধতবৎ হইয়া উঠিলেন, কখনও মৃত চীৎকার স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, কদাচিৎ ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া উদ্ভিত হইলেন, কাহাকেও আক্রমণ যানসে অপ্রবর্তী হইতে লাগিলেন, যষ্টি আশ্ফালন করিলেন, আবার কি ভাবিয়া অকস্মাৎ বসিয়া পড়িলেন ।

আজ আর বোলাকটাদ নিকটে নাই অমলকৃষ্ণ একাকী । সান্তনা করিবার লোক নাই, শ্রদ্ধা করিবার লোক নাই, অসহায় কন্যাইকার লোক নাই, শয়ন করাইবার লোক নাই ; বোলাব

চাঁদ নিকটে নাই—আজ অমলরুদ্ধ একাকী নিরাসনে অযোগ্য স্থানে অপূর্ব বেশে বসিয়া রহিয়াছেন, কেহ দেখিতেছে না।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ হইল; প্রাচীনকালে পাণ্ডু রোগীরোগ্য সূর্য্য দেহ ফুলিয়া উঠিল অনিবার্য বর্ণ বিরূতিহেতু ফিকা রক্ত দেখা দিল; পশ্চিমাকাশে নিরহ বর্ণে গা ঢাকিল। এই অবসরে সূর্য্য সরিয়া পড়িল, অমলরুদ্ধের ভাবনা একবার ভাবিল না। দিবাবসানে পবন একবার মৃদু মৃদু গা ঝাড়া দিলেন পাদপ শাখের শিরোভূষণ কটি কলি গুলি বড় সুন্দর, স্নকুমার রাগে ডগমগ করিতেছে; স্মৃতরাং তাহাদের সজ্জিত প্রদোষা-লিঙ্গন না করাটা পবনের পক্ষে বড় লজ্জাকর কথা। তাই পবন একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া কটি কলির বাজারে ঝাক বর্দারির দান সাধিতে বাহির হইলেন। একবার অমলরুদ্ধের ভাবনা ভাবিলেন না। ম'ক্কা-স্বভাবে যত্ন হইয়া, মৃৎ পবনে দেহ ঢালিয়া, পক্ষি-কুল এক রুদ্ধ হইতে রুদ্ধ-স্তরে, মাঠ হইতে নগরে, নগর হইতে মাঠে দূর হইতে কুলায়ে গমন করিতে লাগিল। কেহ আনন্দে, কেহ নিরানন্দে কিচিং কল কল প্রভৃতি ব্যস্ত অব্যস্ত মিষ্ট-তিক্ত-কষায়াদি নানা প্রকার রসের লহর চড়াইয়া গগন-স্পর্শী গীত গাইতে উঠিল। কেহই একবার অমলরুদ্ধের ভাবনা ভাবিল না।—আজ রুদ্ধ পক্ষের প্রতিপদ, পূর্ব্ব নিশায় চন্দ্র সমস্ত রাত্রি পূর্ণিয়ার খাটুনি খাটিয়া, আজ দিনমানে গাণ্ডু নিদ্রায় পড়িয়াছিলেন স্মৃতরাং শয্যা-ত্যাগ করিতে দুই দণ্ড রাত্রি হইল। চন্দ্র এদিক ওদিক দুই একটা উকী দিয়া, একেবারে আকাশের একপার্শ্ব অধিকার করিয়া বসিলেন। রুদ্ধ-শিরে, মন্দির চুড়ায়, প্রাসাদ-শিখরে উজ্জ্বল কিরণ মাখাইলেন নদী-হৃদয়ে, বিলম্বী-রক্ত-রক্ত-গুচ্ছবৎ স্রীয় রশ্মি-মালা দোলা-ইতে লাগিলেন; পার্শ্বস্থ সরোবরে স্রদীর্ঘ কর সমুচ্ছ প্রসারণ

করিয়। কুমুদিনী-কুলের অবগুণ্ঠন বস্ত্র ধরিয়। টানাটানি করিতে লাগিলেন; আবার এদিকে নূতন নূতন উপমা-রূপকের বিক্কুরণ করি কবি মহলে পাগলা গুড়ি ছড়াইরা দিলেন। এক চন্দ্র উদয় কালে এত আড়ম্বর করিলেন, কিন্তু তিনি অমলকুমার ভাবনা একবারও ভাবিলেন না। কেন ভাবিবেন? চন্দ্র বড়লোক (দেবতা) অমলকুমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—সুতরাং চন্দ্র সংসারের নিয়ম বিকল্প কার্যে প্ররত্ত হইবেন কেন?

অমলকুমার একাকী শূন্য-হৃদয়ে শীর্ণ-দেহে, রক্ত-কেশে মলিন ধবশে যোগ নিমগ্ন যোগীরজাগ, সেই পূর্বস্থানে এ পর্য্যন্ত বসিয়া গাছেন।

রাত্রি ছয় দণ্ড অতীত হইল। আকাশের পশ্চিমভাগে উত্তর দক্ষিণ ব্যাপী এক মণিমেষ উঠিয়াছে। মেঘ নিবীড় কক্ষ। ক্রমে চল চল চলে সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চন্দ্রের সকল নাছাটুরী ঢাকিয়া দিল। মেঘ একবার অন্তস্তল বিদারী পর্বত বিকম্পী ভীম গর্জন করিল। গর্জন-শব্দ অমলকুমার কর্ণে গেল। তিনি কি জ্ঞাত মনে মনে ঈষৎ হাস্য করিলেন। চক্করখেলন করিলেন। চাহিবামাত্র দেখিলেন; ষোর কাল মেঘে দিক প্রসারিণী জ্বলন্তিহাৎ বলসিতেছে। তিনি চিৎকারস্বরে কহিয়া উঠিলেন,

“তুই কে মা? জ্যোতির্ময়ী তেজোরূপিণি করানি!
তুই কে মা? তোরে আবার দেখি; আবার দেখা দেমা! তুই
থাকিতে আমার সংসারে কাজ কি মা!”

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

খোলকটাদ বালালার আঙ্গিয়া, এ পর্য্যন্ত কোথায় ছিল,

কি করিতে ছিল, তাহা পাঠক মহাশয় কি গুণিয়া দেখিয়া বুঝি-
য়াছেন ? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে এখন থাকু; সে পরিচয়
পরে পাইবেন ।

এখন ভরসা করি পাঠক মহাশয় একটি সাধারণ ব্যাপ্য ব
সজ্জটনে, লেখকের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করিতে পারেন ।
পুরে-রব-মাক্কাত । অথবা নত্ব র'জার সময় হইতে হাতের
তারিখ পর্য্যন্ত হিন্দু জাতিব সংসার বৈবাগ্য সম্বন্ধে যে পণ
অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে, পাঠক মহাশয়ের
আজিকার হিন্দু লেখক ও সে পণ অতিক্রম করিতে পারিল না ।
শত শত গ্রন্থে এক বিষয়ের পুনরুৎসেখ দেখিয়া, কজ্জেই বিরক্তি
জন্মে; আপনি একটি প্রহিজ্ঞা করুন যদি আজিকার পর অ'ব
এ বিষয়ের উল্লেখ কোথায় দেখিতে পান, তবে তখন বিরক্ত
হইবেন । এখন একবার চন্দন নগরে আসুন, সংসার বৈবাগ্য
জন্মিলেই লেখক দিগের দৌর'ভ্বেই হউক অ'র স্ভাবিক ধর্ম-
চুশাসনেই হউক, লোকেব যে কাশীদাম একমাত্র অ'শ্রয় হইয়া
আছে, অ'জ্ঞও দেখুন, ঐ বিবিধ যন্ত্র । তাপিতা দুঃখিনী বোধিনী
বিধুমুখীর সহিত সংসার বিরাগিনী হইয়া, সেই কাশী বাত্রাব
সমস্ত উদ্যোগ স্থির করিয়াছেন ।

সে দিন সন্ধ্যার সময় নগর রক্ষি জমাদার দুই পিটাইয়ের
হস্ত হইতে বিধুমুখীকে উদ্ধার করিয়া আনিবে, তাহার পর
দিনেই এ সম্রাদ মহারের অধিকাংশ স্থল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল ।
বিবি কর্মাকের অসম্ব্যাহার সর্বত্র প্রকাশিত হইল । বিধুমুখী
দুঃখে কতলোক দুঃখিত হইলেন । আবার কে কাহার মুখে বাধা
দিয়া রাখিতে পারে ? কতকগুলি লোক বিধুমুখী সম্বন্ধে আরো
পিত দোষের কথা লইয়া কানা কানি করিতে লাগিল । বিধুমুখী
সন্ধ্যার অধোমুখী আঁধার বাটীর বাহিরে আসিতে পারেন না—

কোন দোষ নাই, তথাপি দোষ ভাগিনী । বিধুমুখী সহজেই লজ্জাবতী লতা, বায়ু স্পর্শেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন, তাঁহার উপর এই আকস্মিক দুর্ঘটনা—লোকের আরোপিত আন্দোলন তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল । পূর্ব হইতেই নানা কারণে তাঁহার যৌবন কচির মালিন্য লক্ষিত হইয়া আসিতেছিল ; এখন আবার অনঙ্গ-স্পর্শ সমুপ্ত গুণালিনী-দলবৎ একেবারে ঝল-মিলিয়া গেলেন । জ্বলৎ-সূর্য্য-মণ্ডল ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছেন—বিশেষিত কাঞ্চন প্রতিমাও অশ্রুধা কালিমায় আবিলম্বা ।

বিধুমুখীর আহার নাই, নিদ্রা নাই ; পরিধানের পরিষ্কৃত বস্ত্র গিয়াছে, অঙ্গ সোঁকটব বা কেশ বিভ্রাস গিয়াছে ; তিনি পুস্তক পাঠ ভুলিয়াছেন । সকল ভাবনা গিয়াছে ; এক ভাবনা বাড়িয়াছে—কিসে প্রাণ বাহির হয় ! কেন ? তাঁহার অন্তঃ-করণে একুণ ভাবোদয়ের কারণ কি ? তাঁহার আত্মা পবিত্র ; তিনি পাপ স্পর্শ পরিশুভ্রা, সতীহের আশ্রয় ভূতা, তাঁহার বিদগ্ধ রিত্রে স্পষ্টতঃ কলঙ্কারোপ করিতেও কেহ সমর্থ নহে ; তবে তাঁহার এত মনোবিকার কেন ? তিনি নির্জন্ম পাইলেই মর্গ-ভেদী ব্রহ্মদনে অভিভূত হন কেন ? তিনি কি ভাবিবেন ?—

তাঁহাকে কেহ অসতী বলিবে, তিনি সেই ভয়ে ভীতা হইয়া ভাবেন না ; আরোপিত কলঙ্কে দুষ্টিতা জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে কেহ সমাজ-বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, তিনি সে ভয়েও ভীতা হইয়া ভাবেন না, তাঁহার হৃদয়ে যে ভয়ের উদ্বেক হইয়া থাকে, সে ভয়ের প্রকৃতি তিনি নিজেও অনুভব করিতে পারেন না । সে ভয় হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিলোড়িত করিতে থাকে, জর্জরিত করিতে থাকে ; অথচ ভাষায় সে ভয়ের নাম নাই, তাহার বাহ্য বস্তুকি সম্ভবে না । ঈদৃশ সঙ্কটাবস্থার অনুভব মাত্রকেই ন্যূনাত্মক পরিমাণে সে ভয়ের বিভীষিকা অনুভব করিতে হয় . কিন্তু সাধু

শীল। বঙ্গ-মহিলার ক্ষদ্রে তাহার আধিপত্য যতদূর বিস্তৃত হইতে দেখা যায়, অত্ৰ তত নহে। বিধুমুখী অনবরত সেই ভয়ে ভীত। মৰ্ম্ম জ্বালায় দগ্ধীভূত। হইতেছেন। নিতান্ত অনুরক্ত কণার উত্তর ব্যতীত, তাঁহার মুখে আর অত্ৰ কথা শুনা যায় না, তবে মধ্যো মধ্যো দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অতি মৃদুস্বরে স্বতঃ নিঃসৃত “কিসে মরণ হয়?, এইমাত্র কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

বিধুমুখীর এতাদৃশ দুর্দশ। প্রতিমিত প্রত্যক্ষ করিয়া, রোহিণী নিজাভীয় মৰ্ম্ম পীড়ার যার পর নাই ব্যথিত হইতে লাগিলেন। বিধুমুখীর সুখ লইয়া তাঁহার সংসার, কিন্তু বিবিধ বিড়ম্বনা পরম্পরায় এ জগৎ বিধুমুখীর স্রুণের আশ। রোহিণীর অন্তঃকরণ হইতে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগিল। বিধুমুখীর সৰ্ব্ব বিষয়ে উদাসীন্ম দেখিয়া, তাঁহার সংসার-বিরক্তি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তিনি মাত পাঁচ ভাবিয়া এক দিন বিধুমুখীকে কহিলেন,

“বিধু তোর শরীরে আর আকার নাই, খাওয়া গেল— খাড়া গেল, পাগলের মত হলি, দিন দিন শুকাইয়া যাউতে লাগিলি, তবে কেমন করিয়া বাঁচিবি মা? আমি তোকে নিয়ে এখন কি করি, কোন্ দেশে যাই—কোথায় গেলে তুই সুখে থাকিস্? তোর দশা দেখিয়া আর ঘর কন্ন র ইচ্ছা হয় না, মনে হয় দেশান্তরি হই।,,

বিধুমুখীর মানসিক উত্তর—“আমার সুখ কোথাও নাই জগতের তরে সকল সুখ রিসর্জিত হইয়াছে, তবে এখন মরণ হইল সুখ।,,

সাতার কলিজাভেদী দুঃখোদ্দীপন আশঙ্কায় একথা মুখে প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার কৌমুদী-বিদ্যোত ক্ষুণ্ণিত-কুমুদিনী-দল-তুল্য নয়ন দুগলে জল-বিন্দু দেখা গেল না বটে, কিন্তু

লোচন সীমা ছাড়া করিতেছে । তিনি কণা কহিয়া বলিলেন,

“তা অমাদের দেশ সুরাই ভাল ।,”

বিধুখীর মুখে “অমাদের দেশ সুরাই ভাল,” এ কথা হলা-
হল-বদিক্ত জ্বলদ বজ্রবেগে রোহিণী বজ্রদ-কন্দরে বাজিল । বাজিল
অপচ এই কথাটি বর্তমান অবস্থার উপদেশ বোধ করিল । এক
বার অস্ত্র সকল কাঁড় দিল, মনুষ্যের উপদ্রব ভয়ে দেশান্তর
যাইতে হইবে, কেহ রক্ষক নাই : ইহা শুনিয়া বড় ব্যথিত হই-
লেন, বড় ক্ষুব্ধ হইলেন । তাঁহাব অস্বস্তিক ভাঞ্জে প্রকৃত কারণ
অরও কতকটা বিজ্ঞান থাকিতও এখন এই কথার আন্দোলন
লইয়াই বড় দুঃখিত হইলেন । একটা দুঃখাবেশ মনুষ্যের মতঃ
সিক-দর্শ-সন্তুষ্ট ।

যাহা হউক এখন পয় দর্শ স্থির হইল, মাতা কত উভয়েই
কে ন তীর্থ-স্থান গমন করিবেন । বিধুখীর মতে যাত্রার দিন
যত শীঘ্র হইবে, ততই মঙ্গল, কারণ তিনি আর এ দেশে মুখ বাহির
করিতে পারিবেন না । ঠাট ৭ সপ্তাহে একটা পাখী উড়িয়া গেলেও
তিনি মুখ লুকাইয়া থাকেন । তাঁহাব পক্ষে চন্দন নগরের বাস
ইয়া জনক লজ্জা জনক, যন্ত্রণা জনক হইয়া উঠিল । তিনি যাত্রা ব-
জ্ঞস্ত মাতাকে বারংবার উদ্বোধন করিতে লাগিলেন । ইতিপূর্বে
ইহাতেই রোহিণীর কাশী গমনের উচ্ছ্বাস ছিল, এখন সেই উচ্ছ্বাস
বলবতী করিবেন স্থির হইল । কিন্তু তখনকার অভিনায একবার
কাশী যাইবেন, এখনকার অভিনায একবারে কাশী বাস করি-
বেন, এ পোড়ানগরে আর কি বিয়া আসিবেন না । এ বাসনা
বিধুখীর আরও বলবতী ।

এখন পথের সংস্থান এবং উভয়ের বাবজীবন ভরণ পোষণের
সংস্থানের চিন্তা । অনেক চিন্তার পর ভগ্ন গৃহাদির সহিত বসতি
বাহীখানি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন । তাঁহা-

দিগের নির্বাসন সংকল্পে ক্ষুব্ধ হইয়া বীরেশ্বর বাবু প্রথমতঃ গমন-
নোছোগ ভঙ্গ চেষ্টা করিয়া শেষে অনেক ভাবিয়া কাশী যাত্রার
অনুমতি করিলেন, স্বয়ং পাথের সরুপ অর্থ সাহায্য করিলেন,
গমনের সম্ভবতঃ স্মরণ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । রোহিণী
বুঝিলেন, পাথের হইল, কাশী ধামে অবস্থান কালে কিছু দিনের
জীবনোপায় নির্বাহেরও সংস্থান হইল, এখন ভাবনা যাবজ্জীবন-
নের দশায় কি হইবে ?—তবে হরসংগ আছে, তিনি শুনিয়া-
ছিলেন বিবেকের অন্তর্গত আশ্রয়ে কাহাকেও উপাস্যী থাকিতে
হয় না । সকল উছোগ হইল যাত্রার দিন স্থির হইল ।

ইহার মধ্যেই একদিন ভবনাপিতানী রোহিণীর বাটীতে আসিয়া
কহিল,

“বিধুর মা ! আমার বরাবর ইস্ত্রা ছিল ভাই ওর কল্যাণে
গয়া কাশীটি করিব ; তা এখন তোমাদের যাওয়া শুনে সুখ
হইল, এমন সুযোগ কবে পাইব ? আমি এখন উছোগ পত্র
দেখিগে ।,

রোহিণী । “ভাবি ঠাকুর কি ! আমিও বাচিলান, আমরা
তোমার সঙ্গে যেখানে থাকি, সুখে থাকিব ; আর তুই সঙ্গে
থাকিলে, আমার কোন ভয় নাই, আগে সুখ অসুখ হইলে তুই
যেমন করিবি, অমম আপনাদের মত করিতে আর কে আছে ? তবে
বন, একটা বড় ভাবনা আমরাত আর ফিরিবন ।,

ভব (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) “তাড়াও শুনিয়াছি ।

রোহি । তবে তুই কাহার সঙ্গে আবার ফিরিবি ।

ভব । “আগে যাওয়াই হউক, পরের বিবেচনা পরে হইবে,
সে ভাবনা এখন করিয়া কি করিব ? কত ভাগ্যে যাওয়ার কথা
হইতেছে, এখন আর সে সব কথা থাক ।,

রোহি । ‘তবে বন্ধ ভালই ভাল, দিন হইয়াছে জানিনু

ত—সেই দিন জীহরি দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিতে হইবে ।

সকল স্থির হইল যাত্রার দিনে সকলে যাত্রা করিলেন । যাত্রার তৃতীয় দিবসে বেলা সন্ধ্য-দ্বি-প্রহরের সময় রোহিণী প্রভৃতি বর্ধমানের উপস্থিত হইলেন । তথায় পাণ্ডার ব্যবস্থা হইতে লাগিল । আর এমনও প্রবীকৃত হইল, যে সে দিবস বর্ধ-মানেরই অতিবাহিত করিবেন । দুই দিবস পথ-আশ্রিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; বিশেষতঃ শূন্যপ্রাণে, বর্ধমানের পশ্চিমে অবস্থিত পরবর্ত্তী পান্ডুশালা নিশা যাপনের তত উপযোগিনী নহে ; স্মরণ্য বর্ধমানেরই থাকিতে হইল ।—জাহারা অংহারা দি সমাপন করিয়া পান্ডু নিবাসে বসিয়া আছেন । দুই তিন দণ্ড মাত্র বেলা আছে । এখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বর্ষার প্রাদুর্ভাব হয় নাই । আকাশের উত্তর পশ্চিমভাগে একখণ্ড কুম্ববর্ণ মেঘ দেখা দিল—মেঘ ক্রমে বিস্তৃত ও গভীর মূর্তি ধারণ করিল । রষ্টি হইবার আগেই প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইল ; পথের আলোহিত ধূলিরাশি উড়িয়া উড়িয়া ঘোর কুজ্ঝটিকা বৎ দিগ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল । সঙ্গে সঙ্গেই ভূধর-বিকম্পী-ভীম-নাতি মেঘ-গর্জব ধ্বনিত হইতে লাগিল ; দিগ্‌পাশারী ভুল বিদ্যুৎ-রেখা নীল জলদ বন্ধে নাচিয়া নাচিয়া ভীষণ রজ-রস আরম্ভ করিল ; তখনই মূহল-ধারে রষ্টি আসিল । তর তর শব্দ-মগ্নী রষ্টির সহিত প্রবল বাতায় পান্ডু নিবাসে ভীম আঘাত করিতে লাগিল, গৃহ যেন ছলিতে লাগিল ।—গৃহ-স্থিতা রমণীগণ ব্যাধ-ভীতি বিহবলা ছরিলীরতায় অন্তরা হইলেন, হয়ত আর রক্ষা নাই, বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন । বিধুমুখী রোহিণীর পৃষ্ঠ-দেশে বাম-কপোল বিস্তৃত করিয়া চক্ষু মুদ্রিয়া মাগর-ভরঙ্গ বিধূত-ভৃগ-পাশেরতায় খর খর কাঁপিতেছেন । মৃত্যু নিত্য প্রাণহীনা হই-লেও একপ উপদ্রবে মরিতে হইবে, মনে করিতে ভয় করে । বিধু ।

মুখীর সেই ভয় । -রোহিণীও নয়ন মুদ্রিত করিয়া, ঈর্ষ মাত্র জপ করিতে লাগিলেন । ভাব সুন্দরী “ভয় কি ? এমন দুর্ভোগ কত হয়, এখনি আবার কোথাও কিছু থাকিবে না ; মেঘ যায় আর কি ?”, বলিয়া তাঁহাদিগকে ভরসা দিতে লাগিল ।

এমন সময়ে এক রহৎ-বাগী হস্তে সেই চন্দন নগরের নগর রক্ষী জমাদার, ভীত। রমণী দিগের আশ্রয়-গৃহের-দ্বার-দেশে উপস্থিত । তাহাকে দেখিবা মাত্র সকলেই চকিতা হইলেন ; রোহিণী একটু আতলাদিতা হইলেন । জমাদারের স্বভাব সদ্যবহার ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি রোহিণীর বড় ভক্তি জন্মিয়া ছিল, তাহাকে আশ্রয় বিশ্বাস করিতে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ ছিলনা । বিশেষতঃ বিধুমুখীরউজ্জ্বল দিনাবধি রাজকর্মচারী বা বিদেশীয় পুরুষ বলিয়া, জমাদারের নিকট রোহিণী অধিক লজ্জাদির প্রয়োজন বোধ করিতেন না ; তাহাকে সর্বস্ব রক্ষী পরমোপকারী মহা পুরুষ বলিয়া ভাবিতেন ।

এ দিকে ক্রমে ক্রমে অতঃস্থিতি থামিয়া গেল । জমাদার অগ্রে কথা কহিয়া বলিল,

“আপনারা এখানে কোথায় ?”

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত। রোহিণী অসঙ্কোচ-নিঃসৃত কোমল বচনে উত্তর করিলেন,

“বাবা আমরা কানী বাইতেছি, পথে আজ এইখানে বাসা লইয়াছি ।—তুমি কোথা হইতে আসিলে ?”

জমা। “আমি চন্দন নগর হইতে আসিতেছি ।—এখন আপনারাই তিন জনে, না আর কেউ সঙ্গে আছে ?”

রোহি। “সঙ্গে নিজের লোক আর কেউ নাই ; তবে করণী যেয়ে—তাদেব সঙ্গে পুরুষও আছে, তারা ওঘরে রহিয়াছে।

পরিচয়ে জানিলাম তার। স্বদেশস্থ লোক আর ভাল মানুষও
বটে, তাদেরই সঙ্গ লইয়াছি ।

জমা । ‘ তা বেশ হইল এখন আমিও একবার বাঁড়ী বাই-
তেছি, কাশীর আরও পশ্চিমে আমার বাড়ী, অ’মি কাশীর
ভিতর দিয়াই যাইব আর সেখানে অ’মার অনেক চেনা শুনা
যায়াগাও আছে, আপনাদের থাকিবার ব’সাদির ভাল বন্দো-
বস্ত করিয়া দিতে পারিব ; অ’র হাঁটা পথে নানা গো’লযোগ
আছে, আমি সঙ্গে থাকায় আপন’রা সে সকল ভয় হইতে অনেক-
কটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন । অতএব আমাব সঙ্গেই
চলুন ।

বোহিনী পরম স্নেহে জমাদ রের কথায় আনন্দ সহক’রে
উত্তর জ্বলে বলিলেন,

‘ তা হলে না হয় কি বাব । তুমি আবার যেরে বাহিরে
উপকারী, তোম’র উপক’র প্রাণ’স্তুও ভুলিতে পারিব না ।
অ’র কি অ’শীর্বাদ করিব । তুমি চির জীবী হও ।..

সে যাছা হউক এখন পাঠক মহাশয়ের মনে বড় এন্টা
সন্দেহ রহিয়াছে , আপনি ভাবিতেছেন, বিধুমুখী জন্মের ঘটন
কাশী যাত্রার সময়, বাল-সঙ্গিনী বিমলার সহিত একটি কথাও
কহিলেন না, একবার বিদায় লইলেন না । এ বিষয় বড় অস্বা-
ভাবিক । তাহা বটে মহাশয় ; কিন্তু লেখক কি করিবে ?
এখন বিমলা তাহার পিত্রালয়ে নাই—সম্ভ্রতি তিনি প্রবাসিনী ;
তঁাহাকে তঁাহার স্বামী ইতি পূর্বেই স্বীয় কর্ম—স্থানে লইয়া
গিয়াছেন ।

সমুদ্র-বন্ধন ।

ছলে প্রতারিত হ'য়ে শ্রীরাম লক্ষণ,
কুটীর ত্যজিয়া দূরে গেলেন যখন,
নিবিড় নিৰ্জ্জন বনে পতি অঙ্গ কুশাসনে
একাকিনী রাজ লক্ষ্মী করেন রোদন ।

রক্ষক বিহীন দেখি পর্ণের কুটীরে,
রাক্ষস কপট বেশে আসি ধীরে ধীরে
যোগী রূপী দুই মতি হরিয়া লইল সতী ;
গেল ভারতের লক্ষ্মী পারাবার পারে ।

রাক্ষস পরসে মাতা লাগিল। কান্দিতে,
স্বর্গেতে দেবতা গণ কান্দে নানামতে ;
কাঁদে শূন্য বিশ্বাধার বল কে কাঁদিবে আর ?
তখনও কি এ ভারত জানে না কাঁদিতে ?

অবশ্য কান্দিয়া ছিল সে দিন ভারত,
অবশ্য খুলিয়াছিল সাধনার পথ ।
প্রতিজ্ঞা সাধন তরে যে না কাঁদে প্রাণ ভ'রে
সে কি কভু হ'তে পারে পূর্ণ-মনোরথ ?

ফিরিয়া দেখেন রাম লক্ষ্মী নাই ঘরে,
 হরিয়া লয়েছে দুক্ট রাবণ তাঁহারে ;
 ভাবেন শ্রীরাম তাঁর কেমনে হবে উদ্ধার
 কেমনে হবেন পার দুস্তর সাগরে ।

না দেখি উপায়ান্তর করিলেন পণ,
 বিশাল-সাগর-বক্ষ করিতে বন্ধন ;
 অসাধ্য সাধন তরে কঠোর প্রতিজ্ঞা ভরে,
 সংযত হ'লেন ব্রত করিতে পালন ।

“শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন ।”
 এই শ্রুতি সেই দিন হইতে পালন
 করিতে লাগিল তাই, একে মিলি দুই ভাই
 হৃদয় কন্দরে স্থাপি সংকল্প রতন ।

বহিছে শোণিত যার প্রতি ধমনীতে,
 প্রতি দিন দেহ পোষে সদম্ন পানিতে,
 থাকে যার মর্শ্ব জ্বালা সে কি করে অবহেলা
 হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা-পাখী যতনে পুষিতে ?

মন্ত্রণা করেন বসি ভাই দুইজন,
 কেমন করিয়া হবে প্রতিজ্ঞা সাধন,

কে করিবে সহায়তা— কারে বা লাগিবে ব্যথা ?
ব্যথায় ব্যথিত হ'তে কে আছে এখন ?

সহায় বানরগণ মাত্র এ সময়
লইলেন রঘুনাথ তাদেরি আশ্রয়,
পুরাইতে মনস্কাম, আদরে সম্বোধি রাম
কপি গণে জানাইলা মন্ত্রণা নিচয় ।

বলেন শ্রীরামচন্দ্র উৎসাহ করিয়া,
“তোমাদের রাজ-লক্ষ্মী হরিয়া লইয়া,
গিয়াছে সাগর পারে, এক ছুট নিশাচরে
রেখেছে অশোক বনে তাঁরে লুকাইয়া ।”

“পারো যদি করিতে, সে সতীর উদ্ধার
পারো যদি যাইতে, সে সাগরের পার
রাখিতে অতুল কীর্তি ধরো সাধকের মূর্তি
উৎসাহ সাগর তরে দাওরে সাতার !”

“বৃক্ষ পাতরেতে করি সাগর বন্ধন,
সবলে লঙ্কায় গিয়ে বিনাশি রাবণ,
উদ্ধারিয়া রাজ লক্ষ্মী কবিরে রাখিয়া সাঙ্গী
উড়াও জগত-মাতো স্বকীর্তি কেতন ।”

“কি কাজ অসাধ্য আছে এ জগতি তলে ?
কি ফল না ফলিয়াছে প্রতিজ্ঞার ফলে ?
একটী উদ্দেশ্য রাখি সকলেই সাধো দেখি,
থাকে কি অসাধ্য কিছু একতার বলে ?”

“তোমরাও আছে হেথা কোটী কোটী প্রাণী,
এক সাধা সাধনেতে হও অগ্রগামী ;
সকলেই কায় মনে সাধো মন্ত্র প্রাণ-পণে
“যতনে রতন লাভ” শ্রুতি বাক্য শুনি ।”

“কোটী কোটী তৃণ গোছা থাকে এক স্থানে,
গাঁথে যদি দৃঢ়-রজ্জু সে তৃণ যতনে,
ধবল গিরি শিখরে সেই রজ্জু বন্ধ ক’রে
গিরি-শৃঙ্গ ভাঙ্গা যায় তারি আকর্ষণে !,”

“কোটী কোটী জীব যদি এক এক অঞ্জলি
লয় সাগরের জল দিবা নিশি তুলি,
সামান্যের একতায় সাগর শুকায়ে যায়,
তেমতি পুরিয়া যায় নিষ্ফেপিলে ধূলি !,”

দ্রুমশঃ

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ ।

বৌদ্ধ গণের জাতক নামক এক প্রকার ধর্ম-গ্রন্থ আছে । “বুদ্ধকনিকায়,, দশম ভাগকে “জাতকমা,, নামে খ্যাত । বৌদ্ধেরা কহে “পন্নাম দিকানি পন্নাশ জাতকা শতানি,, অর্থাৎ ৫৫০ শত জাতক আছে । এই সকল গ্রন্থ আদ্যোগম্ পালি ভাষায় রচিত । ইহার টীকা সিংহলীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন এই টীকা অশোক পুত্র মহেন্দ্র ঋষ্ট জন্মের ৩০০ শত বৎসর পূর্বের রচনা করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রাবীন বুদ্ধ ঘোষ নামক মগধ দেশীয় ব্রাহ্মণ ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে জাতক গ্রন্থের কোন কোন অংশের অবতরনিক লিখিয়া প্রকাশ করেন । এই সকল জাতকে বুদ্ধের পূর্ব জন্মের বিবরণ তথ্য নানা উপদেশ পূর্ণ গম্প আছে । বৌদ্ধেরা কহেন জাতক নিচয় শাক্য সিংহের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং এজন্তই ইহা ধর্ম পুস্তকের অন্তর্গত । সকল জাতকেই বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতা ও তাঁহার গুণাবলী বর্ণিত আছে । যথা “দেব দত্তম্ অরত ভাষিতানি সবানি জাতকানি ।,, আমরা অদ্য “দশরথ জাতকের,, বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি, ইহাতে বৌদ্ধেরা ত্রিরাম চরিত যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা অদগত হইতে পারিবেন ।

একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পিতৃ বিরোগ শোকে নিতান্ত কাতর হইলে, তাহার শোক সমুপ্ত হৃদয়, শীতল করিবার জন্ত বুদ্ধদেব গম্প জ্বলে তাহাকে নিম্ন লিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন ।

পুরাকালে বারানসীতে দশরথ নামক একজন প্রবল পরাক্রম-

শালী নৃপতি বাস করিতেন । তিনি কিছুকাল সাংসারিক রূপে
 আশ্রমে কালক্ষেপ করিয়া অবশেষে ছাত্র পরতার সহিত রাজ্য
 শাসন করিয়াছিলেন । তাঁহার মোড়ল সহস্র পত্নী ছিল । তাঁহার
 মধ্যে প্রধানা মহিষীর দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল । ইহার
 মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম ও অপর কুমার লক্ষণ এবং কন্যার
 নাম সীতা ।* কিছুকাল পরে রাজা লোকান্তর গমন করিলে
 রাজ্য শৌকে অত্যন্ত কাতর হইলেন । পারিশদ বর্গের সমুদায়
 ন্যায় নৃপতি শোকবেগে সম্বরণ করিলেন এবং পুনর্বার দার
 পরিগ্রহ করতঃ তাহাকে প্রধানা মহিষীর স্থলাভিষিক্ত করিলেন ।
 তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র জন্মিল, তাহার নাম ভরত রাখিলেন ।
 রাজ্য পুংমুখ নিরীক্ষণে পুলকিত হইয়া রাজ্যকে তাঁহার অভি-
 লষিত বিষয় প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন ; রাজা তাহার
 কোন উত্তর না করিয়া প্রকৃত আনন্দে নিরব রহিলেন । রাজকুমার
 ভরত অষ্টম বর্ষ বয়স্ক হইলে, রাজা নৃপতিকে কহিলেন ‘আ-
 পনি আমার যে অভিনায পূর্ণ বয়সের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া
 ছিলেন অথ তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হউক ,। রাজা দশরথ
 প্রকৃত আনন্দে সম্মত হইয়া রাজ্যের অভিনায ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা
 দিলেন । রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন “মহারাজ ! রাজপুত্র ভরতকে
 আপনার রাজ্য প্রদান করুন ,। রাজা এতচ্ছবনে ক্রোড়ে
 উদ্ভূত হইয়া কহিলেন ‘পাদীরসী ! আমার দুই পুত্র অগ্নিরত্নায়
 উজ্জ্বল কার্ত্তিক ধারণ করিয়া রহিয়াছে । তাহা দিগকে বিনাশ

* অর্থাৎ বারানসীতে দশরথ মহারাজ নাম অগাতি গমনম
 পত্নির ধর্ম্মে রাজ্য করেন। তস্য সৌলসম্ভ মইন্দ্র সহস্রসুন্দম্
 জ্যেষ্ঠকঃ অগ্নিহবিঃ পুত্র একন চ দ্বিতরম বিজয়ি । জ্যেষ্ঠ
 পুত্র রাম পণ্ডিত অহোষি । দ্বিতীয় লক্ষন কুমারে, দ্বিতীয়া সীতা
 দেবী নাম ।।

করিয়। তুই স্বপুত্রের রাজ্য লভের আশা করিস।; রাজার
ক্রোধ হুতাশন প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া রাজ্ঞী ভীত চিত্তে অন্তঃপুরে
প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু তথাপি তাইঁর আশা নিরন্তর হইল না ।
তিনি কিছুকাল পরে পুনরায় রাজাকে তাঁহার অভিনায জ্ঞাপন
করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচিত হইলেন না । রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট,
ভাবিলেন ‘ স্ত্রীলোক কখনই কৃতজ্ঞ নহে, তাইঁদের দ্বারা মানা
বিপদ ঘটবার সম্ভব, সুতরাং আমার পত্নী গোপনে ষড় যন্ত্র
করিয়া রাম লক্ষণের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে
পারে।, এই মত চিন্তা করিয়া পুত্র দ্বয়কে সমীপে আনয়ন
করত তাঁহাদিগের আশু বিপদের কারণ জ্ঞাত করিয়া কহিলেন ;
হে কুমার দ্বয় ! এখানে অবস্থিতি করিলে তোমাদিগের বিপদের
আশঙ্কা আছে । এজন্ত আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমরা কোন
নগরে কিম্বা অরণ্যে বাস কর, তৎপরে আমার পরলোকান্তে
রাজ্যাধিকার করিতে যত্নশীল হইবা।, এই বলিয়া তিনি গ্রহা-
চার্য্যকে তাইঁর মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে আদেশ করিলে, তাইঁর
১২ শ বর্ষ ধরামণ্ডলে জীবিত থাকিবার বিষয় অবগত হইলেন,
এবং কুমার দ্বয়কে সেইকাল অন্তে স্বরাজ্য অধিকার করিতে
আমিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন । তাইঁরা পিতৃ আজ্ঞা
পালন জন্ত সজল নেত্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লই-
লেন । রাজ কুমারী সীতাও পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া
ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গিনী হইলেন । তাইঁরা তিনজনে হিমাবন্ত সন্নি-
বর্তে কুটীর নির্মাণ করতঃ ফল মূল আহারে জীবন অতিবাহিত
করিতে লাগিলেন । সীতা ও লক্ষণ সর্বদা ফল মূল আহরণ
করিয়া রামচন্দ্রকে প্রদান করিতেন ।

রাম, লক্ষণ, সীতার বন গমনের নবম বর্ষ মধ্যেই রাজা দশ-
স্বপ্নের পুত্র শোকে মৃত্যু হইল । ভরত পিতার অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়

সমাপন করিব' সিংহাসনাক্রম্য হইতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু মন্ত্রীগণ রাম জীবিত থাকিতে তিনি রাজ্যাধিকারী নহেন কহিলেন, স্মৃতরাং ভবত ত'হা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বামের উদ্দেশে বনে গমন করিলেন । পূর্ণ কুটীর অরণ্য মধ্যে বামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । তিনি দেখিলেন, শান্ত মূর্ত্তি রাম স্পন্দ রহিত হইয়া বসিয়া আছেন । ভরত তাঁহাকে ভক্তি সহকরে প্রণিপাত করিয়া পিতার মৃত্যু সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন । রাম পিতৃ বিরোগ সংবাদ শ্রবণে গম্ভীর ভাবে রহিলেন, কিছু মাত্র শোক করিলেন না । ভবত এককালে শোকে বিহ্বল হইলেন ইতিমধ্যে ফলমূল লইয়া কুমার লক্ষণ ও সীতা প্রত্যাগত হইলেন । রাম ভাবিলেন, লক্ষণ ও সীতা পিতার মৃত্যু সংবাদে শোক বেগ সম্বরণ করিতে পারিবেন না । স্মৃতবাং ইহা-দিগকে “ পিতার পরলোক হইয়াছে ,, হঠাৎ এ কথা বলিলেই শোকে অধীর হইয়া উঠিবেন । তিনি এজ্ঞা কোশল করিয়া তাহাদিগকে সম্মুখস্থ নদীর জলে অবতরণ করিতে অজ্ঞা দিয়া কহিলেন “তোমরা অগ্নি আসিতে বিক্ষিপ্ত বিলম্ব করায় এই শাস্তি দিলাম ।, তৎপরে এই কবিতার্ক কহিল ।

‘ইথ লক্ষণ সীতা চ

উভ উত্তর খোদকান ,, তি

এই কবিতার্ক শ্রবণে লক্ষণ ও সীতা উভয়ে জলে অবতরণ করিলেন, তৎপরে রাম অপরাধ কবিতা কহিলেন । যথা

“ ইবম্ ভরতো আহঃ

রাজা দশরথো মতো ,,।

এই কথায় দশরথের মৃত্যু বার্তা শ্রবণে তাহারা শোকে অধীর হইলেন । রাম তিনবার এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, এবং লক্ষণ ও সীতা তিন বারই শুনিয়া জ্ঞান শূন্য হইলেন, ভরতের সঙ্গোপন

তঁহাদিগকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। এবং তখন লক্ষণ ভরত ও সীতা সকলেই শোক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভরত রামকে শোক সম্ভূত না দেখিয়া, তঁহাকে সাদরে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানী রাম প্রভুভর করিলেন; সংসারে যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র সকলেই মৃত্যুর অধীন। যথা—

“ ধ হ র চ হি বুদ্ধ চ

ই বল ই চ পশুত

অযম ই ব দালিন্দ চ

সবের মেরু পরাগণ ,,

যেমন পক ফল শীঘ্র ভূপতিত হইবার সম্ভব সেই মত জীব মাত্রেই সর্বদাই মৃত্যুগুণে পতিত হইবার সম্ভব থাকে। যথা।

“ ফলনম্ উব পকননম্,

নিকম্ পপাতন্ ভবম্,

ইবম্ যতনম্ মক্কানম্,

নিকম্ মরণতো ভবম্ ,,

নির্বোধ লোক কেবল পরিতাপ করিয়া ক্রেশের স্বর্গ বরে, তাহাতে আপনার কিছুই উপকার দর্শে না এবং মৃত ব্যক্তিও প্রত্যাগত হয় না। মনুষ্য একাকী সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, এবং একাকীই সংসার হইতে গমন করিবে। সংসারের সকল বস্তুই জগৎভর, এজন্ত শোকাকুল হওয়া কখনই জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য নহে। রামের মুখ বিনিঃসৃত এতদূশ জ্ঞান গর্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন। ভরত রামকে বারানসীতে গমন করিয়া পিতার শূন্য সিংহাসনে অসীন হইতে কহিলেন, তাহাতে রাম প্রভুভর করিলেন ‘ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে দ্বাদশ বর্ষ পরে বারানসীতে গমন করিতে আজ্ঞা করি-

হাজিলেন । এক্ষণে ৯ ম বর্ষ মাত্র গত হইয়াছে, এ সময় গৃহস্থা-
শ্রমে গমন করিলে পিতৃ আজ্ঞা উলঙ্ঘন করা হয়, এজন্ত এক্ষণে
তুমি লক্ষণ ও সীতা সমভিব্যাহারে বারানসীতে গমন কর এবং
বর্ষ ত্রিতয় আমার তুণ নির্মিত এই পাদুকা সিংহাসনোপরি স্থাপন
করিয়া আমার সপুত্র হইয়া রাজ্য শাসন করিব । এতচ্ছবনে
ভরত, লক্ষণ, সীতা ও মন্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে রামের পাদুকা
লইয়া বারানসীতে প্রত্যগত হইলেন । মন্ত্রীগণ সাদরে সেই
তুণ নির্মিত পাদুকা সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন এবং কুমার
ভরত প্রাতি নিধি অরূপ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । রাম
তিন বৎসর পরে বারানসীতে প্রত্যগত হইলেন এবং সীতাকে
বিবাহ করিলেন । প্রজা ও মন্ত্রী এৰ্ণ মহা সমারোহেব সহিত
এই নব দম্পতীকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন ।* এই কল্পত্রীব মহা-
বল পরাক্রান্ত রাম ১৬,০০ বর্ষ রাজ্য করিয়া পরলোক গমন ।
মথা—

দশাব্ধ সহস্রাব্দি,
ষট্টি বর্ষ শতাব্দি চ,
কল্পত্রীব মথা বাহু ।
রাম রাজ্যং অকরোতি ॥

পাঠকগণ দেখুন বৌদ্ধগণের হস্তে রামরাজ্য কিদূর্শ বিকৃতভাবে
ধারণ করিয়াছে । এই জাতকে লিখিত আছে, “তদা দশরথ
মহারাজ সুকোদন মহারাজ অহোমসি, মত মহামায়, সীতা রাহু ল
মাতা, ভরতো আনন্দো, লক্ষণো সারি পুত্রো । পরিষা বুদ্ধ পরিষা,
রাম পুণ্ডিতো অহম্ ই ব ত্তি (দশরথ জাতক) অর্থাৎ সেই সময়
দশরথ মহারাজ, সুকোদন মহারাজ, রাম-মাতা মহামায়, সীতা

* তদসংগত ভবান্ নটকুমার অমর্য পরিবর্তুমন্ গন্ত সীতাম্
অগমহেষিম্ কত্র উভিরম্ পি অভিবেদম্ করিম্হ ।

রাহুলের মাতা, ভরত আনন্দ, লক্ষণ সারিপুত্র, বুদ্ধ পার্শদগণ তাঁহাদের সঙ্গী ও মন্ত্রীসংঘ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সুপাণ্ডিত রামরূপে আমি স্বয়ং (বুদ্ধবাক্য) জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলাম।, বৌদ্ধেরা এইরূপ কৌশলে রামায়ণ লিখিয়াছে। এইরূপ হেমচন্দ্র ও জৈন রামায়ণে ঐরামচন্দ্রকে জৈন ধর্মাবলম্বী লিখিয়া গিয়াছেন।

ক্রিয়া

পাগলের গীত।

ভাল—আড়া চৈক্য।

(দেওয়ান মহাশয়ের সুর।)

পাগল পরাণে আমি গাই।

মনো বেগেতে—

উন্মাদ হৃদয় বেগে উন্মত্ত সদাই।

১

যে কলঙ্ক ধরি ভালে,

যে বিবে হৃদয় জ্বলে,

কারে তা বলিব খুলে ?

কেহ মোর নাই।

২

হাসি কান্না লাজ ভয়ও

সুখ দুঃখ সমুদয়ও,

গিনোদিনী ।

মান অপমান আমার
কিছু গাত্র নাই ।

৩

দাসত্ব শৃঙ্খল করে,
দারিদ্র্য পসরা শিরে,
ভিক্ষার তণ্ডুলে ক্ষুধা
অনল নিভাই ।

৪

পদা ঘাতে জ্বর জ্বর-
দ্র-ভঙ্গিতে থর থর
দুর্বল বাঙ্গালি—পর
পদেতে লুটাই ।

১/৮/৮৭

পূর্ণমনস্কাম ।

১২৩৪

১২৩৪

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতি জাগতিক ঘটনা সাগরের তুরঙ্গোপরিস্থ প্লবমানা তরঙ্গী স্বরূপ । বিবিধ কারণ জালে তরঙ্গ যখন যে দিকে যায়, তরঙ্গী তখন সেই দিকে ভাসিয়া বেড়ায় ! সাংসারিক ঘটনা বলীর বৈচিত্র্যানুসারে সংসারী মনুষ্যের হৃদয়ে বিবিধ আবেগের উপস্থিতি । সেই আবেগ ভরে মনুষ্য-প্রকৃতি চালিত হইতেছে— মনুষ্য কখনও অমানুষিক কাব্য-কলাপে পারদর্শির দেখাইতেছে, কখন নিতান্ত কর্তব্য কার্য্যেও স্থলিত-পদ হইয়া অপদস্থ হইতেছে । সংসার সাগরের আবেগ-তরঙ্গে মানব-হৃদয়-তরঙ্গী অনবরত হেলিতেছে, দুলিতেছে, ঘুরিতেছে, কদাচিৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘোর আবর্তে ডুবিয়া যাইতেছে । সে আবেগ বিবেক—বুদ্ধিরও অপ্রাপনীয় ।

যে দিন কাজয়ার বাসায় বসিয়া অমলরূক্ষ বিধুমুখীর ব্যভিচার-সম্বন্ধে দ্বিতীয়-পত্র পাঠ করিয়া, বিধুবৎ প্রতাপ উন্নত অন্তঃকরণে অকস্মাৎ কাল-মেঘে জ্বালাময়ী বিদ্যুৎ-প্রভা দর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

“তুই কে মা ? জ্যোতির্ময়ী-তেজোরূপিণী-করালি ! তুই কে মা ? তোরে আবার দেখি ; আবার দেখা দেমা ! তুই থাকিতে আমার সংসারে কাজ কি মা !,—সেই দিন অমলরূক্ষের হৃদয়, একটা সাংসারিক ঘটনা বেগের মর্মান্তিক আঘাতে আঁকি কর্তনরূপে আহত হইয়াছিল । এরূপে আঘাতে আহত হইয়া,—

বাখা স্থানে কেহ প্রলোপোধ দিতে অবসর পায় না। তাহার পরদিন প্রাতঃকাল কক্ষকে কাজরায় আরকেহ দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত পূর্বে হইতেই বোলাক চাঁদের হইতে অমলক-কক্ষে কাজরায় আশ্রিত, স্থানান্তর গিয়াছিলেন, বলিয়া গিয়াছিলেন তিনি তরায় ফিরিয়া আসিবেন; আসিয়া, স্থান বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের সহিত অমলকক্ষে সাক্ষাত করাইয়া, তাঁহাকে পাঠাইবেন। তদনুসারে পরমহংস কাজরায় আসিয়াছিলেন, তখন অমলকক্ষে কাজরায় অদৃষ্ট। পরমহংস অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহার বোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, কয়দিন থাকিয়া অবশেষে তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তিনি বিষয় কর্মোপলক্ষে সম্প্রতি কাশী-বাসী। পরমহংস অমলকক্ষে কাজরায় দেখিতে না পাইয়া, উক্ত ব্যক্তির নিকট কাশী-ধামেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন, সচরাচর লোকে জানিত তিনি পরমহংসের জামতা। তবে কি পরমহংস পূর্বে দার-পরিগ্রহাদি করিয়া, সংসারাত্মকের অধিনায়ক ছিলেন? সে কথা পারে প্রকাশ্য। এখন তাঁহার জামতার কিঞ্চিৎ পরিচয় জানা আবশ্যক।

এখন হইতে প্রায় ষাট বৎসর অতীত হইল নবদ্বীপ অঞ্চলের কল্পপ্রমদ ছায়বাগীশ নামে এক অসাধারণ ছায় শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ প্রথম কাশী গমন করেন। তথায় তীর্থ-সম্বন্ধীয় দর্শনাদি কার্য সমাপন হইলে, তাঁহার কাশী পরিত্যাগের সময় কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার বিশেষ বিজ্ঞাবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে তথায় চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি কাশীধামে চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া, ছায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তিনি আর দুই তিনবারমাত্র বাহির আসেন, এবং ক্রমে পরিবারাদিও তথায় লইয়া গিয়া শেষ

জীবন কাশী বাসেই ক্ষেপণ করেন; তদবধি তাঁহার স্ত্রী পূর্ণ কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন ।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কালধর্ম্মের শাসনানুসারে পিতার অনুমতিক্রমেই পিতৃ-বাবসারে পরাশ্রয় হইল । ইংবাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন । এখন সত্যপ্রসন্নের বাবা কাশীর বাঙ্গালীটোলার; এবং তিনি বেনারস কমিশনার অফিসে একটি উচ্চদরের চাকরী করেন । এখন তিনি ভট্টাচার্য্য মহেন্দ্র; আধুনিক সমাজ-প্রথানুসারে ঐ উপাধি ছের বোধে, ‘গাঁই’, অনুক্রমিক উপাধি গ্রহণ করিয়া সত্য প্রসন্ন যুগোপাধ্যায় বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন । গহরাজের সাধারণের নিকট সত্য বাবু বলিয়াই প্রসিদ্ধ ।

সত্য বাবুকে বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণ বংশ জাত সুশিক্ষিত ও সন্মরিত্র দেখিয়া এবং (গাঁই) গোত্রের, পরিচয় পাইয়া, তাঁহারই হস্তে ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত স্বীয় কন্যার পাণি প্রদান করেন । সেই অনু-রোধে পরমহংস নানাস্থানে তীর্থ পর্য্যটনাদি করিয়া, সময় পাইলেই কাশীতে আসিয়া কহা ও জামতার তত্ত্বাবধারণ করেন । অমলকেশ্বর সহিত ইহাঁদিগেরই সাক্ষাৎ করাইবেন, অভিপ্রায় করিয়াছিলেন ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

এখন জমাদার সমভিব্যাহারিনী রোহিণী প্রভৃতি কতকগুলি গেলেন দেখা যাউক । তাঁহার আজ কাশীর নিকটবর্তী একটি পান্থ নিবাসে অবস্থিতি করিতেছেন । এখন দুই তিন দণ্ড মাত্র বেলা আছে । বর্ষার প্রারম্ভে পশ্চিমাকাশ অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । তাঁহার কেন্দ্রতন্ত্র একটি গৃহে বাস । নইল

ছিলেন, অ'হারাদির পর সেই গৃহের দ্বারদেশে বসিয়া নিকটস্থ অত্র গৃহস্থিত বাত্ৰীদিগের সহিত নানাবিষয়িণী কথা বার্তা কহিত্তেছিলেন। জমাদার অল্প ব্যবহিত দোকানে রাত্রির ব্যবহারোপযোগী জবা সামগ্রী ক্রয়ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছে।

এই সময়ে পূর্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে এক অখারোহী পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে প্রায় দশ বার জন বিকট মূর্তি পুরুষ—তাহার মধ্যে কয়জন শিবিকা বাহকেরদ্বারা বোধ্য হইল; কিন্তু তাহাদের সহিত এখন শিবিকাদি কিছুই দেখা গেল না। পান্থ-নিবাসস্থ সকলে 'সাহেব সাহেব, বলিয়া তটস্থ হইল। যাত্রীগণ অনেকেই গৃহ-প্রবেশ করিল। ইতিপূর্বেই সিংহাসী বিদ্রোহের পর্য্যবসানে সেই সকল স্থলে ইংরাজের প্রবল পর ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছিল, সুতরাং সেই ধাবকায় অদ্যাপি তত্রতা অধিবাসী ও ব্যবসায়ীগণ ইংরাজের নামে ত্রস্ত হইয়া উঠে-দোকানদারেরা সাহেব আসিয়াছে দেখিয়া একটু শঙ্কিত হইল; এদিকে মুখে বাত্ৰীদিগকে অভয় প্রদানে ক্রটিকরিতে লাগিল না।

বাস্তবিক আগন্তুক একজন ইংরাজবেশী ফিরিঙ্গী। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ইতঃস্তত পদ চারণা করিতে লাগিলেন এবং সমভিব্যাহারী দিগকে যথা স্থানে অবস্থিতির অনুমতি করিলেন। বাবরচি কটী প্রস্তুত করিতে গেল, এখন তিনি স্বয়ং একটা চৌকীর উপর উপবেশন পূর্বক চতুর্দিকে লোলমুষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এদিকে জমাদার ভব নাপিতানীকে সঙ্কেত করিয়া, পান্থশালায় অল্প অন্তরালে একটা বট বৃক্ষ মূলে বসিল। ক্ষণপরে ভব সুন্দরী গোপনভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,

জমাদার! বাত্ৰীতে বাহা বলিয়াছিল, সে কথাত ঠিক বটে; এ সাহেব সেই নয়?

জমা। ‘সেই বৈকি ? আমি কি না জানি। শুনিল। তোমাকে বলিয়াছিলাম ?,,

ভব। “তবে সঙ্গে তুমি না থাকিলে, কি বিপদই না ঘটত।
যাহা হউক এখনকার উপায় ?, *

জমা। “উপায়ের পরামর্শ জ্ঞাই তোমাকে ডাকিলাম।
এখন বুঝিতে পারিতেছ, যখন লোকজন লইয়া এতদূর আসিয়াছে
তখন বিধুমুখীর উপর এক কারখানা না করিয়া ছাড়িবে না।,

ভব। “তার আর কথা আছে ? তা না হইলে, সর্ব্বশেষে
মিন্বে এতদূর আসিবে কেন ? আর তুমিত আগে হইতেই এসব
খপর জানিয়াছিলে !,

জমা। ‘আমি জানিয়াইত দেখিলাম, তুমিই রোহিণীর
বিপদ কালের একমাত্র বন্ধু, কাজেই তোমাকে সঙ্গে আসিতে
অনুরোধ করিলাম।,,

ভব। যেমন বলিয়াছিলে, তেমনি আসিয়াছি। এখন আমা
হইতে কি হইবে বল দেখি ? আমার ত বড় ভয় হইতেছে !,

জমা। ভয়ের কর্ম নয়, তোমাকে একটি সাহসের কাজ
করিতে হইবে ?,

ভব। “কি কাজ ?,

জমা। ‘বলি শুন, বলি। ভবসুন্দরীর অধিকতর নিকটবর্তী
হইল, এবং অস্ত্রের অশ্রাব্যস্বরে অতি ধীরে ধীরে পরস্পর কথোপ-
কথন করিতে লাগিল। পরামর্শ শেষ হইতে অনেকক্ষণ গেল।
শেষে ভবসুন্দরী বলিয়া উঠিল;

‘উঃ ! বল কি ?

জমা। ‘বল কি কি ? যা বল তাই করিব।,

ভব। ‘আমার ত শুনে গা শিউরে উঠিয়াছে।,

জমা। ‘শিউরে উঠিলে চলিবে না ; এই সময় শেষ

নাহস করিয়া দেখ, পারিবে ত ?

ভব । ‘আমি-পারি-ব, আমার ত কাজ সহজ ; তুমি পারিবে ?

জমা । ‘তোমার পক্ষে যেমন একাজটী সহজ, আমারপক্ষে তেমনি সে কাজটী সহজ ।

ভব । ‘ধন্য তোমাদের জাতির বলিহারি-সাহসের বলিহারি আর পর উপকার করার বলিহারি !

জমা । ‘কাছারও ধর্ম রক্ষা করিতে হইলে, এমনি করিয়াই করিতে হয় ।

ভব । ‘তবে সে সময় বিধুর না আর বিধুমুখী কোথায় থাকিবে ?

জমা । ‘চল গিয়াই অগ্রে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া দিও অসি । বলিয়া জমাদার তথা হইতে গাত্রোত্থান করিল, ভবসুন্দরীও জমাদারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাম্বশালাভিমুখে অগমিতে লাগিল ।

এখন পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিতেছেন যে এই অগুরুত্বপূর্ণকর্ম, সেই চন্দন নগরের ডাক্তার পিটার্গন । ইতিপূর্বে বিধুমুখী প্রভৃতির কানী যাত্রার সংবাদ পাইয়া, পিটার্গন তাঁহাদিগকে দ্বাধি-বন্দো আক্রমণ ও হস্তগত করিবার অভিলাষে, গোপনে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গমন করিবেন, পরামর্শ স্থির করেন । সেই পরামর্শ-চতুর জমাদার জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের কথক্ৰমে সহায়তার জন্য তাঁহাদিগের সঙ্গে, ভব নাপিতানীকে আমিতে অগুরুত্ব করে, এবং নিজেও পাথে মিলিত হইবে বলিয়া স্বীকার করে । আর এই গুরুত্ব রোহিণীর নিকট ঘূষাকরেও প্রকাশ করিতে নিষেধ করে । ভব জানিত জমাদার রোহিণীর পরামর্শ-কারী, অতএব সে তাহার পরামর্শদ্বারা কার্য্য করিল ।

দ'রও আসিয়া মিলিয়াছে ; আর দেখা যাইতেছে, ডাক্তার
পিটার্গন পূৰ্ব্ব পরামর্শ মত কাজ দেখাইতেছে ।

ভবসুন্দরী ও জমাদার পাশ্চ-গৃহে আসিয়া দেখিল, বিধুমুখী
নৃত্যস্থে পতিত হইয়া কাঁপিতেছেন, রোহিণীও চন্দ-বিন্দুর
হৃৎ অতি দীর্ঘভাবে বিধুমুখীকে ক্রোড়-মধ্যে ধরিয়া বসিয়া আ-
ছেন, ভবসুন্দরী মনে মনে ভাবিয়া লইল, বিধুমুখী পিটার্গনকে
দেখিয়াছেন ; যুগে জিজ্ঞাসা করিল,

“ বিধুমুখীর হঠাৎ কি হইল ?

বোহি । ‘ আর ভব ঠাকুর কি দেখিতেছিস্ কি ? সর্ব্বনাশ !
-বে ভয়ে পলাইতেছি, সেই ভয় মনে সঙ্গে ।

ভব । ‘ কি ভয়টা কি শুনি ?

বোহি । ‘ আর কি বলিব ? বাড়ীতে বিধুমুখীর উপর যে
ফিরিঙ্গী অত্যাচার করিয়াছিল, সেই এখানে আসিয়াছে । বিধু
তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে ।

ভব । ‘ তার ভয় কি ? কে কোথায় যাইতেছে বলিয়া কি
ভয় করিতে হয় ?

বোহি । ‘ কাজেই ভয় করিতে হয়, আমার ত রূপাল ভাঙ্গ
নয় ! আর বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, সে দিনকার সেই তত
গোলযোগের পর যখন আবার সে অলপ্পেরে এতদূর আসিয়াছে,
তখন তার মনে অবশ্য বন্দ অতিপ্রায় আছে ; মনে হইতেছে হরত
কখনই কি বিভ্রাট ঘটাইবে । ইহাতে ভয় হয় আর না হয় ?

যখন এইরূপ কথোপ কথন হইতেছিল, তখন দুই তিন মণ্ড
রাত্রি হইয়াছে । ক্রয় পক্ষীয়া নিশা সন্ধ্যার অপেক্ষা পূর্বে
গাঢ় অন্ধকার ঘাষিয়া বসিল । রোহিণী প্রভৃতি যে একটা কুজ
গৃহে বাস লইয়াছিলেন, সে গৃহে অত্র বাকী কেহই নাই ; গৃহের
এই পূর্বে একটি কুজ দীপদীপিত করিয়া জ্বলিতেছিল ।

নাপিতানী বিধুমুখীকে ক্রোড়ে করিয়া উঠাইল ; দেখিল বিধু-
মুখীর নয়ন দ্বয় মুদ্রিত ; অথচ চক্ষুর আবরণ-পৃষ্ঠ সজল । ভব
তাঁহাকে স্বীয় বাহু অবলম্বনে বসাইয়া কহিল।

‘বিধু! ভয় কি চাও দেখি মা!’,

বিধু। ‘না,

ভব। ‘কেন? আমরা থাকিতে ভয় কি? একবার চাও
চখে মুখে জল দিয়া দিই।’,

বিধু। ‘মা সম্মুখে নরকায়ি।’

ভব। এখানে কেহই নাই—কাহার সাধ্য আসে?,

বিধুমুখী ধীর কৃষ্ণিৎ স্বরে কহিলেন, “ঐ বাহিরে।”,

ভব। ‘বাহিরেও এখন কেহই নাই।’,

বিধুমুখী অনেক ক্ষণের পর চক্ষু চাহিলেন। অপরাঙ্কেবস্থল-
কমলিনী-দলী-তুলা আবৃত্ত চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন, গৃহ দীপা-
লোকপূর্ণ ; সম্মুখে ভীতমুখী রোহিনী ; অব্যবহিত দক্ষিণ পাশ্বে
ভবসুন্দরী বাহু বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, দেখিলেন তিনি
ঈর্ষ্যে সেই বাহু অবলম্বনে বসিয়া আছেন।

তাঁহার পর গৃহের চতুর্দিকের ভিত্তি গাত্র অবলোকন করি-
লেন ; উপরিভাগে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন ; কণ পরে জলপান
করিলেন। এইবার কথা কহিয়া বলিলেন,

‘আমাদের সঙ্গেই সেই জমাদার কৈ?’,

‘রোহিনীও ভবসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তাইত ভবি
চাকুর কি! তোর সঙ্গে জমাদার কিরে আসিল নয়? তবে এখন
কোথায় গেল?’,

ভব। ‘ভয় নাই ; একটু স্থানান্তরে গিয়াছেন, শীঘ্রই কিরে
আসিতেছেন।’

রোহি। ‘কোথায় স্থানান্তর?’

ভব । ‘তা বলিতে পারি না ; যাঁহা ছউক যেখানে যাউন ; তিনি বিধুমুখীর রক্ষার জন্তই বাস্তু আছেন বোধ হয় ।

রোহি ‘এখন তিনি আসিলে যে বাঁচি, তিনি ক’ছো থাকিলেও অনেকটা সাহস হয় ।

ইহাদের এইরূপ কথা বার্ত্ত হইতেছে, এমন সময়ে বঙ্গ দেশীরা একটা স্ত্রীলোক ইহাদিগের বাসা-গৃহে উপস্থিত হইল । ভবসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল,

‘তুমি কেণ ?

স্ত্রী লোকটী উত্তর করিল,

‘আমার বাড়ী আগে চন্দন নগর ছিল, এখন ওপারে বাস করিতেছি । পাপ মুখে কি বলিব । এখন তোমাদেরই সাথি ; ইচ্ছা আছে কাশী করিয়া জীবনাবন পর্যন্ত দর্শন করিব ।

ভব । ‘তা বেশ বাছ’, তোমরা কি লোক ?

স্ত্রী । ‘কি বলিতে পারি আমরা জেলে ।

ভব । ‘তোমার সঙ্গে আর লোক কে আছে ?

স্ত্রী । ‘আরও কয়জন লোক আছে । তোমাদের সঙ্গে কি পুরুষ লোক কেহ নাই ?

ভবসুন্দরী বুঝিল এ স্ত্রী লোকটী পিটার্ণের ঋণ দূতী বুঝিয়া উত্তর করিল,

‘আমি ইহাদের সঙ্গে লোক নহি, আমার অগ্ধ ঘরে বাস’, আমার সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ কয়টাই লোক আছে ; তবে ইহারা মায়ে ঝিয়ে মাত্র, ইহাদের সঙ্গে আর কেউ নাই ।

তখন নূতন স্ত্রী রোহিণীকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

ইহা যেন তোমাদিগে চন্দন নগরে দেখেছি দেখেছি বোধ হইতেছে ।

রোহি । ‘তা দেখিয়া থাকিবে, আমাদেরও বাড়ী চন্দন

নগরে ; কিন্তু তে মাদেশত বড় চিনিতে পারিন বড় ।

হুতন স্ত্রী । ‘হাঁ মা, চিনিবে কি ? সে অনেক দিন হইল, হোট বেলান তোমাদের বাড়ী মাচ দিতে বিধাজিলাম । ত’রপর চন্দন নগরের বাস উঠেছে ত’র আজ এক বণী হইল ।

রোহি । ‘য’হা হউক মা, তবু দেশের লোক একবার বাস ।

স্ত্রী । ‘বড় বাসিব না বাস’র লোক খোজ করিবে, অ’ত বিদেশে চেনা লোক দেখিলে, যেন কত নিধি বোধ হয় । দূর হ’তে তোমাদের দেশের ভাবে চিনিতে পারিয়া, কাছে আসিয়া পড়িলাম । হাঁমা তোমাদের দেশের নাম কি ?

রোহি । ‘আ’র মা হতভ গীর গার্ড হতভাগী জন্মেছে, ওব নামই আছে ;—নাম বিধমুখী ।

স্ত্রী । ‘নামটীত বেশ তবু এখন দেশের কথা মুখে আনিছে কেন মা—মেয়ের বে দিচ্ছে কোথায় ?

রোহি । ‘আ’র ও কথা ‘জজ্ঞাসা করিওন ; ভাল য’রগ’স ভাল ঘরেই বে হ’য়েছিল তা ত তেত কোন ফলহ’ল না ।

স্ত্রী । ‘অ’রপ’ল এমন দশ’, বিধাতার কি চোখ নাই গা !—য হউক এখন যাই না । অনেকক্ষণ এসেছি, অ’বার ক’ল সক লে দেখা হবে, এক ম’জ্ঞই যাইব ।

ভবস্বন্দরী তখনই বহিঃ, উঠিল,

‘চল আমিও অনেকক্ষণ এসেছি, আহা ইহঁরা দুটী মেয়ে মানুষ কেমন করিয়া থাকিবে, তবে আমি না হয় আর একটু বসিয়া যাই চা’ ।

হুতন স্ত্রী লোকটী চলিল গেল, রোহিণী চকিতা ও কৌতূ-হলিনী হইয়া, ভবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

‘হাঁ ভবি ঠাকুর ষি ! তুই ও মেয়েটির সাক্ষাতে অহ বাসার লোক বলিয়া গোপন করিলি কেন ?

ভব । ‘তার কথা আছে ;—ও মেয়ে মাছুষটী বড় সোজা মেয়ে নয় ; বোধ হয় ও পিটার্শনের লোক ।’

এই অন্তর্জালা-কর-নামে বিধুমুখীর আবার হৃৎকম্প হইল । এই সময় অতি দীর পদ সঞ্চারে জমাদার গৃহে প্রবেশ করিল । ইহারা যে গৃহের রহিয়াছেন, তাহা পাথের উত্তর পার্শ্ব-বর্ত্তিনী গৃহ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী গৃহ । এই গৃহের দক্ষিণ দিকের দ্বারই সচরাচর মুক্ত রহিয়াছে । তাহার উত্তর দিকে আর একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে, ই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়াই জমাদার আসিল । জমাদার আসিল দেখিয়া, বিধুমুখীর ভয়ের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল । এদিকে জমাদার গৃহ-প্রবিষ্ট হইতেই, ভবসুন্দরী দীর্ঘে ধীরে গৃহের দক্ষিণ দিকের দ্বার স্বন্ধ করিল । রোহিণী জমাদারের পদ-মূলে পতিত হইয়া অতি ভীতি-সঙ্কচিত স্বরে দীনভাবে কহিলেন,

‘আমাদের বড়-বিপদ, আমরা—দ্বিগুণ কি হবে ? এইবার রক্ষা—’,

জমাদার ব্যস্তভাবে একটু পশ্চাৎগামী হইয়া, তাঁহাকে উঠাইয়া ধরিবার নিমিত্ত তবকে অনুরোধ করিল এবং উৎসাহিতব্যাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, ‘ভয় কি ! কাহার সাধা আমি থাকিতে বিধুমুখীর উপর অত্যাচার করে ?—আমি সব অবগত হইয়াই, এখনকার উপায় স্থির করিতে ব্যস্ত আছি ।’

রোহি । ‘কি উপায় হইবে ?’

জমা । ‘আজ রাত্রে তোমাদের স্থানান্তরে রাখিয়া আসিব আমি এবং ভব এই গৃহে থাকিব ।’

রোহি । ‘কেন তোমরা থাকবে ?’

জমা । ‘বিশেষ প্রয়োজনে—সে কথা পরে বলিব ।’

রোহি । ‘আমাদের যদি স্থানান্তরে রাখিয়া আসিতে পার তবে সেখানে তোমাদেরও স্থান হইবে ?’

জমা। ‘তা হয়, স্থানের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের যাওয়ার অভাব আছে ।,

রোহি। ‘কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা, এ স্থান ছাড়িয়া সকলেই পলাইয়া যাই !,

জমা। ‘পলান সোজা কথা বটে, কিন্তু পলাইলে দুষ্কের শাস্তি হইবে না।,

রোহি। ‘এখানে তোমাদের কি বল আছে ? কি শাস্তি করিবে ?,

জমা। ‘শাস্তি দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব : চেষ্টার যে ফল হইবে, তাহা পরে জানিতে পারিবেন ।”

রোহি। ‘যাহা হউক আমাদের রক্ষার জন্য স্থানান্তরে রাখিয়া আসিবে বটে, কিন্তু এখন তোমাদের ছাড়িয়া থাকিতে আমরা তিলান্বক্ষণ সাহস হয় না।,

জমা। ‘ভয় নাই—সে নির্ভয় স্থান ।,

রোহি। ‘সে স্থান কী তোমার জানিত ছিল ?,

জমা। ‘পূর্বে জানিত ছিল না বটে, এখন জানিলাম সে-খানে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই ।,

রোহি। ‘এখন কখন জানিলে ?,

জমা। ‘এইমাত্র জানিয়া আসিতেছি ।,

রোহি। ‘ভবি ঠাকুর কি তোমার কাছে না থাকিলে চলিবে না কি ?,

জমা। ‘চলিবে না ।,

রোহি। ‘আমাদের যেখানে যাইতে হইবে, সে স্থান কত দূর !,

জমা। ‘অনেক দূর নহে, এই নিকটেই দুই তিন দণ্ডের পথ ।,

রোহি। ‘আমাদের কাছে তোমরা আবার কখন যাইবে ? ;

জমা । “এই রাতেই ।,”

রোহি । ‘দেখ, — যেখানে রাখিব সেখানেই থাকিব,
একাত্রা রক্ষা হইলেই হইল ।,

জমা । ‘তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাট, গা তুলিতে
হইতেছে, বলিয়া উত্তর দিকের দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া বাহিরে
দাঁড়াইল ।

ভব । ‘প্রদীপ ?,

জমা । ‘প্রদীপ জ্বলুক, আরন্ত তেল দাও ।,

রোহিনী বিধুমুখীকে উঠিতে কহিলে, বিধুমুখী ভয় ও আ-
জ্ঞাদের মধ্য-বস্তু হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।
নান কারণ তাঁহার দেহ কপিত হইতেছে । কোণায় ঘাইতেছেন,
পাখিমধোই বা কোথায় কি আছে । এই রূপ নানা ভাবনাগ চঞ্চল
চিত্ত হইলেন । যতই ভাবুন, ঘাইতেই হইবে স্থির আছে ।

এদিকে জমাদার যাত্রার জন্ত্য ন্যস্ত করিতে লাগিল । ভবসু-
ন্দরী অগ্রবস্তু হইল, পাশ্চাৎ পাশ্চাৎ বিধুমুখী ও রোহিনী
গৃহ নির্গতা হইলেন । জমাদারের সঙ্কেতানুসারে ভবসুন্দরী গুপ্ত
দ্বার কল্প করিল । সকলেই নিঃশব্দে উত্তরাভিমুখে চলিলেন ।
জমাদার অগ্রগামী হইয়া সঙ্কেতে পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল ।
এখন রাত্রি প্রহরেকমাত্র, — সবাইএর পথ — প্রান্ত পথিকেরা
প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী — অনেকের নিদ্রিত হইয়াছে । বোধ
হয় কোন কোন গৃহ হইতে অস্পষ্ট বাক্ স্কুরণ শ্রুতি হইতেছে ।
তজ্জন্ত জমাদার সজিনী দিগকে সঙ্কেতে সতর্ক করিতেছে । নিশা
ঘোর অন্ধকার ময়া ।

সমুদ্র-বন্ধন ।

“কোটি কোটি ক্ষুদ্র কীট একত্র মিলিয়া,
উত্তুঙ্গ বল্মীকি-রাজী তুলিছে গাঁথিয়া,
অগাধ-সাগর-গর্ভে পলা কীট গণ সর্বের
মনুষ্য-বসতি-দ্বীপ রাখিছে নিশ্চিয়া !”

“কোটি কোটি মধু মক্ষি ভ্রমি নানা ফুলে,
অণু অণু মাত্র মধু আনে বুলে বুলে,
সে মধু সঞ্চয় করি অসংখ্য কলস পূরি,
সারি সারি সাজা’তেছে বিপনী সকলে ।”

“কত ক্ষুদ্র পরমাণু অচিন্ত্য-কারণ
তাদেরি সমষ্টি-গুণে জগত সৃজন !
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা কত পৃথী স-সাগরা
সেই পরমাণু মাত্রে হ’তেছে গঠন !”

‘এইরূপ একতায় অগাধ্য সাধন
হইতেছে নিরবধি, কে করে থণ্ডন ?
শতবার ধিকতারে প্রতিজ্ঞা সাধন-তরে
যে না করে অকাতরে জীবন-বর্জন ?”

“আহার-বিহার ত্যজি ধরো যদি বেশ,
লভিতে তপস্যা-ফল ত্যজো স্থখ-লেশ,
কঠোর যোগের তরে ক্রেশ-ভার শিরে ধ’রে,
দিবস রজনী লহ ধৈর্য উপদেশ ।

“কি কাজ অসাধ্য কিছু এ জগতি-তলে ?
কি ফল না ফলিয়াছে প্রতিজ্ঞার ফলে ?
একটী উদ্দেশ্য রাখি সকলেই মাধো দেখি,
ধাকে কি অসাধ্য কিছু একতার বলে ?,”

শুনিয়া বানরগণ উৎসাহে মাতিয়া,
রাজ লক্ষ্মী উদ্ধারিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া,
নিদ্রা-ভোগ দূর ত্যজি, স্থিরাধ্য বসারে গজি,
কার্যের সাধন করে দৃঢ় রাখি হিয়া ।

ধন্যরে প্রতিজ্ঞা-বন ধন্য সহিষ্ণুতা !
ধন্য উপদেশ বাক্য ধন্যরে একতা !
ক্রমে কিছু দিন পরে বিশাল সাগরোপরে
বানরে বান্দিল গেতু অদ্ভুত ব্যরত্যা-।

দুস্তর সাগর হ’য়ে সেতু-পৃষ্ঠে পার্শ্বঃ
দুই নিশাচরে করি সবংশে সংহার

স্থির সহিষ্ণুতা বলে অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা-ফলে
অনায়ামে রাজ-লক্ষ্মী করিল উদ্ধার ।

একবার—

আয়রে মানবগণ দেখাই তোদেরে !
দেখ বানরের কীর্তি ! কোটা কোটা নরে,
অস্থি মাংসে দেহ আঁটি তোরাওত কোটা কোটা,
তোদেরওত রাজ লক্ষ্মী পারাবার পারে ।

তাই আবার—

কি কাজ অসাধ্য আছে এ জগতি-তলে !
কি ফল না ফলিয়াছে প্রতিজ্ঞার ফলে ?
একটা উদ্দেশ্য রাখি সকলেই সাধো দেখি,
থাকে কি অসাধ্য কিছু একতার বলে ?



দার্শনিক সংসার ।

গগন তপন পবন পাথার,
পৃথিবী প্রভৃতি প্রপঞ্চ ধাতার,
নক্ষত্র চন্দ্রমা গ্রহ ছায়া পথ
দিবারাত্রি আদি কাল ক্রমাগত

প্রাতঃ সন্ধ্যা উষা, নিদাঘ বরিয়া,
 নিয়তি বহ্নেতে নিত্য যাওয়া আসা,
 এ সব অনাদি, নিত্য নিরবধি—
 রহিয়াছে, রবে, ভবের এ বিধি
 কবে স্ফটিকল ? কবে ধ্বংস হবে ?
 কবে ছিলনাক ? কবে না রহিবে ?
 কে পারে বলিতে ? ভাবিতে হৃদয়
 বিস্ময় স্তম্ভিত, অন্ধকার ময়
 হেরি দশদিশি—নভ, রবিশশী
 অনিল মনিল কাল দিবানিশি
 ছিলনা যখন, কি ছিল তখন ?
 কি ছিল কোথায় ভাব দেখিমন !
 ভাবিতে পারিনা বড় অন্ধকার !
 আশা ভরসাদি অকূল পাথার !
 মনপ্রাণ ধ্যান ধারণা সকল,
 যত কিছু সব ধূ ধূ ধূ কেবল !
 যত কিছু তবে কোন কিছু নাই
 অন্ধকার ! না-না কোথায় বা তাই ?
 কোথায় বা তুমি ? কোথায় বা আমি ?
 কোথায় অন্তর ? কোথা অন্তর্যামী ?
 বিধাতা কোথায় ? উহু কি যজ্ঞগা
 দাক্ষণ্য অদ্বৈত ভাবিতে পারিনা !

রে উন্মাদমন ! কাজনাই ভাবি !
 কাজ নাই মোর অকূলেতে ডুবি,
 নিজে অতিক্ষুদ্র পরমাণু প্রায়
 পরমাণু পুঞ্জসমষ্টি ধরায়—
 যন্ত্রের পুতুল যন্ত্রে ঘুরি ফিরি
 যন্ত্রে শব্দ হয় যন্ত্রে গান করি !
 যন্ত্রে হাঁস কাঁদ যন্ত্রে অভিনয়—
 জীব রঙ্গভূমে, নাট্য ভ্রমরয়—
 সংসার ! কদিন রবে এ মোহিনী ?
 (পলকের কার্য্য) পোহাবে রজনী,
 সর্ব্বশেষ অঙ্ক সনাপ্ত হইবে,
 যন্ত্র বলি পরিয়া রহিবে !
 আমি আত্মারাম জাগি যতদিন
 পরমাণু সংখ্যা ঠিক ততদিন ।
 ততদিন আর কতদিন হবে ?
 সংখ্যা শতবর্ষ চৈতন্য বহিবে !
 এই শতবর্ষ অনন্তের সহ—
 উপমা করিলে (আমি নাই কেহ !)
 —এত ক্ষুদ্র ; কিম্বা অস্তিত্ব বিহীন ।
 (অস্তিত্ব অনন্তে হয়ে গেছে লীন !)
 জীবের চৈতন্য নিদ্রার স্বপন ?
 তথাপি সংসারে (আমি এক জন)

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অপূর্ণ অর্দ্ধাঙ্গ-
 উন্নত্ত জীবের দেখ দেখি রঙ্গ ?
 অজ্ঞেয় জিনিতে যায় কুতূহলে,
 অকথা প্রলাপ যাহা নয় বলে ।
 অনন্ত হইতে অন্তে যে জন,
 নিত্যাপেক্ষা নিত্য নিত্য নিরঞ্জন,
 ভবিষ্যের অগ্র অতীতে (র) অতীত.
 পূর্ণ পরাৎপর স্বয়ং সদ্যিত,—
 স্বতন্ত্র ভাবিতে হ'য়েছে ব্যাকুল ।
 কখন সন্দেহ কভু বলে ভুল,
 কভু বলে আছে, কভু বলে নাই ;
 রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলিছে সদাই !
 কত টুকু চিন্তা ? কত টুকু জ্ঞান ?
 কত টুকু বুদ্ধি ? কত টুকু প্রাণ ?
 মনুষ্যের ? তাই ভাবিবে ইশ্বরে ?
 স্থায় বজ্রতা কুতর্ক বিস্তারে
 কেন পণ্ডশ্রম ? (যশের লালসা
 হায় থাকে যদি মিটি বে সে আশা !)
 কিন্তু কার্য কিছু হবে না হবে না !
 কভু হয় নাই কভু হইবে না ।
 কোটী কল্প যুগ প্রজা প্রীতি ভক্তি
 বিশ্বাস সাধনা সাধি ; লভি মুক্তি

অনন্ত ভজিতে শিখ তার পর
 (ব্রহ্মা উপাসনা ?) ব্রহ্ম পরাংপর
 তর্কেতে গিলে না, তাদৃশ উদ্ধেতে
 জ্ঞান কিম্বা আশ পাবে না পৌছিতে !

প্রেমিক প্রেমেতে কান্দিয়া পাগল !
 বিবেকী ভাবেতে অগাধ বিহ্বল !

সেই মাত্র স্থখ সেই মোক্ষভবে,
 সেই সত্য ! কিন্তু প্রলাপে মস্তবে !

সংসার প্রলাপে বিহ্বল মতত—
 স্বার্থ কণ্ঠয়নে অস্থির উন্মত্ত !

যশের লালসা অতি তীব্রতর
 বৈমম্য বিরোধ অতি ভয়ঙ্কর !

“ আমি বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ প্রতিভা সম্পন্ন !

“ করি, দার্শনিক, জ্ঞানি অগ্রগণ্য !

“ আমি ধনী মানী, যশস্বী সংসারে !

“ আমি এক জন ! আমি কি কাহারে !

“ গনি ? সংসারেতে কে আমার মত ?

“ আমি রাজা পৃথ্বী মগ পদানত !

“ আমি প্রভু তুমি সেবক আমার !

“ আমি শ্রেষ্ঠ তুমি নিকৃষ্ট ধাতার

“ লিখন এ সব অদৃষ্টের মত

“ গাল মম আজ্ঞা দেখেছ শানিত

দার্শনিক সংসার ।

“ তরবারি ? জান মম বাহুবল ?
“ আমি বলীয়ান তোমরা কেবল
“ সেবক আমার ! আমারি কারণে
“ জন্মেছে ভূতলে, আমি যদি প্রাণে
“ বধি তোমাদিকে (মরিনে নিশ্চয় !)
“ আমি যদি রাখি তবে কারে ভয় ?
“ আমার তৃপ্তিতে তোমাদের তৃপ্তি-
“ আমার গতিতে তোমাদের গতি ।
“ আমি যাহা কব পাষণের রেখা
“ আমার যে আজ্ঞা বিধাতার লেখা ।
এইরূপ বৈষম্য আছে ! নিরুপায়
এ অসুঃপ্রদাহ দেখাব কাহার ?
জন্মমাত্র সবে সমান সংসারে
সকলেই দায়ী সকলের তরে ।
সকলের ভোগ্য স্বাধীনতা নিধি,
দাসত্ব প্রভুত্ব কাল্পনিক বিধি !
ধাক্ক সভ্যতা সুশিক্ষা সমাজ ।
পাশ্চাত্য বিধানে নাহি কোন কাজ !
দূর কর মিথ্যা ভণ্ডের তাঁরামি
বৈষম্য বিচার কিসের ? কে তুমি
আমি-তুমি ভিন্ন কি আছে সংসারে ?
তুমি পূজ্য আমি পূজিব তোমাতে ?

বহুদিবস হইল আমি ‘‘ চিন্তা (reflections) ’’, নামে হাতের লেখা একখানি পুস্তক পাঠিয়াছি। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমার ইচ্ছা হইল জন সমাজে প্রচার করি। কিন্তু পুস্তকখানি এত ভাল নয় যে বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করি। এক্ষণে ‘বিনোদিনী’, পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবারজন্য পাঠাইলাম।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় এটি কোন প্রেমিক পুস্তকের লেখা। বিনোদিনীতে পুস্তকের লেখা প্রকাশিত হয় কি না পূর্বে জানিতাম না কিন্তু এক্ষণে বিশ্বস্তহৃদে জামিয়াছি ও বুঝিয়াছি যে আমাদের দেশের স্ত্রী লোকেরা এখনও এত উন্নতি লাভ করে নাই যে পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত একখানি পত্রিকা প্রকাশিত করে। অনেকে বলিতে পারেন পুস্তকে সাহায্য করবে কিন্তু তাই বলিয়া প্রেমিক পুস্তক কেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে গুপ্ত কণ্ঠ প্রেমিক বটে কিন্তু নীচ নয়।

প্রচারক।

চিন্তা (reflections)

প্রথমরাঃ।

“দেখিলে তোমার সে ও তুল প্রেম আননে।

কি ভব সংসার শোক বোঝ বিপদ শাসনে ॥”

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন “তুমি তামাক খাওনা কেন? আমার গুলি খোর প্রভৃতি দলে লোকেরা বলেন “তুমি মগতাত কর না কেন?” মাতালেরা বলেন “তুমি মদ্য পান কর না কেন তবে তোমার জন্মই বুঝা। এইরূপে

প্রায় প্রত্যেক আলাপী নেশাখোর, ধূমপাই পণ্ডিত
মাত্রেই আমাদের আপন আপন ছাত্র করিতে চাহেন ।
আমি ঐ দলের প্রায় সকল পণ্ডিতকেই যথাক্রমে
জিজ্ঞাসা করি তামাক, গুলি, গাঁজা, মদ্য প্রভৃতি এ
সকল পান করিলে কি হয় ? তাহাতে প্রায় সকলেই
উত্তর দেন ‘ বহু পরিশ্রমের পর তামাক কিন্না কোন
একটাই নেশা ব্যবহার করিলে সমস্ত ক্লান্তী দূর হয় ।
কিন্তু আমি এই ক্লান্তী নিবারক মহৌষধ ব্যবহার
করিতে অসম্মত কেন ? আমি কি পরিশ্রম করি
না ?—না, এ দরিদ্র বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে অতি অ-
ল্পই লোক আছে যাহাদের পরিশ্রম বিনা সংসার যাত্রা
সচ্ছন্দে নির্বাহিত হইতে পারে । বিশেষতঃ আমি
সামান্য চাকরি করি । এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর
বাঙ্গালী বাবুরণ্যায় “স্বাধীন ব্যবসায়” অবলম্বন করিব
বলিয়া ক্ষিপ্ত হই নাই । এই জন্যই আমি অন্তর
নিকট চাকরী করি । সকলেই জানেন সামান্য চাকরী
করিতে গেলে কত পরিশ্রম করিতে হয় । তবে
পরের অনুমত্যানুসারে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্তি
ভোগ করি কেন ? ক্লান্তি নিবারক মহৌষধ ব্যবহার
করি না কেন ? আমি এত নির্বোধ কেন ? আমি
কি এ স্থলে এত নির্বোধ !—না । এ জগতে সকল
লেই হয় ঐহিক না হয় পারলৌকিক সুখলাভের জন্য
সচেষ্ঠ । নেশা না করিলে পরলোককে কোন সুখ
হইবে কি না বলিতে পারি না । তবে ইহ লোকের
সুখ ত্যাগ করি কেন ? তবে আমি অস্বাভাবিকও
না—আমি এস্থলে নির্বোধও নই অস্বাভাবিকও নই ।

আমারও একটা নেশা আছে । মনের সহিত শরীরের কত নিকট সম্বন্ধ তাহা অল্প চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন । আমি মুখে নেশা করি না মনে নেশা করি, চক্ষুতে নেশা করি । সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর একবার তাহার [কাহার তাহা বুলিবার প্রয়োজন নাই] মুখ খানি কিম্বা কোন অঙ্গ কিম্বা তাহার সম্বন্ধিয় কোন বস্তু দেখিতে পাইলে দিনমনি আগমনে তিমির রাসি ধ্বংশের ন্যায় ক্লান্তিরাশি ধুশ হইয়া যায় । অনেক বলিতে পারেন তুমি নেশা যেমন অনায়াসেই যেখানে সেখানে পাইবে তাকে ত সে রূপ পাইবে না । কিন্তু তাহার জ্ঞানেন না যে আমি মনে করি যে সে আমার প্রত্যেক পদ বিক্ষেপ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে । কাহার ইচ্ছা না হয় যে যাহাকে ভালবাসি সে আমাকে পবিত্র দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করুক ? আর ভাল বাসিলে কেইবা সে রূপ মনে না করে ?

কুশণেরা নীচ কিসে ? সে আপনার বস্তু পরকে দান করিতে পারে না । যে দান করে সে পবিত্র । সংসারের সার পদার্থ মনুষ্য । মনুষ্যের সার পদার্থ মন । সে সেই সর্বাপেক্ষা সার পদার্থ দান করে তাহাকে পবিত্র দেবতা কেন মনে করিব না ?

যে মনের অধিকারী তাহাকে মনোমধ্যে একবার পাইলেই যু কেন মনে মতে হইবে না ? ক্লান্তি কেন দূর হইবে না ?—অবশ্যই হইবে । তবে নেশা করিবার আবশ্যক কি ?

১/৮ ২৪ পূর্ণমনস্কার, ১৮/৪/১০

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী পান্থ-শালা হইতে বহির্গতা হইয়াই দেখিলেন, সম্মুখে রহৎ প্রান্তর; প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুচ্চ বিচ্ছিন্ন জঙ্গল সকল অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে; চক্ষু কিং-ইয়া দেখিলেন, বামপার্শ্বে এক রহৎ কূপ; সরাইএর অধিকাংশ লোকেই সেই কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহারা গৃহ ছিলেন, প্রান্তরে পড়িলেন; বহুলোক বেষ্টিত-স্থানে ছিলেন, অস্প সংখ্যক হইলেন। তজ্জন্ত রোহিণীর অন্তঃকরণে একটু স্বাভাবিক ভীতি সঞ্চার হইল—তবে সাহস এই শত্রু দূরে পড়িতেছে—উপস্থিত বিপদ নিবারণ সময়ে ভাবী বিপদের আশঙ্কা তত হৃদয়স্থ হয় না—লোকে ব্যাত্র-মুখ হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সর্প-লাঙ্গুল অবলম্বনে রক্ষারোহণে প্রয়াস পায়, অনেক সময়ে সে প্রয়াসে সিদ্ধ মনোরথও হয়।

তাঁহারা একাগ্রমনে নিঃশব্দ দ্রুত-পদ-সঞ্চারে উত্তরাভিমুখ গমন করিতে লাগিলেন; ক্রমে প্রান্তর পশ্চাদবর্তী হইল। যদিও ঘোর অন্ধকারে গৃহ-মন্দির, বৃক্ষ-পর্বত সকলই একাকার দেখায়, সকলই অন্ধকার স্তূপ মাত্র বলিয়া অনুভূত হয়, তথাপি সমাজ-স্পৃষ্ট মনুষ্য-চক্ষে লোকালয় লুকাই না। রোহিণী ওড়কি একটী ক্ষুদ্র লোকালয় দেখিতে পাইলেন, তথায় মধ্যে মধ্যে কুটার মাত্র ব্যতীত ধনীদিগের বাসোপযোগী গৃহাদি দেখা গেল না। অগ্রবর্তী জমিদার সেই লোকালয় মধ্যে একটী সজ্জিত পথ

আশ্রয় করিল, সে পাথের উভয় পাশেই অনুচ্চ জঙ্গল-পূর্ণ। ক্ষণ-পরে পশ্চিমপাশে দুইটা কুটার দেখা গেল। জমাদার অনুচ্চস্বরে কহিলেন—

রোহিণী ও ধীরে কুশ্লিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“এইখানে কি থাকিতে হইবে?”,

জমা। ‘আজ্ঞা—এইখানে।’,

রোহি। “ইহারা কি লোক?”,

জমা। ‘মৈথিলী ব্রাহ্মণ।’,

রোহি। ‘লোক কেমন?',

জমা। ‘ভুল্লোক—কোন আশঙ্কা নাই।’,

এই কথা বলিয়াই, জমাদার একটা কুটারের দ্বারে সামান্য আঘাত দিয়া পূর্ববৎস্বরে কহিলেন,

“আমরা পথিক।,

তৎক্ষণাৎ গৃহাভ্যন্তর হইতে দারোদঘাটিত হইল। দেখাগেল গৃহ দীপালোক পূর্ণ। জমাদার অগ্রেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বহিঃস্থা মঙ্গিনী দিগকে প্রবেশার্থ আহ্বান করিল। রোহিণী প্রভৃতি ধীরে ধীরে জমাদারের অমুবর্তিনী হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহের এক পাশে একটা রুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিদ্রিত রহিয়াছেন। অপর পাশে অপর একটা ব্রাহ্মণ চক্ষ্যাসমে বসিয়া আছেন। সুপ্ত ব্রাহ্মণই গৃহস্থ—যিনি জাগ্রত তিনি অতিথি। এই অতিথিই দারোদঘাটন করিয়াছিলেন, এখন ইনিই পৃথক আসন প্রদান করিয়া, স্ত্রীলোক দিগকে বসিবার আদেশ করিলেন। জমাদার রোহিণী ও বিধুমুখীকে বসিতে বলিয়া, ভব নাপিতানীরসহিত পুনর্গমনজন্ত বিদায় গ্রহণ করিল; বলিয়াগেল,

“রাত্র মধ্যোই ভব এখানে ফিরিয়া আসিবে।”,

এই সময় রোহিণী বিধুমুখীকে লইয়া নিতান্ত সহায় ছিন্ন হইয়া

পড়িলেন, এখানে আপনার বলিতে ভবসুন্দরী আর জমাদার
মাত্র ছিল, ভাগ্যক্রমে তাহারাও দূর-গত হইল; অগত তাহারা
কি অভিপ্রায়ে কোথায় গেল, সে বিষয়েরও কিছু জানিতে
পারিলেন না; মনোমধ্যে প্রবল উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে লাগি-
লেন।—উভয়েই অবগুণ্ঠনবতী—উভয়েরই অন্তঃকরণ নানা বিস-
য়ক চিন্তা-শ্রোতে কম্পিত ও দোদুল্যমান। সম্মুখে অপরিচিত
গম্ভীর মূর্তি পুরুষ পুরুষের ভাব-ভঙ্গীতে বোধ হয়, তিনি সংসার
বিরোধী। রোহিণীর পক্ষে ইহা আরও কষ্টকর। কারণ তিনি
একটু রোদন করিয়াও আত্ম-দুঃখের কথাঞ্চিৎ শাস্তি করিতে পাই-
তেছেন না। তিনি ভাবিতেছেন, অপরিচিত স্বভাব সংসার
বিরোধী পুরুষের নিকট সাংসারিক দুর্ঘটনা-বিষয়লা রমণীর নয়-
নাশ্রয় হয়ত বড় বিরক্তিকর। সুতরাং তিনি অতি কষ্টে রোদন
বেগ সম্বরণ করিতেছেন। তাহার নিকট রোদনে সুখ নাই
বলিয়া, সে বেগ সম্বরণ কর।

বাস্তবিক রোদনের কারণ যতই যজ্ঞপাত্রদ হউক, রোদন
স্বখের সাগরী। দুঃখের অপনোদন জন্মই রোদনের স্রষ্টি।
আবার যিনিষত আত্মীয়, যিনি যত আত্মাদের বস্তু, তাহার
নিকট রোদন করিলে, তত সুখী হওয়া যায়; তাহাতেই কামা
শুনাইবার জন্ম আপনার লোক অন্বেষণ করিতে হয়; তাহাতেই
অরণ্য-রোদনের অকর্মণ্যতা সংসারে প্রচলিত। ফলতঃ রোহি-
ণীর এক্ষণকার রোদন অরণ্য-রোদনেরদ্বার বিফল হইবে বলিয়া,
রোদন সম্বরণের চেষ্টা। যে রোদন বুঝিবার লোক নাই, যে
রোদনে সমদুঃখতা প্রকাশ করিবার লোক নাই, সে রোদনে
সুখও নাই। অতএব দুঃখ ভার বহাইয়া স্বয়ং সুখী হইবার
নিমিত্তই লোকে রোদন কবে। দুঃখ ভার বহিবার যাহার যত
অংশী যুটে সে তত সুখী। এখানে রোহিণীর দুঃখের ভাবনী

১৯৬

কেহই নাই স্তব্ধাঃ রোহিণীর রোদন সম্বরণে চেষ্টা। রোহিণী অন্তর্জ্ঞানাকর যন্ত্রণা সমূহ ভোগ করিতে লাগিলেন। বিধুমুখীও আশ্র-বিষ্মৃতি-বিহ্বলা স্তম্ভিতারূপে উপবিষ্ট।

অনেক ক্ষণের পর জাগ্রত পুরুষ কথা কহিলেন। রোহিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “কেন কুল কামিনীর আমার নিকট কথা কহিব র বাধা নাই, আমি স-সার তাংগী—ব্রহ্মচর্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি; অতএব আমার নিকট সংসার-মূলভ-লজ্জা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। বিশেষঃ এস্থান তোমাদের সর্ব-চেতন্যে অপরিচিত, অস্বীয় বলিতে কেহই নাই, অস্বীয় এই ষোড়শকাকারময়ী বানিনী, এখন কোন অগত্য প্রকাশ্য প্রয়োজন উপস্থিত হইলেন, প্রকাশের স্থান নাই। তত্বে আমি অধুরোধ করিয়া বলিতেছি, আমাকে অস্বীয় স্তন কর, যার যদি কোন অনৈক্য প্রতিজ্ঞার বন্ধন থাকে, তবে বিনা সমোচে আমার কণ্ঠের উত্তর দাও এবং কিছু জিজ্ঞাসা থাকে প্রকাশ কর।

এই পুরুষের গর্ভের অথচ সুখ-শান্তিময়ী নৃত্তি প্রথম দর্শনেই ইহার প্রতি রোহিণীর আন্তরিক ভক্তি জন্মিয়াছিল। এখন আবার এই স্নেহময় সাহস পূর্ণ বাক্য পরস্পর গ্রহণ করিয়া যত আহলাদিত হইলেন, তদপেক্ষা ভক্তিমতী হইলেন, এবং ক্ষম-গত-প্রজ্ঞা সহকারে ইহাকে বিহিত বিধানে প্রণাম করিলেন; আর ভক্তিপূর্ণস্বরে কথা কহিয়া বলিলেন,

“আপনি দেবতা, আমাদের এই বিপদ সময়ে রক্ষা করুন।, বিধুমুখীও ইহার অমায়ুখী ভাব দর্শনে ভক্তিতাবে প্রণাম করিলেন।

পুরুষ রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কালিতে তোমাদের কেহ পরিচিত লোক আছে?”

রোহি। “না।,”

পুরু। 'সেখানে গিয়া কোথায় থাকিবেন ?

রোহি। 'জমাদার ভাল বাস। স্থির করিয়া দিবেন কহিয়াছেন।

পুরু। 'কানীতে আমারও অনেক পরিচিত স্থান আছে, আমিও প্রভূত হইলে কানী যাত্রা করিব, এ স্থান হইতে পাথও অল্প, আমার সঙ্গেও তোমরা যাইতে পার।

রোহি। 'আপনি যে অনুমতি করেন।

পুরু। 'উত্তম - তবে ভব স্নানরী ফিরিয়া আসিলেই গমনে দ্যোগ করা যাইবে, প্রভাতের অপেক্ষাতেই বা প্রয়োজন কি ? তীর্থ স্থানে যত শীঘ্র বাইতে পারি ততই ভাল।

রোহি। 'আমাদেরও তাই ইচ্ছা।

পুরু। 'তোমার না আর একটি জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিল ?

রোহিণী এ প্রশ্নে বিস্মিত হইলেন, ভবির্ভূত তাহার অধুনিক অবস্থা সকলের পরিচয় ইনি জমাদারের নিকট অবগত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু পূর্ক ঘটনা কেমন করিয়া জানিলেন ? তিনি ব্রহ্মচারীকে কহিলেন,

“আপনি কি সর্বজ্ঞ ?

পুরু। 'না--তবে তোমাদের অনেক সংবাদ আমি জ্ঞাত আছি, সে কথা পরে জানিতে পারিবে।

রোহি। 'কি বলিব প্রভু ! পাপিষ্ঠার গর্ভে আর একটি কন্যাও জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে কথা এখন মিথ্যা হইয়াছে ; সে হতভাগী থাকিলে আজ এককুড়ি পাঁচ পাদিত, তা এ রূপানে স্মৃথ কোথা ? আমি তাহাকে ছয় বৎসরের বেলার হারাইয়াছি।

পুরু। 'যাহা হউক সে বিষয়ের দুঃখ এখন নিশ্চয়োজন।

রোহিণী মীরব।

পুরুষ রোহিণী দিগের সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তজ্জিন্ন আশ্রয়

য হাঃ জ্ঞাতব্য ছিল, তাহাও অনেক অবগত হইলেন। কথার
কথায় রাত্রি প্রায় সার্কি দ্বি প্রহর অতীত হইয়া গেল ।

সংসার বৈচিত্র ।

ভাদ্রবাস, ঘোর অন্ধকার বাহ্নি, জল ঝড় দুর্যোগেব মিম,
নাই। এইসময়ে আমার পত্নীর গর্ভবেদনা উপস্থিত হইল। যন্ত্রনা
অতি গুরুতর হইল। তখন আমি বিকাবে অচেতন প্রায় ছিলাম
কিন্তু ঈশ্বরের কেমন অতিপ্রায় কিরূপে বলিব, পত্নীর গর্ভ
সর্জক যন্ত্রণার সময় আমার চেতনা সম্পূর্ণ হইতে লাগিল। আমি
তাহার মনে অবস্থা দেখিয়া ও গের ব্যাকুলতার সজ্জায় উঠিয়া
বসিলাম। যখন উঠিয়া বসিলাম তখন তাহার আসন্ন কাল
উপস্থিত হইয়া ছিল, অনেক যন্ত্রনার পর সমস্তান ভূমিষ্ঠ হইল।
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারের যে কোন আশা
ভরসা সনস্ত হইয়া গেল! পত্নীর মৃত্যু হইল। পুত্র সমস্তান হইয়াছিল
চক্ষু দেখিলাম। কিন্তু মাতা জাতা ভগিনি এবং গ্রামপ্রতিবাসি,
অবশেষে একমাত্র সঙ্গের সঙ্গিনী পত্নীপয়স্ক যখন গেল, তখন
আর এমন প্রচুত মাতৃহীন বালকেব আশা কি? আমি নিরুপ
গ্রহরোধী অমায়ী বা আসাকি? আমার সংসারের বন্ধনি থাকি?
কার জন, কে বা আমার সংসার, এতদিন যাক্কে সত্য বলিয়া
উপাসনা করিয়াছি সে সমস্তই মিথ্যা! সেসমস্তই বন্ধভূমে মট্যা-
ভিনয়! যার মোহের বাহ্যে কেবল নাট্যজ জন্মাইয়া থাকে
মাত্র! অতএব আরকাজ নাই! এইরূপ ভাবিলাম। এতদিন
যাক্কার সঙ্গে এই ভবের হাটে জীবনের ব্যবসায় করিতে আশিয়া
ছিলাম, সে ব্যবসায় শেষ হইল। এখন কেবল লাভ করিল হিসাব

করিয়া দেখি। হিম্মত করিয়া দেখিলাম আমি আমার সহো
যোগিনীর নিকট মবলগ্গ স্থগি হইয়া পড়িয়াছি। আমি বাহাল ভ
করিয়া ছিলাম তাহাদিলেও সে স্বগশোপ হইবার নহে। তথাপি
তাহার অস্তিত্ব সংকর করিয়া যত্ন কিঞ্চিৎ সে পিতের গরি
ভাবিয়া সেই মেনার প্রতিমা। কে আমার সেই গঙ্গাস এই
পর্যন্ত বলিয়া মোক্ষদা নন্দ্রের কণ্ঠবোধ হইল। মোক্ষদা নন্দ
বন্ধকণ্ঠ হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় অর্থশূন্য দৃষ্টিতে ইতঃস্তত চাহিতে
লাগিলেন। এইমময়ে উদসীনের পদতলে সেই বিপন্ন মন
অশিবা অচ্চারিয়া পড়িল। প্রবেশবাবু ' পিতঃ! অ পনি
আমায় ক্ষমা করুন বলিয়া তৎসঙ্গে মোক্ষদা নন্দ্রের পদতলে
গড়াইয়া পড়িলেন। প্রবেশ চন্দ্র এবং রমণী উদসীনের পদতলে
পড়িয়া অশ্রু বিসর্জিতে লাগিলেন। এইমময়ে রমণী এবং
উদসীন উভয়েই হত চৈতন্য হইয়া গিয়া ছিলেন।

অন্যান্য সকলে এই অকস্মিক! বিষয়কর ঘটনা দেখিয়া অশ্রুক
অচলিত হইয়া রহিল। পাঠক! বিধাতার জীবন্ত মহিন। শুনিবে!
নিবতির অনিবার্য্য প্রভাব তুমি স্বীকার করকি? নিবতিরমান
আরমাই মান, মোক্ষদানন্দ্রের পদ বিলুপ্তিত প্রবেশ বাবু কে বল
দেখ? প্রবেশচন্দ্র কে তাহা এগনওকি বলিয়া দিতে হইবে?

রাধামাধব সেইভাজ মায়ীর কৃষ্ণফটমর রজনীতে সদাঃ প্রসূত
শিশুকে গ্রহে আবদ্ধ করিয়া পত্নীর দেহতার বহন করিয়া
গঙ্গাতীরে গেল। তারপর আর ফিরিলনা। রাধামাধব সেই মৃত্যু
পত্নীকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া, সদাঃ জাত মাতৃহীন শিশুকে
জনশূন্য পণীক নিভৃত গ্রহে বদ্ধ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর
আর তাহাদের সংবাদ পাননাই।

রাধামাধব পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে গঙ্গা
জলে ভাসাইয়া দেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার পত্নীর মৃত্যুহয়নাই,

অতি উষ্ণতর প্রমদ বেননার মৃত্যুবৎ হইয়াছিলেন ভিতরে প্রাণ বায়ুর সঞ্চারণ ছিল। শরীর সীতল, নাবি নিষ্পল্ল, বাগ নিরোধ এমনকি মৃত্যুর বাহ্য লক্ষণ সমস্ত ঘটিলোও প্রাণথাকে।

রাধামাধব সবিশেষ বুঝিতে নাপারিয়া। যাঁহা করিয়া ছিলেন তাঁহা তাঁহার দোষনহে তাঁহা নিয়তির অনিবর্য ফলমাত্র। বিষ্ণু বাসিনী জলে ভাসিতে ভাসিতে গিয়া মধুপুরের চরে সংলগ্ন হন। পরদিন প্রাতে মৎস জীবিত। বিষ্ণুকে জীবিতাবস্থায় প্রাপ্ত হয়। তাঁহার অনেক কষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাহাদের জমীদার রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে লইয়া যায়। রাম শঙ্করবাবু অতি ভদ্রলোক, তিনি রমণীর অবস্থা সবিশেষ জাগিতে পারিয়া। যতনে নিজগৃহে রক্ষা করেন। বিষ্ণুক্রমে রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে সুস্থহইতে লাগিল। সেই অবধি অজ বিষবৎসর রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে ছিলেন। সকলোই তাঁহার সভাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে বাটীর একজন প্রধান বলিয়া সম্মান করিত। কোন বিশেষ প্রয়োজন হইলে বিষ্ণুকে বিশেষ বিশেষ স্থানে যাইতে হইত। একদিন রামশঙ্কর বাবুর অন্তসহা কন্যাকে তৎকালে বিষ্ণুকে প্রমোদিত হইতে হইল। সঙ্গে রামশঙ্কর বাবুর দেহুরির জমাদার হুসেন শেখও যাইতেলি। পাথে সন্ধ্যা হওয়াতে এবং রথী আসাতে তাঁহার বনমধ্যস্থিত দেবালয়ে গিয়া আশ্রয় লয়। বিষ্ণু প্রৌঢ় বয়সেও একজন প্রধান সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা ছিল। পাপস্রা যবন রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধহইয়া ছিল এবং উপযুক্ত সুরোণও পাঁইয়াছিল। সেই যবনের হাতে হইতে সতীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া ছিলেন বলিয়া মোক্ষদা দ্বন্দ্ব আজ বিষ্ণুরাশয়ে নিত হইয়া ছিলেন।

রাধামাধব চারাবন্ধ করিয়া সদাঃ প্রমুত শিশুকে রাখিয়া হইল। সে অবস্থার শিশুর মৃত্যুই সম্ভব। কিন্তু দৈবর বাঁচাইকে

রক্ষা করেন তাহাকে কে মারিতে পারে ?

গৃহের যে অংশে বালক শয়িত ছিল তাহার ঠিক উর্ধ্বে :

গায়ে মধু মক্ষিকায় একটি মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছিল।

কেহই জানিত না। বালক চিত্তভাবে শয়ন করিয়া সুশাসন
করিতে ছিল। এই সময়ে উপরের মধুচক্র হইতে মধু টোঁসা ইয়া
বালকের মুখে পড়িতে ছিল। মধু ধীরে ধীরে ফেঁটা ফেঁটা
করিয়া পরিতেছিল, বালক ধীরে ধীরে তাহা গলাধর্ষণ
করিতে ছিল। পাঁচদিন ক্রমাগত ঐরূপ মধুপান করিয়া বালক
জীবিত থাকে। ষষ্ঠ দিবসে কোম্পানির লোকে মহামারির মৃত্যু
সংখ্যা ও মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি সন্ধান করিতে আশিয়া দৈবঃ
শিশুকে দেখিতে পায়। বালককে দেখিয়া তাহার জগদীশ্বরের
অপার মহিমার মুগ্ধহইল। বালককে সেইদিন নিকটস্থ দাঁতব্য
চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিল। চিকিৎসালয়েও ওখান তত্ক্ষণ
ধারক ডাক্তার রাম গোপাল ব বুর সন্তান সন্ধান হয় নাই। তিনি
বালকের অঙ্গসৌন্দর্য ও মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। গবর্নমেন্ট
হইতে অনুসন্ধান হইয়া যখন প্রমাণহইল বালকের কোনস্থানে কেহ
নাই। তখন রাম গোপাল বাবু গবর্নমেন্টে প্রার্থনা করিয়া
বালককে প্রতিপালন করিবার ভার লইলেন। রাম গোপাল
ব বুর গৃহিণী নিজের গর্ভজাত সন্তানবৎ পিতৃ মাতৃহীন শিশুর
লালন পালন করিতে লাগিলেন। বয় ও অবস্থার পরিবর্তনের
সঙ্গে বালকের অসামান্য বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইতে লাগিল।
বালক উপযুক্ত রূপ অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সেই বালক এই বিচাষ্ট পাতি প্রবোধ

সরস্বতী পূজা ।

(গীতি)

কবি কল্পবনে তুলিতে কুসুম জাবিরে সাথে অঙ্গ
 যদি বুড়াবি তাপিত প্রাণ ।
 শোক ত'প জডা যজ্ঞনা তথায় অনায়াসে তুল্য যোগ
 ভবে সেই ম'ত্র সুখ স্থান ।

২

দেবতা বাঞ্ছিত নিদেব আলয় কতইবা শোভ'পরে
 সেত কপাল কল্লিত কথা ।
 কবি হৃদ কুঞ্জ অকল্পিত স্বর্ণ দেখসে অবনী পরে,
 আহা ! সকলই সুন্দর তথা ।

৩

কোথা পারিজাত দেবের পীযুষ, ইন্দ্রের অমরা
 তাকি দেখেছ কখন ও চখে ।
 ভ্রাস্ত মানবের সূখতৃষ্ণা হেতু বাসনা প্রবল অতি
 তাই—স্বরগ স্বপনে দেখে ।

৪

কত উচ্চ স্থানে আছে সে স্বরগ স্বরগই কতদূর ?
 স্বর্ণ কোথায় আছে কে জানে ।
 কবি যদি স্বর্ণ সিংহাসনা রাজ্য জীবন্ত অমরাস্বর
 অতি পবিত্র উন্নত স্থানে ।

৫

থাকে যদি সুধাথাকে পারিজাত ইন্দ্রের অমরাবতী
 তবে আছে তা কবির হৃদ ।

সরস্বতী পূজা

থাকে যদি সুখ শান্তি স্বাধীনতা পবিত্র তরুণী
তবে অচ্ছিন্ন কবির হৃদে ।

৬

কবি কুঞ্জবন জীবন্ত নন্দন স্বর্গাদপি গরীয়সী
আমি কি দিব তুলনা আর ।
রক্ষে মোক্ষ ফলে, ফুলে সুধাগলে পাত্রে শান্তি ছায়া
মূলেভক্তি প্রেম ধারাভার ।

৭

মনস্ত প্রসন্ন বিবেক প্রাপ্তর প্রেমের পরিখা বেড়া,
তাঁহে অমৃত প্রবাহ বহে ।
মাঝে অতি মনোহর শান্তি সরোবর মোক্ষরক্ষ বসীবেড়
চরে চৈতন্য সারস তাঁহে ।

৮

শ্রেষ্ঠ স্বচ্ছন্দ জ্ঞানের কমল প্রস্ফুটিত নারি সারি
তাঁহে প্রীতি মকরন্দ করে ।
চিত্তভঙ্গ তার মত্ত, মধু খায় ফুলে ফুলে বসেউড়ি,
সুখ প্রমত্ত স্বাক্ষর ছারে ।

৯

কুঞ্জ চারিভিত্তে রক্ষ চারিধারে ফলগুণ পাত্রে নত,
চির অশ্রু অচ্যুত তাঁহা ।
স্বয়ং সমীরে সুগন্ধ বিতরে বিশ্বতাঁহে আমোদিত,
(সুখ কিরূপে প্রকাশি আঁহা)

১০

নিরুজ্জ্বল কুণ্ডলের কণ্ঠনা কুহরে প্রভিতা পাণ্ডিগায়ার,
স্বরে আমির লহরী উঠে ।

অবলা মোহিনী আকাশ শঙ্করা উল্লাস উঠিয়া তার
স্বর অনন্ত ভেদিয়া ছুটে।

১১

সরসীর কূলে লতাকুঞ্জ তলে ডাখুক প্রেমিক চর,
বসি পলক পূর্ণিত প্রাণে।
কাব্য কন্দকূলে মালা গাঁথিগলে পিছে মাধুরিদয়,
কিবাগার মধুমত্ত মনে।

১২

* পুষ্পি মকরন্দ পরাগ অগন্ধ রসাল পায়ুস ফল
সব বদূচ্ছা তুঞ্জিছে স্রথে ?
ইচ্ছাবার বাণ লভিছে সে তাহা নাচাহি যতন
কবি কল্প রক্ষ তলে থেকে।

১৩

কিসের অভাব ? কিসের অমুখ ? যাচাহ তামিলে ত
তথ। অনন্ত ঐশ্বর্য রাশি।
তথাই ঘামাই ব্রহ্মাণ্ডে তামাই (আরকি বড়ি ব ক
সুখ উখলিছে দিবা নিশি।

১৪

মগিমর খাতে প্রেমধারা পাতে বহেনদী চতুর্দশ,
নাথ; ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ।
অনন্ত প্রবাহে নিত্য নদীবাহে কেজানে কোথায় জাগ,
তীরে দেবনর যক্ষ রক্ষ।

১৫

বসি শরপারে যেতে ইচ্ছাকরে বাইতে পারেনা কেহ
পারি অথেনা সময় বাঝে।

কালের আশ্রমে আছে তারা বসে যায় নিশা আসে, অহঃ
নিত্য সাক্ষরাণি প্রাতঃ সাঁঝে ।

১৬

আজ শুভদিন স্বর্গমর্ত জুড়ি আনন্দ উন্নত হবে,
ভবে বসন্ত পঞ্চমী তিথি ।
দেব নরযক্ষ রক্ষ গন্ধর্বাদি জয় জয় জয় হবে
গায় জ্ঞানদা ব্রহ্মাণি স্তুতি ।

১৭

শান্তি সরোবরে জ্ঞানাসুজ পারে জ্ঞান রাজ রাজেশ্বরী,
সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সখি হয় ।
বিহরে, অধরে হাস্য সুধাকরে করে বীণা আহামরি,
(রূপে ত্রিভুবন তনয় ।)

১৮

বাস্কিকী ব্যাসাদি. বাণ ভব ভূতি ভারেবি ক্রীড়্য কবি
তথা কালি দাসমহা মতী ।
লয়ে কাব্য পুষ্পহার পুষ্পাঞ্জলি মার পাদ পদ্মে। পরিসপি
কিবা গাইছে সুরসরে স্তুতি ।

১৯

ভূগী বজ্র কবি কোথায় কি পাবে. দারিত্র্য সম্বল সার
আর কি আছে কিদিয়ে পূজে ।
অন্ধ খণ্ডা তুর বদির যেজাতি স্কন্ধেতে দাসত্ব ভার
গৃহে হৃদশা হৃদ ভি বাজে ।

২০

ভারা কতুপারে যোড়শোপ চারে জ্যেষ্ঠ একে পুত্রসম
হ্যাঁ মা । পূজিতে ও পদ তল ?
পূর্ণ ব্রহ্মগরী । রূপাময়ী গঙ্গা ! জগদম্বু ভূমিতা

তুমি একমাত্র আশা স্থল ।

২১

প্রাসন্ন্যে ! বরদে ! জ্ঞানদে ! মোক্ষদে ! দেহাশয় দুটী হৃদে

আমি একান্তে ধরেছি তোরে !

গাঢ় মন প্রানে প্রেমাক্ষ চন্দ্রনে চর্চিত জ্ঞান পুষ্প পদে

দিতে পারি প্রান ভরে ।

সর্প গরল ।

বিশ্ব নিয়ন্তার বিশ্বরাজ্যে যে সকল পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্যক গুণাগুণ নির্ণয় করা সামান্য মানব শক্তির ক্ষমতা বহির্ভূত। তবে, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যে সকল বস্তু সৃজিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কোন না কোন প্রকারে অভিপ্রায়েয় অভাব পূরণ করে। নিরবচ্ছিন্ন নিরর্থক পদার্থ একটাও দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। সকল পদার্থই ভিন্ন ২ ধর্ম্ম! ক্রান্ত এবং ভিন্ন ২ গুণ বিশিষ্ট এবং ভিন্ন ২ রীতিতে সৃজিত। কোনটী কাহার ও সাদৃশ্য সাপেক্ষ নহে। বস্তু মাত্রেরই এক একটা পৃথক ২ শক্তি আছে, এই শক্তির ক্ষমতা ও কার্য্য কারিতা সর্বাধিক করিয়া উঠা যায়না। এই শক্তির সংযোগ বিয়োগেই জগত এত সুখের স্থান ও সৌন্দর্যময় হইয়া উঠিয়াছে। এই শক্তিই মানব সুখ সমৃদ্ধির মূলভূত কারণ। এই শক্তিতেই জগৎ কারণ নিহিত,

এই শক্তিই বৈজ্ঞানিক গণের পরম হৃদয়ের ধন ও একমাত্র ভাল বাসার বস্তু। এই অবগী মণ্ডলে এমনতর কতকগুলি বস্তু বিদ্যা-মান আছে, যাহা সামান্য মানব চক্ষে নিরর্থক কষ্টপ্রদ বলিয়া অস্বীকৃত হয়, এ স্থলে মশক ও সর্পবিষ এই পদার্থ দুইই উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিলাম। মশকেরা জল হইতে জলের বিযাক্ততা

হরণ করে বলিয়াই জল ত্রুত উপাদেয় পানীয় হইয়া উঠিয়াছে
যন্যপি মশকেরা জলের বিষভাগ হরণ না করিত, তাহা হইলে এই
জন, যাহা জীবন বালিয়া উল্লেখিত হয় তাহা কখনই আমাদের
জীবন রক্ষনোপযোগী হইত না। অতএব মশক একটী
আমাদের সামান্য উপকারক নহে। ২য়টী সর্পবিষ, এই শব্দটী
আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র ভয়ে সর্ব সরীর কম্পিত
ও শোণিত শুক প্রায় হয়, এবং স্ততঃই মনেছয় এই পদার্থটী
বিধাতা, আনাদের নিতান্ত কষ্ট প্রদানের জন্যই সৃজন করিয়াছেন
বস্তুতঃ সামান্য চক্ষে তাহাই বুটে, কিন্তু একটু অশুভাবন করিয়া
দেখিলে, এইটী যে আমাদের নিতান্ত কষ্ট প্রদানের জন্যই সৃজিত
হয় নাই তাহা অনায়াসেই প্রতিষ্ঠিত হইকে। এই বিষ যে প্রতি
বৎসর (ভূরি পরিমাণে না হোক) কিম্বৎ পরিমাণেও জীবকের
ভেষজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা বহু বাসী মানেরই বিলক্ষণ
হৃদয়ঙ্গম আছে। এবং তদ্বারা অনেক ব্যাধি প্রপীড়িত ব্যক্তির
জীবনী শক্তির উপায় হয়। এই বিষের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়াই এ
প্রস্তাবটীর শেষ করিব। শবীরের ক্রন্দ সকল যে রূপ ভিন্ন ২
স্থান হইতে নির্গত হইলে ভিন্ন ২ নামে অভিহিত হইয়া থাকে সর্প
বিষ ও ঠিক সেই নিয়মের অধিন। ইহা সর্প দেহে উৎপন্ন হইয়া
স্বদন্ত নামক দন্তের নিম্নস্থ বিবরে সঞ্চিত হইলেই গরল রূপে
পরিণত হয়। ঐ গরল নির্মল, স্বাদুহীন, ভীত ও উজ্জল দেখিতে
ঠিক তরল বিমল গঁদের জলের সদৃশ। তাহার সংযোগে রক্ষ
লতাদি ঘোর নিলীমা মূর্তি ধারণ করে। ইহাতে রোধ হইতেছে
যে এই বিষে জীবৎ অস্ত্র আছে। আমাদের দেশে, কোন বস্তুতে
অস্ত্রের প্রচুরত্ব হইলে সে স্থলে “টক্ বিষ” এই কথাটির
উল্লেখ করিয়া থাকে। এই চির অসিদ্ধ উপাটী নিতান্ত
কাম্পনিক বলিয়া অনুভূত হয় না।

কোন ২ ডাক্তার বলেন, এই বিষ কিয়ৎকাল বায়ুতে রাখিলে, ইহার আর প্রাণনাশকতা শক্তি থাকেনা। কিন্তু এসিদ্ধ গরল বিংশ শতাব্দীর সাহেব তাঁহার নিজ পুস্তিকায় লিখিয়াছেন “আমি এতদা কিঞ্চিৎ গোক্ষুর সর্পের বিষ পাইয়া ছিলাম, এবং তাহা একটা শিশির মধ্যে ১৫ বৎসর কাল রাখিয়া ছিলাম, এই সুদীর্ঘ সময়ে সমস্ত বিষ শুষ্ক হইয়া গাঁদের টিলির ন্যায় হইয়া ছিল অথচ একটা ছোটপুষ্ট শশকের শোণিতে স্পর্শ করাইবাতে ঐ জীব ১৭ মিনিটের মধ্যে হত জীবিত হয়। “ উক্ত মত দুয়ের প্রতিপোষক ও প্রতিষেধক কোন বিশেষ প্রমাণ ও পর্যাপ্ত উদ্ধৃত হয় নাই। অতএব এখানে তাহার বিচার মিতান্ত্র অসম্ভব। যাহা হোক বিষ তৎক্ষণে শরীরের কোন হানি হয় না, — ইহা পৃঃ ২ পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণে এক বিম্ব বিষ শোণিতের সহিত স্পৃষ্ট হয়, তৎক্ষণেই উপরিউক্ত মতেব প্রতিপোষক বটে।

আমরা শুনিয়াছি মাজলী নামা জনৈক ইটালিয়ান চিকিৎসক ৩টা বাইপের সর্পের বিষ একটা কোকিলকে, ১০টা ঐ সর্পের বিষ একটা কপোতকে, ১৫টা ঐ সর্পের বিষ একটা দাঁড় কাককে পাওয়াইয়া ছিলেন; তাহাতে উহার কিঞ্চিৎ বিষলতা মাত্র প্রাপ্ত হইয়া ছিল। পরে তিনি ৪টা ঐ সর্পের বিষ তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্যকে পাওয়াইয়া ছিলেন। তাহাতে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। আমাদের দেশে যে দেবোদেব মহাদেবের বিষ পানের কথা শ্রুত হওয়া যায় তাহাতে আর মোহিত হইবার কিয়ৎ নাই। অস্বদেশীয় পাংগলা গাঁরদের চিকিৎসক কান্টের সাহেব গোক্ষুর সর্পের বিষ মুখে লইয়া নির্কিরে আত্মদান করি তেন। সর্প গরল জীব, জন্তু উদ্ভিদ প্রভৃতি পক্ষে মহা অনিষ্ট কারী—; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সপদেহেও এই বিষ অধর্মান্বলম্বী,

হইবে। বাস্তবিক তাহাই বটে।—অনেকেই অবগত আছেন সর্পেরা আহাব করিলে, তদনন্তর কিছুকাল জড় প্রায় হইয়া থাকে তুচ্ছ দ্রব্যে বিষের সংস্পৃষ্টতাই তাহার মূলীভূত কারণ! কিন্তু ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সর্প দংশন করিবা মাত্রেই দক্ষ দ্রব্যে বিষ সংপৃক্ত হয় না;—বিষ সংযুক্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে, মস্তকের বিশেষ ভঙ্গী করিতে হয়। সর্পের বিষদন্ত ভগ্ন হইলে পুনর্ব্বার দন্ত বহির্গত হয় না; স্বদন্ত দন্তের নিকটস্থ দন্তই উপরিউক্ত বিষ দন্তের কার্য্য করিয়া থাকে। এই মহা অনিষ্টকরী; অনর্থ সংঘটিত—পদার্থের প্রতি কারার্থে প্রজা বংশল গবর্ণমেন্ট নিরন্তর আশ্রম অর্থব্যয় স্বীকার করিতেছেন;—এবং তাহার নিয়োজিত কর্ম্মচারীরা সময়ে ২ নানা বিধ ঔষধের তালিকাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ডাক্তারিতে, প্রাচীন বৈদ্যাশাস্ত্রে, সাপুড়ে ও মাল বৈদ্যদের নিকট ভূরি পরিমাণে ঔষধের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কোনটারও সম্যক কাহা কারিতা ফলে পরিণত হইতে পারিলক্ষিত হয় না। সর্প গরল জৈব দেহে প্রবেশ করিবা মাত্র প্রথমতঃ হৃৎ পিণ্ডের ত্রিয়া বন্ধ করে, তাহাতেই আশু মৃত্যু উপস্থিত হয়।

শ্রী গোঃ

শ্রীলোক ও আমাদের দেশাচার ।

ভগিনী ভুবন মোহিনী, দেখিতে পাই তোমার পত্রিকায় প্রায়ই কি সে শ্রীলোকের স্বাধীনতা হয় ও আমাদের দেশাচার দোষে শ্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করা হয় এ সকল কথা প্রকাশিত হয় এগুলিকে লেখে; এগুলি তোমার লেখা কিনা তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের দেশাচার যে আমাদের এতকি অত্যাচার করিয়াছে তাহা আমি বুঝতে পারি না; আমাদের স্বাধীন-

নতার যে এত আবশ্যক কিসে তাহা বুঝিতে পারি না, আর আমরাদেশীয় পুৰুষ দিগের নিকট কিরূপে পরাধীন তাহা ও বুঝিতে পারি না। যদি আমরা আমাদের পুৰুষ দিগের নিকটে স্বাধীন হইতে চাই তাহা হইলে আমাদের বয়ো প্রাপ্ত সন্তানেরা ও আমাদের নিকট স্বাধীন হইতে চাহিবে। তাহার বলিবে “পিতা মাতা ও মনুষ্য আমরা ও মনুষ্য তবে তাঁহারা আমাদের শাসন করিবেন কেন? যখন দুগ্ধ পোষ্য ছিলাম, যখন নড়িবার ক্ষমতা ছিল না তখন তাঁহারা বাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছিলেন এখন আর সহ্য হয় না। এককল ইংরাজী মত তাহা বলা বাহুল্য। অনেক বিদ্বান ও বিজ্ঞাবতীরা আমার এই সকল সামান্ত কারণ দর্শনতে হাসিতে পারেন কিন্তু আমার বোধ হয় পুৰুষেরা যে আমাদের উপর অত্যাচার করেন তাহাতে আমাদের ও অনেক দোষ আছে। আমরা তাঁহাদের জহ্মমতি অনুসারে গৃহের মধ্যে বদ্ধ থাকি বটে কিন্তু ভগিনী তুমি কি কখন তোমার স্বামীর উপর রাগ কর নাই? বলিতে লজ্জা ও করে কান্না ও পায়। একদিন আমাদের একটু মনান্তর হইয়াছিল, এরূপ প্রায় সকল দম্পতীরই হইয়া থাকে। তিনি সমস্ত দিবস পরিত্রম করিয়া আপিস হইতে আসিয়া ঐ মনান্তরের কথা উত্থাপন করিয়া আমারে একটি তামাসা করিলেন। বলিতে কি আমি সেই তামাসা টি শুনিয়া পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নখ হইতে মস্তকের চুল পর্য্যন্ত রাগে দুলিয়া উঠিলাম। তিনি আমার রাগান্বিত কলেবর দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে গেলেন। আমি পলায়নের চেষ্টা করিলাম—তিনি ও পলায়ন করিতে দিবেন না এইরূপ চেষ্টা করিলেন। আমি তাঁহার অঙ্গে পায়ের জোরদিয়া পলায়ন করিলাম। তিনি গৃহ মধ্যে কিছুক্ষণ মুয়মান ভাবে বসিয়া পরে আমার খুঁটাকাঁড়ানীর নিকটে গিয়া কিঞ্চিৎ জল যোগ করিলেন। পুনরায় আসিয়া সেই

গৃহ মধ্যে বসিলেন । কিছু ক্ষণ পরে আমার অধি নিবিল । কেহ মনে করিবেন না যে শুধু এই কালেই এইরূপ হইয়া থাকে রাধা কৃষ্ণের মান ভঞ্জন পালাত সকলকার মনে আছে । এখন তোমার “নারী” নামক প্রবন্ধ লেখককে জিজ্ঞাসা করি পুরুষেরা স্ত্রীলোক দিগকে কষ্টদেয় না স্ত্রীলোকেবা পুরুষ দিগকে কষ্টদেয় ?

আমর স্বামী আমাকে অনেক পুস্তকের ভাল ২ স্থান গুলি পাঠ করিয়া শুনাইয়া থাকেন । একদিন চিত্তোপদেশের একটি শ্লোক পাঠ করেন তাহার অর্থ এইরূপ ‘আমাদের শোক দুঃখ প্রভৃতি আমাদেরই অপরাধ হ্রাসের ফল । এখন ভাবিয়া দেখ দেখি আমাদের যে গল্পটি বলিয়াছি তাহাতে আমার স্বামী শেব কেমন স্থির ভাবে আমার অত্যাচার সহ্য করিলেন । আমি এরূপ অত্যাচার অনেক বার করিয়াছি এবং তিনিও সহ্য করিয়াছেন । মনে কর তিনি যদি বিরক্ত হইয়া অথবা কাহাকে বিবাহ করিতেন অথবা যে রূপ প্রকারেই হউক আমাকে ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে কিহইত ? তুমি বলিবে পুরুষেরাও ইচ্ছানুসারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে । আমি বলি — যদি যত পূর্বক তাঁহার সংসার যত্ননা লাঘব করিতে পারি তাহা হইলে তিনি আমার সামান্য একটু কথায় ত্যাগ করিবেন কেন ? আবার বলিতে পারি, আমিও কেন তাঁহার সঙ্গে সংসারের কার্য্য করি না তাহা হইলে তাঁহার ও পরিশ্রমের লাঘব হইবে আমার ও তাঁহার ক্রয় বাটিতে প্রভূত প্রভূত করিবার ক্ষমতা জন্মিবে । কিন্তু এই পরাধীনদেশে আমাকে কিরূপে গৃহের বাহিরে লইয়া যাইবেন — বুঝিতে পারিলাম । আমরা দিগকে তাঁহারা স্ববর্ণ মনে করেন ও তাঁহারা লৌহ সিংহের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন । যদি স্ববর্ণী আপনার বাহাদুরি ফলাইবার জন্য লৌহ সিংহ হইতে বহির্বিহীন হয় তাহা হইলে সহ্যে অপহরণ করিতে পারে ।

এক্ষণে দেখা যাউক কেহ ২ বলেন কোলিগ্র প্রথার জন্য আমরা দেশাচারকে নারী ক্রেশ দাতা বলিয় নিন্দা করি । কিন্তু কোলিগ্র প্রথা কিজগ্র আমরাদের দেশে আসিল । শুনিয়াছি কেহ ২ বলেন দেশ মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হওয়াতে এই প্রথা প্রচলিত হয় । সে যা হা হউক এক্ষণে দেখা যাইতেছে পুরুষ দিগকে যদি প্রণয়ে বন্ধ করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাঁহারা আর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন না । আমার সন্তান দিগের মধ্যে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হই । তাহা ব্যতীত আমার বোধ হয় তুমি এ দেখিয়া থাকিবে অনেক দুশ্চরিত্র পুরুষের সম্ভান হইলে স্বভাব পরিবর্তন হইয়াছে ।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমার বোধ হয় স্ত্রীপুরুষ অধিক ভিন্ন নয় । তবে দুই জনেই যদি সমান প্রবল হই তাহা হইলে অনেক ক্ষতি হই বাস্তব সম্ভবনা । এত জন্য দেখা যাউক এসংসারে তাঁহাকে বড় করা উচিত কি আমার বড় হওয়া উচিত । আমি দেখিতে পাই মধ্যে ২ গর্ভাবস্থায় আমাদের সংসারের কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হয় । অতএব বোধ হয় তিনি রাজা ও আমি মাত্র হইলেই ভাল । যদি বল আমি বাহিরের কিছুই দেখিলাম না কি রূপ স্ত্রী করিব ! শুনিয়াছি প্রসিয়া সেনাপতি মোস্টকি প্রসিয়া হস্তে মস্ত্রনা দিয়া ফ্রান্স জয় করিলেন । আমাদের ও যদি ক্ষমতা থাকে তবে আমরা ও সেই রূপে স্ত্রী করিব । আমরা যদি অক্ষম হই অবশ্যই কষ্ট পাইব । বাঙ্গালি অক্ষম তাই কষ্ট পাইতেছে । আমার স্বামীও বাঙ্গালী— তিনি অক্ষম বলিয়া কি তাঁহাকে হুগ করিব ? তাহা পারবনা তুমি পার করগে ।

* পুঃ উক্ত সকল কারণ ব্যতীত বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাথাকতে ও কতক জন্ম গ্রহণ করিলে সকলে অধিক আনন্দ প্রকাশ-

কোন না, এই সকল ও অন্যান্য কারণে ও পুঙ্খ দিগের দোষ দেওয়া হয় তাহাতে যে তাহাদের দোষ নাই একথা বলা যাইতে পারে - যদি ইচ্ছা হয় পরে বলিব ।

“ বাটিকা

যেমন কদম্ব পুষ্পের গ্রন্থি, চতুর্দিকে কেশর রাজি দ্বারা সমানকৃত, সেইরূপ আমাদের অধিষ্ঠান ভূতর নিখিলে পৃথ্বী, বায়ু, কেশর দ্বারা সমাচ্ছন্ন । এইনাম রাশি উর্দ্ধাদি দশ দিকে ৪০ জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার পূর্বক পৃথিবীস্থ ভূতর, পৈতর ও জলচরাদি জীব জগতের সামান্য ভূগাদি ইহাতে উত্তম রূপে রাজি পর্য্যন্ত সমদয় উদ্ভিদ গণের আনন্দ প্রদানে করিতেছে । কখন বা ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া চেতন, অচেতন ও উদ্ভিত সমুদয়কে চূর্ণীকৃত করিতেছে । কখন বা পাদপ শিরো ভূষণ পুষ্প রাজিকে প্রবঞ্চনা করিয়া হৃদীয় অমূল্য গন্ধ রত্ন হরণ করনান্তর স্বকীয় দেহ বিভূষিত করিয়া গ্রীষ্মাতপ সমুদ্রপু পথিক, গৃহস্থ ধনী, নির্ধন, দীন, দরিদ্র, জ্ঞানী মুখ, বাল, বৃদ্ধ, যুবা, শ্রোড়, অন্ধ, খণ্ড, বধির প্রভৃতি সকলের নিদাঘ পীড়ন সমভাবে মুক্ত করিয়া আনন্দ লহরি প্রবাহিত করিতেছে । কখন বা মিরোকো, লুং, মিসুম, হুয়াতান, সোলান প্রভৃতি নাম ধারণ পূর্বক সাহারা, আরব, স্পেন আদিতে ভীষণ আনন্দ প্রদান করিতেছে ।

মূর্ত্তি গ্রহণ পুরঃসর জীব কুল নিসূদন করাল কৃতান্তের
সহকারী হইতেছে । কখন বা পর্ণ কুটীরস্থ শীতান্ত
দীন, দরিদ্রকে অধিকতর প্রপীড়িত করিতেছে । কখন
বা বৃক্ষ বল্লির শিরোদেশ বিকম্পিত করিয়া ললিত
লহরী ভঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে । কখন বা দক্ষিণ
মহা সামুদ্রিক বাষ্প শ্রেনী মন্দে মন্দে বা সবেগে
বহন করিয়া হিমাচল শৃঙ্গ দেশ স্তম্ভোভিত করিতেছে,
কখন বা মনুষ্য, পোত সংবলিত বেলুন যন্ত্রকে উদ্ধ
দেশে উত্থাপিত করিয়া বিজ্ঞানের অতুল মহিমা
প্রকাশ করিতেছে, কখন বা মহা সমুদ্রে সূচাক্ষু রূপে
প্রবাহিত হইয়া বাণিজ্য বায়ু, মৌসুম বায়ু ইত্যাদি
নাম ধারণ পূর্বক জাহাজাদির গমনা গমনের সুবিধা
করিতেছে, ফলতঃ বায়ুদ্বারা আমাদের কত প্রকার
সুভাশুভ হইতেছে তাহা নির্ণয় করা এই প্রস্তাবের
উদ্দেশ্য নহে, এইবায়ু রাশিতে কিরূপে দুনিবার
ঝটিকার উৎপত্তি হয় এবং তাহার দ্বারা আমাদের
কত প্রকারে ইষ্টানিষ্ট হয় তাহাই বিবৃত করা এই
প্রস্তাবের অবতরণিকা ।

ঝটিকার বিষয় লিখিতে হইলে অগ্রে বায়ুর
কয়েকটা সাধারণ ধর্ম্মের বিষয় জ্ঞাপন করা অবশ্যক ।
প্রথমতঃ, বায়ু সর্ব্বতো ভাবে তরল ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ
যে নিয়মে তরল পদার্থের গতি নিশ্চয় হইয়া থাকে

বায়ু ও সেই নিয়মের অধীনঃ স্ততারং সর্ব প্রকারে তাহাদের ধর্ম ইহাতে বর্তমান আছে । তবে বিশেষ এই যে, তরল পদার্থের আনুবিধিক আকর্ষণ অপেক্ষা কৃত দৃঢ় বলিয়া উহা শীঘ্র উত্তাপাদি দ্বারা ক্ষীত হয়না। কিন্তু বায়ুর আনুবিধিক শক্তি নিতান্ত অল্প বলিয়া তাহা সামান্য উত্তাপে ক্ষীত স্ততারং বিচলিত হয় । বিতীয়তঃ তরল পদার্থের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে উহা সর্বদা সর্বত্র সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার কোন অংশ উচ্চ ও অপরাংশ নিম্ন হয়না । যদি কোন কারণ প্রযুক্ত সমোচ্চতার ব্যত্যয় হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ পদার্থ আন্দোলিত হইয়া সমোচ্চতা রক্ষার চেষ্টাকরে ।

বস্তু মাত্রেই উষ্ণতায় ক্ষীত এবং শীতে সঙ্কুচিত হয় । তবে দৃঢ় পদার্থাপেক্ষায় তরল পদার্থ উষ্ণতায় অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্তহয়, বায়ু তরল পদার্থ মধ্যে সর্বা পেক্ষায় অধিক লঘু স্ততারং তাহা অতি অল্প উত্তাপে ও অধিক ক্ষীত হয় ।

বায়ু স্বভাবতঃ সর্বত্র স্থিরভাবে অবস্থিত করে, কদাপি কোন প্রদেশে সূর্য্যোত্তাপের আধিক্য হইলে অথবা দাবানল কিম্বা অন্যকোন কারণে বায়ু উত্তপ্ত হইলে, উষ্ণতায় ক্ষীত হওন শীলতা ধর্ম্মানুরোধে । তৎক্ষণাৎ ক্ষীত ও অন্যবায়ু হইতে লঘুহয় স্ততারং

উর্দ্ধে গমন করে। ঐ বায়ু যে সময়ে উর্দ্ধ দেশ গমন করিতে থাকে, তখন সমোচ্চতা রক্ষার নিমিত্ত তাহার অপরাপর দিকস্থ শীতল বায়ু তৎ পরিত্যক্ত স্থানে পরিপূরণার্থে তদ্দিগে ধাবমান হয় অতঃপর পূর্বোক্ত দুই নিম্নেই স্থির বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে এবং যে প্রকার বেগেধাবিত হয়, তদনুসারে তাহার ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে বায়ু ঘণ্টায় ২ বা ২½ ক্রোশ স্থানে ভ্রমণ করে তাহা “মন্দ বায়ু” নামে খ্যাত, আর যে বায়ু প্রতিঘণ্টায় ২৫। ৩০ ক্রোশ স্থান ধাবমান হয় তাহাকে সামান্য ঝটিকা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার বেগের পরিমাণ ৭ বা ৮ সের। সকল ঝটিকা সমবেগে প্রবাহিত হয়না এইহেতু ঝটিকা সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারিত করা অসাধ্য নহে। ঝটিকার উৎপাদনার্থে আকাশ গুণে বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণ ও বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ ক্রম অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই।

যদি বিপজ্জাতিগুণ ছুই বায়ু প্রবাহ পরসপর আহত হয়, তাহা হইলে প্রায় ঘূর্ণি বায়ুর উৎপত্তি হয়। কোন এক স্থান হঠাৎ বায়ু শূন্য হইলে তৎ স্থান পরিপূরণার্থে চতুর্দিক হইতে যে বায়ু ধাবমান হয় তাহাতে ও ঘূর্ণি বায়ু উৎপন্ন হয়। এই ঘূর্ণি বায়ু

৪/১/৩৭

পূর্ণমনস্কাম ।
Val II No 10

৪২৪৬

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

২২৭৭

জমাদার ও ভব নাপিতানী সেই ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে
রোহিণী ও বিধুমুখীকে সেই অপরিচিত গৃহস্থের কুঠীতে অপরিচিত
অতিথি পূর্বের তত্ত্বাবধানে মাত্র রাখিয়া, পাশ্চনিবাসে ফিরিয়া
আসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্বে যে গৃহ হইতে সকলে বহির্গত
হইয়াছিল, সেই গৃহের উত্তর দিকস্থ দ্বার উন্মোচিত করিল, দেখিল
গৃহে জ্বালিত দীপ জ্বলিতেছে। উভয়েই গৃহ প্রবেশ করিল।
ভব জিজ্ঞাসা করিল,—

“এখন রাত্রি কত ?,”

জমাদার বলিল,—এখনও দুই প্রহর হয় নাই।, বলিয়া
জমাদার গৃহস্থিত খাটিয়ার উপর বসিল। বসিয়াই অতি বাস্ত-
ভাবে সত্ত্বঃ সংগৃহীত বলয়-কঙ্কণ ব্যাগের মধ্যে হইতে বাঁহির
করিয়া ভবকে দেখাইল। ভব জমাদারের সাময়িক কর্তব্যের
পরিচয় পরস্পরায় বিস্মিত হইল।

জীব মাত্রেই প্রয়োজনের দাস। ভীম প্রতাপী সিংহ
মদী-তটে স্বকান্তরালে নিরীহ ভাবে বসিয়া আছে ; এ নিরীহ
ভাব সিংহের বড় প্রয়োজন—সিংহকে কুধা শাস্তি করিতে হইবে।
সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বকসিধূল ক্রতপক্ষে জলাশয় হইতে কুলায়ো-
দ্দেশে উড়িল, তাহাদের বড় প্রয়োজন, শাবকেরা বাসায় কুধা-
পিপীলিকা দিন রাত্রি ছুটিতেছে ; কেন ছুটিতেছে, জিজ্ঞাস
করিলে উত্তর পাইবে, তাহার বড় প্রয়োজন। আর এ ইংরাজ

কত নদ-নদী, পাঁছাড়-পর্বত, সাগর-উপসাগর, শাখা-সাগর
উল্লেখন করিয়া পাঁচের ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, ভারতের নৈঋত
কৃষিক্ষেত্র খুলিবার নিমিত্ত সিংহ ব্যাঘ্রের প্রতিবাসী হইয়া রহি-
য়াছেন কেন ? উঁহার অর্থের প্রয়োজন । এদিকে যে ঐ দেশীয়
কেরাণীবাবু বেলা নয়টার সময় নাকে-মুখে অল্প-ওঁ জিরা, তাড়া-
তাড়ি চৌরাস্তায় আসিয়া, অশ্ব-শকটের প্রতীকায় দাড়াইয়া
ছিলেন ; সময়ে তাহা পাইলেন না বলিয়া, নিজেই অশ্ববৎ ছুটিতে
লাগিলেন ; উঁহার দাসত্বের প্রয়োজন । আবার ঐ যে সুবককে
রেলওয়ে স্টেশনভিষুখে ‘ট্রেন্ মিস্, হইবার ভয়ে দিগ্বিদিক্
জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে দেখিতেছ, উনি তিন মাসের পর বাটী
যাইতেছেন, উঁহার পকেটে একছড়া ছিরা বসান চিকমালা
রহিয়াছে ; জিজ্ঞাসা কর উঁহার প্রয়োজন কি ? উনি বলিবেন
নব প্রণয়িনীর প্রসন্নতা সাধন । এইরূপ জীব মাত্রেই প্রয়োজনের
দ্বাস ।

জমাদার আজ প্রয়োজনানুরোধে স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারণ
করিয়া, বলয়-কঙ্কণ পরাইয়া দিতে ভব নাপিতানীকে অনুরোধ
করিল । যে হস্ত শত্রু-ঘাতী শাণিত তরবারি ভূয়ণে বিভূষিত
ও পবিত্র হইয়াছে, প্রয়োজনানুরোধে ভব আজ সেই হস্ত রমণী-
বিল্যাস সুলভ-বলয়-ভূয়নে কলঙ্কিত করিয়া দিল । জমাদার পূর্ণ
পরামর্শানুসারে সর্বশরীর রজ্জ্বাচ্ছাদিত করিয়া, খাটিয়ার উপর
শয়ন করিল । ব্যাগটী উপাধান হামে ব্যবহৃত হইল । ভব ও
এক পার্শ্বে উপবেশন করিল । তখনই গৃহের দক্ষিণ দিকস্থ কক্ষ
দ্বারে আঘাত হইল । ভব অসমুচিত্ত ভাবে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া,
অনধিক উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল,—

“কে দোর চেলিল ?,”

নিকটেই এক গুরুত্ব সে কথার কোম উত্তর মাদিয়া, ভব-

সুন্দরীর প্রতি প্রশ্ন করিল,

“এঘরে আর কে আছে ?,,

ভব । “আর আমার মেয়ে ।,,

পুরুষ । “তোমার মেয়েৰ নাম কি ?,,

ভব । “বিধুমুখী ।,,

পুরু । “তোমার নাম কি ?,,

ভব । “রোহিণী ।,,

পুরু । “এঘরে যে আরও লোক ছিল, তাহারা এখন কোথায় ?,,

ভব । “তাহারা স্থানান্তরে গিয়াছে ।,,

পুরু । “একজন না পুরুষ ছিল ?,,

ভব । “ছিল বটে, সেও সন্ধ্যার পর হইতে এখানে নাই, কেবল আমরা মা বেটীতে ঘরে আছি ।,,

পুরু । “এত রাত্রে ঘরে আনো জ্বলে কেন ?,,

ভব । “গামার মেয়েটীর একটু অসুখ হইয়াছে, কাজেই বিদেশে বড় ভয় হইল বলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছি ।,,

পুরু । “কি অসুখ ?,,

ভব । “অসুখ তেমন কিছু নয়, পেট বেদনা মাত্র; কিন্তু উহা ছেলেকাল হইতে কেমন শরীর ভাঙ্গা অস্পেতেই বড় কাতর হয় ।

পুরু । “আচ্ছা-আমার দেখিবার কোন আপত্তি আছে ?,,

ভব । “আপত্তি কি বাবা! তুমিকি কবিরাজ ?,,

পুরু । “হঁ। -আমি এদেশে ডাক্তরি চিকিৎসা করিয়া থাকি ।,,

ভব । “তুমি কিলোক বাবা ?,,

পুরু । “আমি ভদ্র লোকের ছেলে, সে জন্ত তোমার কো সন্দেহ নাই ।,,

ভব । “হঁাবাবা তুমি হটাৎ দোর ঠেলিয়াছিলে কি ভাবিয়া ?

পূৰ্ণ । “এতৰাত্রে ঘৰে আলো দেখিয়া নানা সন্দেহে দোৱে হাত দিয়াছিলাম ।,

ভব । “তা যাহা হউক বাছা! ঘৰে এসে আমাৰ মেয়েটীকে একবাৰ দেখ ।,,

এই আস্থানে পুৰুষ ধীৰে ধীৰে গৃহ প্ৰবেশ কৰিল, এবং ভবসুন্দৰীৰ সন্মুখতানুসাৰে খাটিয়াৰ এক পাৰ্শ্বে উপবেশন কৰিল । পুৰুষেৰ পৰিধানে কালা-ৱেলগুৱে পেড়ে-ধুতি, গাত্ৰে ৱেশমী চায়না-কোটৰ উপৰ শান্তি-পুৰীয় উত্তৰীয় বিস্তৃত ৰহিয়াছে । পুৰুষ উপবেশন কৰিয়াই একবাৰ ক্ষণমধ্যে গৃহেৰ অভ্যন্তৰ ভাগ অতৰ্কিত ভাবে নিৰীক্ষণ কৰিয়া লইল । পৰে ৰুম-চিহ্ন পাছকা ভূষিত পদাণ্ড-দেশে ভূমি স্পৰ্শ কৰিয়া জামু-পৰ্ক স্পন্দিত কৰিতে কৰিতে কহিল,

“একবাৰ হাত দেখিবাৰ প্ৰয়োজন—

ভবসুন্দৰী বস্ত্ৰাচ্ছাদিত জমাদাৰেৰ প্ৰতি লক্ষ কৰিয়া কহিল,

“বিধু একবাৰ বাম-হাতটী বাহিৰ কৰত মা ?,,

“এ কথায় হাত বাহিৰ হইল না । পুনৰপি কহিল,

“উহাৰা ডাক্তাৰ ওঁদেৰ কাছে লজ্জা কি ?—কি হইনাই,,
উনি একবাৰ দেখুন ।,,

“এবাৰেও ভবসুন্দৰীৰ কথাৰ কোন ফল ফলিল না । বৰং জমাদাৰ ঠুনু ঠুনু ঝনাৎ শব্দে পৰিহিত বলয়-কঙ্কণ শিঞ্জিত কৰিয়া, বিপৰীতাভিমুখে পাৰ্শ্ব পৰিবৰ্ত্তন কৰিল । তখন ভব কৃত্ৰিম কোপ-ভৱে কহিল,

“অভাগীৰ বেটী আমায় ঘৰে বাহিৰে জ্বালাইতে লাগিল-
একবাৰ হাত দেখালে তোৰ ক্ষতিটা কি ?—যাহাহয় কৰ, আমি
আৰ তোকে নিয়ে পাবিনা ।,,

“এই সময় হাত দেখাইবার নিমিত্ত ডাক্তর ও অনেক অনুরোধ করিল, প্রবীণতারত সরস কথায় অনুনয় বিনয় করিল; কিন্তু কৌশল-মাখা হাত কিছুতেই বাহির হইল না।

“ভবসুন্দরী এবার উঠিয়া, জমাদারের মুখের নিকট গিয়া কহিল,

“লক্ষীমা আমার, আমার রক্ষা কর, একবার হাতটা দেখাও উনি বসিয়া রহিলেন !”

তথাপি উত্তরাদি কিছুই নাই। এবার ভবসুন্দরী যেন আরও উগ্রতার সহিত কহিল,

“ওগো ডাক্তর! তুমি জোর করিয়া হাত দেখত ? নতুবা আমি উহাকে পারিব না।,,

“ডাক্তর এই কথা শুনিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে - স্মৃতরাং ভবসুন্দরীর আদেশ মত দক্ষিণ-হস্ত প্রসারণ করিল। ভব দীপ-শখা উজ্জ্বল করিয়া দিল। ডাক্তর জমাদারের হস্ত-স্পর্শ-জন্ত বত চেষ্টা করিতে লাগিল, জমাদার আচ্ছাদন-বস্ত্র ততই চাপিয়া ধরিতে লাগিল। এই সময় ভবসুন্দরী সাবধান কটাক্ষে অনুভব করিতে লাগিল, ডাক্তরের হৃদয়স্থ শোণিত-যন্ত্র অস্বাভাবিক ধরতর স্পন্দিত হইয়া উপরি স্থিত বস্ত্রাংশ নিঃশব্দে নাচাইতেছে। ভব আরও দেখিল, ডাক্তর অন্ত্রানুভূতি হইয়া এক অপূর্বভাবে মোহিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া ভবসুন্দরী কৌশলে দীপ নির্বান করিয়া দিল, এবং কহিল,

“দোর খুলিয়া রাখিয়া কি তুর্কুজির কাজই হইয়াছে !” এমন সময় প্রদীপ নিব্বিয়া গেল, বিপদ বুঝিয়া কি বাতাসও বাদে লাগিয়াছে ?,

ডাক্তর। “তাইত—যাহাহউক প্রদীপ জ্বালিতে হইতেছে।,,

ভব। “আমি প্রদীপ জ্বালিয়া আনি।,,

ডাক্তর । “ আপনি এখন কোথায় যাইবেন ? ,

ভব । “ নিকটে যেখানে পাই দেখিয়া আসি । ,

ডাক্তর । “ তবে একজন দোকানদারকে উঠাইয়া দেখুন, আমি এখন একটু স্থানান্তর হইয়া বসি । ,

ভবসুন্দরী প্রদীপ হস্তে করিয়া একবার সকল কথা জাবিয়া ভরে ও বিস্ময়ে গদগদ হইয়া, ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে গিয়া দাড়াইল । এই অবসরে ডাক্তর বস্ত্রাচ্ছাদিত জমাদারকে উভয় হস্তে আলিঙ্গন করিয়া কহিল,

“ বিবুখি ! আমি তোমার চিরভক্ত পিটার্গন, আমি আজ চিরান্তিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গালীর পোষাকে আসিয়া, তোমার মাকে প্রতারণা করিয়াছি ; নিকটেই পান্নিক প্রস্তুত, অনুমতি করিলে এদাস তাহাতে আরোহণ করায় । ,

ডাক্তরের এই কথা বলিবার সময় জমাদার উদ্ঘাটিত ব্যাগের মধ্য হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিল, এবং পিটার্গনের কথার উত্তরে কহিল,

রে পাপিষ্ঠ ! আমিও সেই রজঃপূত জমাদার, কাছার চিরান্তলাষ পূর্ণ হয় দেখ । , জমাদারের এই কথা বলিবার সময়, তাহার হস্তে অন্ধকারেও কি চক্ চক্ করিতেছে ? পাঠক মহাশয় ! দেখিয়াছেনত ? ও কি বিকট আর্ত-নাদ কিসের ? একবার বৈ আরত মনুষ্য শব্দ শুনা গেলনা !—আবার ঐ ঝটপট শব্দ কিসের ? জমাদার অন্ধকারে আপনার অগোচরে শাগিত ছুরিকা ফলক-দ্বারা পিটার্গনের কণ্ঠ-নালী বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ।

অবনী বৈচিত্র্য ।

১

মাগর অধরা বিশাল মেদিনী
শয়িত অনন্ত অধর শয্যাগ,
আদিত্য আপনি আলোক সঞ্চারে
নীহরে পবন চামর ঢুলায় ।

২

ত্রিঃ সহচরী প্রকৃতি সুন্দরী
আপনার হস্তে পরিচর্যা করে ।
অজরা অমরা রূপসী ষোড়শী
বিলাস বিভঙ্গে ভুলায় সংসারে !

৩

রূপে কি গৌরবে মানে কি বৈভবে
নাহিক জীবন্ত তুলনা যাহার,
হেন নারী-রত্ন লভিব বলিয়া
নাহয় সংসারে বাসনা কাহার ?

৪

আশায় উন্মত্ত মানবের মন
বুঝেনা উহার নিগূঢ় বারতা,
ও যে সর্বনাশী রাক্ষসী বিশেষ
কাল ভুজঙ্গিনী মগিতে মগিতা !

৫

যে ছুঁয়েছে ওরে সেই মজিয়াছে ;
তাহারি জন্ম গিয়াছে কাদিতে !

সেই সে বুঝেছে ও মৃগ-তৃষ্ণিকার
 কণিক তৃষিত কুরঙ্গে বাঁধিতে !

৬

কোথায় দুকুল ? কোথা রয় কুল ?
 কোথায় কোঁরব পাণ্ডবের দল ?
 কোথায় হস্তিনা ? কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থ !
 কোথায় দ্বারকা, কোথায় কোশল !

৭

কোথায় আফ্রিসিয়া কোথায় রোতম ?
 কোথায় তৈমুর মামুদ চেঙ্গেজ ?
 কোথায় বাহু-বল গর্ষিত প্লব্ধিত
 দুর্দম মোগল পাঠানের তেজ ?

৮

সাহা কি সুলতান মোগল পাঠান
 আরব আফগান কোথায় এখন ?
 কোথা সে আকবর ভারত ঈশ্বর ?
 কোথা কহিনুর ময়ূর আসন ?

৯

কোথারে কোটাল আলেক-জাওয়ার
 কোথা বোনাপার্ট বীর চুড়ামণি ।
 কোথায় ছানি-বল কোথায় সিজর
 কোথা সে দিনের ক্লাইব কেরানী ?

১০

কোথায় লনিক চাণক্য চতুর
 কোথায় মেকি ভেলি ভয়ঙ্কর ।

কুট-বুদ্ধি-দাতা ? কঠিন হৃদয় ?

সত্য বিসম্বাদি প্রচ্ছন্ন তন্ত্র ।

১১

সকলে গিয়েছে, সকলি হয়েছে

রয়েছে কেবল কীর্তির প্রাস্তন ।

ঘোর হত্যা ভূমি বিকট শ্মশানী

কুৎসিত আদি শত নিদর্শন !

১২

দেখিয়া নাবুকে অজ্ঞান মানব

আশার কুহকে উন্নত জীবন ।

দাঁড়াইয়া সেই শ্মশান ভূমেতে

আবার দেখায় নটের হত্যন !

১৩

আবার দুরাশা চরিতার্থ তরে

চতুর্দিকে ওই ছুটীছে উন্মাদ ।

জলন্ত পাবকে পড়িতে পতঙ্গ

আবার ছুটীছে একি এ প্রমাদ !

১৪

আমার আমার আমার বলিয়া

করিছে পাংগলে ঘোর গণ্ডগোল !

তোমার কেবল চরমের শয্যা

চারি হস্ত ভূমি সমাধি সম্বল !

১৫

কাকনয় পৃথ্বী পৃথিবীর সবাই

(সভ্য আমেরিকা বুকেছে এ কথা)

রাজহু দাসহ সর্ব নেশে শঙ্ক

কে আনিল ভবে সে এখন কোথা ।

১৬

পাইষদি সেই দল্মারে আবার

তুধাই তাহার গোটা দুই কথা ।

দেখি একবার কেমন সেজন,

দেখাই তাহারে মরমের ব্যথা !

১৭

সমাজের স্রষ্টি কে করিল আগে

রাজহু দাসহ তাহারি স্রজন,

তাহারি স্রজিত অকুরে সংসারে

বিষমর ফল ফলিছে এখন ।

১৮

কোথা ভাই সব প্রকৃতির পুত্র

সমাজ স্রঙ্খল বিমুক্ত স্বাধীন ।

নদানন্দ চেতা, সত্য ব্রহ্মজানী

আত্ম-পর এক, স্বার্থ বোধ হীন !

১৯

দেখ সে তোমরা আমাদের দশা ।

আমাদের দুঃখ-দারিদ্র যন্ত্রনা ॥

রোগ শোক তাপ স্বার্থ কণ্ডুয়ণ ।

পরাদীন প্রাণে প্রহার, বেদনা ॥

২০

দেখে যাও আজ সংসারের দশা

সকলি বিকৃত হয়েছ এখন ।

দেখে যাও ভাই ? আমাদের পদে
দামত্য শৃঙ্খল মেজেছে কেমন ।

২১

দেখে যাও ভাই ভবরঙ্গ ভূমে
নটের কল্পিত নাট্য অভিনয়,
ভাড়ের ভণ্ডামি, পুতুলের হতা
পাগলের হান্স কৌতুহল ময় ।

২২

দেখে যাও ভাই-বিকট শ্মশানে
পিশাচের যোর কলহ কোন্দল,
হিংসা নির্ভরতা নর-রক্ত পান
শূন্য বিদারিত ভয়ঙ্কর গোল ।

২৩

দেখে যাও এক বীভৎস রঙ্গেতে
রক্ষিত পৃথিবী, পূর্ববৎ নাই,
এখন এ পৃথ্বী দেখিয়া তোমরা
কখনো চিনিতে পারিবেনা ভাই ।

২৪

ঐ শুন দূরে কসিয়া হুকারে
দেহে টাকী যোর অন্তর দাহেতে,
হ্রাস্ত ক্ষত দেহে দিতেছে প্রলেপ
আসিয়া গভীর গৌরব মদেতে ।

২৫

দুদিক্ লইয়া অস্থির ইংলণ্ড
স্তম্ভরাশী কুলে থাকা ছই চাই,

রহস্য দেখিয়া হাসিছে পাঠান
আতঙ্কে কম্পিত ইণ্ডিয়। সদাই ।

২৬

বরাই লইয়া ব্যস্ত রুটনীয়া
কত দিগে কত দেখায় চটক,
কন্যাকে ভৎসিয়া বধুকে বুঝায়
তথাপি শয়তান নামানে আটক ।

২৭

এক রজ্জু দ্বার। বিংশ কোঠী নরে
বাঁধিয়া নাচার, যেরূপে বাসনা,
দীর্ঘ কালপর পদাঘাতে শীর্ণ
স্বর্গমৃত জীবের যা কর করণা ।

২৮

মরার উপরে খাঁড়ার আঘাৎ
বলিতে কহিতে নাহিক সংসারে,
নির্জীবের রক্ত করিয়া শোধণ
জীবন্তের পদ পূজিছে সাদরে ।

২৯

আজ রাজ পুত্র এসেছে ভ্রমিতে
দাও ভারতীয়া দেহের কবির,
আজ কারুলিয়া নাড়িআছে মাথা
দাও ভারতীয়া কাটিয়া শরীর ।

৩০

কসিয়ার বল দেখাবারি তরে
ভিত্তোরিয়া হবে ভারত দখলী,

অবনত মাথে আর ভারতীয়া

দে দেহের রক্ত হৃৎ-পিণ্ড ছিঁড়ি ?

৩১

কিকরে ভারত ? ভারত নির্জিব,

বিংশ কোটি মৃত লইয়া অন্ধেতে

পৃথিবীর মাঝে ভারত শ্মশান

করে রুটনীয়া যা ইচ্ছা মনেতে :

৩২

মাই ভারতের তীক্ষ্ণ তরবারী

জামেনা ভারত ছাডিতে হুক্মার ।

মার আর রাখ যাকর রুটন,

যা কর সকলি সঙ্গত তোমার !

৩৩

তুমি বলীরান্ দুর্বল ভারত

ভারত তোমার ক্রীড়ার খুঁতুল

তুমি হত্যা কর্তা বিধাতা উহা,

তুমিই উহার ভরসার স্থল

৩৪

মার কাট আর শোষণ করির

বিশ্বাস যাতক নহে ভারতীয়া ;

প্রত্যয় নাহয় খোল ইতিহাস

শুধুতে ভারত রাখে বুকদিয়া ।

৩৫

অসত্য বর্কর আর বত হক্

রাজ ঘোহি নয় হিন্দুর সন্তান ।

নহে মিথ্যা বাদী কপট বন্ধক
সত্য রক্ষা হেতু দিতে পারে প্রাণ ।

৩৬

সরল নেহের কাঙ্গাল ইছারা
স্পর্শ বাক্যে কষ্ট হওনা রুটন ।
সরল হৃদয়ে বলিয়াছি যাঁহা,
আবার বলিব মনের বেদন

৩৭

শুন বা নাশুন ইচ্ছা সে তোমার
স্পর্শ স্পর্শ কব না করিব ডর,
নিগ্রহের চক্ষে দেখ যদি তাঁহে,
হুর্দলের বল আছেন ঈশ্বর ।

৩৮

এই যে ভারত জীবন্ত শ্মশান,
মানব গৌরব সমাদী প্রাসন্ন ।
কত হল গেল সআট মান্ সাহা
তাঁহাদের চিতা নিভেছে এখন ।

৩৯

বা হবার তাঁহা হইয়া গিয়াছে
দেখেছে ভারত অনেক উৎসব;
দেখেছে অনেক রাজস্বয় যজ্ঞ
দেখেছে অনেক সম্পদ বৈতব ।

৪০

যখন রুটন লভে নাই রাজ্য
তখন ভারত রাজ রাজেশ্বরী,

সে দিনের শিশু ছইয়া রুটন
উপেক্ষে ভারতে ওই ছুঃখে মরি ।

৪১

কসিয়ার ভয়ে রাজস্ব কেন ?
কেন আড়ম্বর সাম্রাজ্যের তরে ?
বিশ্বাস সারল্যে ভুসিলে ভারতে ?
শত কসিয়ার কি করিতে পারে ?

৪২

ভারতের বল করিয়া শাসন
বিপক্ষ দমন সহজে হবেনা
দিল্লীর দরবারে আড়ম্বর সার
চটকে কটক আটক রবেনা ।

৪৩

বিপদে সম্পদে ভারত তোমার
দাও ভারতের হস্তে তরবার
একত্রে সদন্তে বিংশ কোটি নরে
জয় জয় শব্দে ছাকক ছকার !

৪৪

ভারত যত্বেপি পায় তরবারি
কার সাধ্য তবে প্রবেশে এখার ?
খাকুক কসিয়া কস কোন তুচ্ছ
দিতেপারে পৃথ্বী জিনিয়া হেলান ।

৪৫

দাও স্বাধীনতা, ফেলাই শৃঙ্খল,
দেখ ভারতের কত বাহুবল !
তাছা না করিয়া শুসিলে কধির
আর্পনার দোষে মজাবে সকল !



পাগলা সমাজ ।

আমি একজন ভ্রমণকারী, সমস্ত দিন পথে ২ বেড়াই এবং সন্ধ্যাকালে বাটী আসিয়া সমস্ত দিন যাহা দেখি কিম্বা শুনি একখানি ক্ষুদ্র খাতায় লিখিয়া রাখি, কারণ এক জন বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলাম যে, প্রত্যহ যাহা আমরা দেখি এবং শুনি যদি সমস্ত মনে রাখিতে পারি তাহা হইলে অনেক উন্নতি হয়। মনে রাখার পরিবর্তে আমি খাতায় তুলিয়া রাখি। কলাকার ঘটনা আনন্দদায়ক বোধ হওয়াতে বিনোদিনী কাননে যাহা অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট পুষ্প রন্ধে পরিপূর্ণ, সেই দিগ্‌মণ্ডল আমোদিত উজ্জ্বল মধ্যে আমার এই সৌরভ হীন পুষ্পবিশিষ্ট অকিঞ্চিৎকর শাল্মলী রন্ধটী রোপন করিলাম। যদি পাঠক বর্ণের মনোরঞ্জন করিতে পারে, ভালই, নচেৎ আমার মৃত্যুর ফল স্বরূপ তাহাদের মনে যাহা উদয় হয় বলিবেন। কল্য শরীর কিছু অসুস্থ থাকায় সমস্ত দিবস কোন খানে যাইতে পারি নাই, সন্ধ্যার সময় ইচ্ছা হইল এক বার নদীর ধারে গিয়া প্রকৃতির শোভা দেখি, কিন্তু আবার ভাবিলাম, প্রত্যহই এক জায়গায় যাইলে হুতন কিছুই দেখিতে পাইব না। সহরের দিকে চলিলাম। খানিক দূর গিয়া বড় রাস্তায় পড়িলাম, আস্তে ২ এদিক ওদিক দেখিতে ২ যাইতেছি, ইতি মধ্যে এক সাইনবোর্ডে ‘পাগলা সমাজ’, লেখা দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া মনে অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইল। কণেক দাড়াইয়া ভাবিলাম, পাগলা সমাজ মানে কি। এটাকি পাগলদের সমাজ? পাগলদের আবার সমাজ কি? যাহাদের বিবেচনা শক্তি রহিত তাহাদের সমাজ আবার কি রূপ সম্ভবে? মনে অনেক প্রকার চিন্তা করিয়া, শেষে

এই স্থির করিলাম যে, অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে । সাহসে ভর করিয়া এক বার যাইয়া দেখি, উহার কি করে । ভয়ে ২ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, এক জন গ্রহরী বসিয়া আস্তে ২ ভজন গাইতেছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “সেপাই-মহাশয় এ সমাজে কি সকলেই যেতে পারে, না লোক বিশেষ । সে উত্তর করিল সকলেই যেতে পারে । যদিচ তাহার উত্তরে একে বারে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতাম কিন্তু ভয়ের কারণে তাহাতে অক্ষম হইয়া সেইখানে কিছুক্ষণ দাড়াইয়া তাহাদের গতিক দেখিতে লাগিলাম । তাহারা পরস্পর কি তর্ক করিতেছিলেন, এবং হাত মুখ নাড়িয়া ক্রোধান্বিত স্বরে কি বলিতেছিলেন । এই সকল দেখিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইহারা যথার্থই পাগল কিন্তু ইহার গুঢ় তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা মনোমধ্যে বলবতী হওয়ায় প্রাণের মায়া ছাড়িয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম । গৃহটি অতি উত্তমরূপে সজ্জিত, চারি ধারে বাতির আল, মধ্যে এক বড় মেজ, তাহার তিন পার্শ্বে তিন খান বেঞ্চী, ও অপর পার্শ্বে এক খান চৌকি । প্রত্যেক বেঞ্চিতে ছয় জন এক চৌকিতে এক জন বসিয়া ছিলেন । ইহাদের সকলের পরিচ্ছদ একই প্রকারে ছিল । তাহাদের দেখিয়া মনে যোগ সংসর্গ উপস্থিত হইল কারণ তাহাদের পরিচ্ছদ অত্র দেশীয়দের মত কিন্তু সকলেই বাঙ্গালার কথা বার্তা কহিতে-ছিলেন । প্রথমে ভাবিলাম হয়ত ইহারা বাঙ্গালা ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন উত্তমরূপে শিক্ষা না হওয়াতে অপর দেশীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া নিজ নিজ ভাব সকল ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে বড় এক আশ্চর্যের বিষয় দেখিলাম যে, পরস্পর পরস্পরকে বাঙ্গলা নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে ছিলেন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইল, কিন্তু

তাহাতে মনোযোগ না দিয়া বেঞ্চির এক পাশে গিয়া বসিলাম । চৌকিতে যিনি বসিয়াছিলেন আমাকে দেখিবামাত্র ত্রাশযুক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কে এবং কোথা হইতে আসিতেছেন? আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলাম আমাহইতে আপনাদের ভয়ের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই আমি এক জন ভ্রমণকারী চারি দিবশ হইল এ দেশে আসিয়াছি । অল্প এই রাস্তাদিয়া যাইতেছিলাম এই বাটিতে অনেক আলোক দেখিয়া কোন প্রকার উৎসব হইতেছে মনে করিয়া হটাৎ প্রবেশ করিয়াছি আমার আগমনে যদি কোন প্রকার আপনাদের অনিষ্ট হইয়া থাকে নিজ গুনে ক্ষমা করিবেন । আমার এই সকল কাতরোক্তি শুনিয়া জিজ্ঞাসু অপরের কানে কানে বলিলেন একান্তিটা বোধ হয় পাড়া গোয়ে মেড়া উহা হইতে আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা দেখিতেছি না এবং আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিম্ন লিখিত রূপে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ।

“ প্রিয় ভ্রাতৃগণ !

দাসত্ব শৃঙ্খলে আর কতকাল বদ্ধ থাকিব । শত্রুদের পদতলে আর কতকাল দলিত হইবে? একবার ভাবিয়া দেখদেখি আমাদের পূর্ব পূর্বষেরা কত দূতর মান্তের সহিত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন । তাঁহারা ভাত মৎস্য আহার করিয়া যতটা স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন আমরা প্রত্যহ গোস্ত, মাখন, পাওকটি, আহার করিয়াও তাহার আট অংশের এক অংশ ও ভোগ করিতে পারিতেছি না ইহার কারণ কি? আমার বিবেচনায় বোধ হইতেছে ঐক্যতার অভাবই ইহার প্রধান কারণ । স্বত্বপি শুদ্ধ ঐক্যতার জন্যই আমরা এত অপমান সহ করিতেছি তাহা হইলে উহা লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রাণ-

পানে চেষ্টা করা উচিত । যদি বল আমরা কি লইয়া স্বাধীনতা লাভ করিব তাহা হইলে তোমরা কাপুরুষ কারণ তোমাদের প্রত্যেকের বাটিতে এক এক ধারাল বটি মৎস্য কুটিবার জন্য নিঃসন্দেহ আছে যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকেরা নুন্যাধিক শত শত মৎস্যের মুণ্ড কাটিয়াছে তোমরা পুরুষ হইয়া কি তাহার দ্বারা এক জন শত্রুর ও প্রাণ নাশ করিতে পারিবে না ? অবশ্যই পারিবে, মনে করিলেই পারিবে । পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই যাহা মনুষ্য মনে করিলে করিতে পারে না । যজ্ঞপি আমার পরামর্শ শুনে এবং স্বাধীনতা লাভ করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকে তাহাহইলে প্রত্যেকে অল্প বাটিতে যাইয়া অশ্বেষণ কর কাহার বাটিতে ভোতাবটি আছে কিনা । যদি থাকে তবে কল্য প্রত্যুষে উঠিয়া কামার বাটী যাইয়া তাহা সানিত করিয়া লও এবং প্রতিজ্ঞাকর যে, প্রত্যহ এক এক করিয়া সজ্জ নিপাত করিব । বক্তৃতা সমাপনান্তর বক্তা স্বস্থানে উপবেশন করিলেন, শ্রোতা বর্ণেরা করতালি দ্বারা নিজ নিজ সম্মুখে প্রকাশ করিয়া সভা ভঙ্গের প্রস্তাব করাতে অচিরে সভা ভঙ্গ হইল রাত্রি অধিক হওয়াতে আমিও গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম, পথ-মধ্যে তাহাদের কাণ্ড অছোপান্ত মনে আন্দোলন করাতে জানিতে পারিলাম যে, উহার যথার্থই পাগল । যাহাদের মধ্যে ঐক্যতা, বল, সাহস ও অস্ত্র সকল বস্তুরই অভাব তাহারা যদি স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টাপার তাহা হইলে তাহাদের পাগল ব্যতিরেক আর কি বলা যাইতে পারে ? বক্তৃতা অনেকের করিতে পারেন কিন্তু কার্য্যে বোধ হয় প্রায় কেহই করেন না ।

শ্রীকাঃ-

“ঝটিকা,”

(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর)

অল্প পরিসর হইলে ধূলিধূজ, ঝুটে বা ভূত নামে খ্যাত হয়। আগাদের দেশীয় সামান্য লোকেরা ইহা স্পর্শ করিলে পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন এই ঘূর্ণি বায়ুর মণ্ডল শতধিক ফ্রোশ পরিসর বিশিষ্ট হয় তখন ইহা প্রকৃত,, ঝড়“ বলিয়া বিখ্যাত হয়, বস্তুতঃ ঝড় মাত্রেই ঘূর্ণিবায়ু, ঝড় কখন ঝাজু ভাবে একদিকে গমন করেনা, সকল ঝড়ই ঘূর্ণন করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তৎকালে যে কোন পদার্থ, তাহার মধ্যে পড়ে তাহার ও গতি ঐ ঝড়ের ন্যায় ঘটে। পাঠক বৃন্দের মনে আপাততঃ এই ভাবের উদয় হইতে পারে, যে, ঝড় সকল অনিয়মে যেদিগে ইচ্ছা সেই দিকেই প্রবাহিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম মাত্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির গতি যে প্রকার স্থির নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, ঝড়ও সেই প্রকার অগুণনীয় নিয়মের অধীন, কদাপি ইহার অন্যথা হয় না।

বিষুব—রেখার দক্ষিণস্থ সমস্ত ঝড় পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে উদ্ভব হইয়া উত্তর ও পূর্ব দিয়া ঘূর্ণন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে প্রস্থান করে। আর নিরক্ষ রেখার উদীচ্য সমস্ত ঝড় প্রাচ্য দেশহইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঘূর্ণন করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়। কোন কোন ঝড় এইরূপে কিছুদূর অগ্রে গমন করিয়া মণ্ডলাকারে প্রত্যাবর্তন করে।

ঝটিকা সম্বন্ধীয় এইনিয়ম অবগত থাকিলে

পোতবাহী নাবিক ও মাজি গণের অনেক উপকার হইয়া থাকে । তাহারা ইহা দ্বারা অনায়াসে ঝড় হইতে পোত ও পোতস্থ সমুদয় প্রাণী ও দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে সক্ষম হয় । আবার অনেক সুবিচক্ষণ নাবিক এই বিদ্যার প্রভাবে, ঝড়ে জলমগ্ন না হইয়া বরং বহু দিবস ও বহু পরিশ্রমে সাধ্য পথ অতি অল্প দিবসে সামান্য পরিশ্রম করিয়া পরিভ্রমণ করে । অনেক অজ্ঞলোকে কহিয়া থাকে ঝড় কিরূপে ভ্রমণ করে তাহা জানিলে ফলকি ? কিন্তু ঝড় কালীন তাহারা সমুদ্র মধ্যে পোতস্থ থাকিলে তাহা-দিগের কৃত-প্রশ্নের উত্তর তাহাদেরই নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে । আজ কাল পোত পরিচালন বিদ্যার আধিক্য হেতু বাণিজ্যাদি কার্যে সততঃ সমুদ্র পথে অসংখ্য জাহাজাদি পরিচালিত হইতেছে । তাহার এক একখানিতে গড়ে ৪০-৫০ জন মনুষ্য থাকিলে, কতজন মনুষ্য সমুদ্র-পথে আছে দেখ । যে বিদ্যা তাহাদের রক্ষার উপায় বিধান করে তাহা যে মহোপকারিণী ও শিক্ষণীয় ইহা পাঠকবর্গ মাত্রেই অবশ্য স্বীকার করিবেন ।

শকট-চক্রের ঘূর্ণন সময়ে তাহার পরিধি যেরূপ বেগে ঘূর্ণন করে, তাহার নৈমী-দেশে তদ্রূপ দ্রুতগতি দৃষ্ট হয়না ? ফলতঃ নৈমী-দেশ সতত স্থির থাকে । বায়ুর ঘূর্ণনে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । ঝড়-মণ্ডলের পরিধি যেরূপ বেগে ঘূর্ণন করে তাহার মধ্য-ভাগে তদপেক্ষা গুরুতর বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে । এইহেতু ঝড়ের সময়ে যে

প্রদেশে ঝড়-মণ্ডলের মধ্য-ভাগ আসিয়া উপস্থিত হয় তথায়—ভয়ানক উপদ্রব ঘটে । তদনন্তর তথায় ঝড় মণ্ডলের শেষভাগ আসিলে, প্রথমে যেদিক হইতে বায়ু আইসে তাহার বিপরীত দিগ হইতে বায়ু প্রবাহ হয় ।

বাতাবর্তের গতির বিষয়ে ও অস্থিরতা আছে । তাহা ঘণ্টায় ৭ হইতে ৫০ জ্যোতিষি ক্রোশ পরিমিত স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারে । বাতাবর্তের ব্যাস সকল প্রদেশে সমান হয়না ? পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহার ব্যাস পরিমাণ ৭ বা ৮ শত, কখন বা ১০ দশ শত জ্যোতিষি ক্রোশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে । ভারত মহাসমুদ্রে ৪ । ৫ শত ক্রোশ এবং চীন সমুদ্রে এই ব্যাস সঙ্কীর্ণ হইয়া ১ বা দেড় শত ক্রোশ হয় ।—

স্থলভাগে বাটিকা প্রবাহিত হইলে, ভূভাগস্থ গৃহ, প্রাচীর, বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতিদ্বারা অবরোধিত স্ততরাং বিপক্ষে গতি ও ত্বরণ নিস্তেজ হয় ; কিন্তু এইমুড় মহাসমুদ্রে অক্লেশে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে এবং কোন বাধা বিদ্যমান নাথাকাতে তথায় আপন প্রভাব উত্তম রূপে প্রচার করিয়া থাকে । আর সেই সময়ে ঝড়ের নির্দ্ধারিত লক্ষণ সমূহ ও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে । পিডিস্টন, রেড্‌ফিল্ড, মরী এবং ব্লীড সাহেবেরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক । ইহাঁদিগের পূর্বে কেহ বাতাবর্তের লক্ষণ—নিরূপণে সফল-প্রয়াস করেন নাই ।

মহা-সমুদ্রের যে অংশদিয়া বাতাবর্ত ধাবিত হয়, তথাকার জল উথিত হইয়া অন্যান্য স্থান অপেক্ষায়

২০ । ২৫ হাত, কখন বা ৪০ । ৫০ হাত পর্য্যন্ত উখিত হয়, কোন কোন সময়ে উহার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ উচ্চ হইয়া ঝড়ের সহিত পরিভ্রমণ করে, এই দ্বীত বারির নাম “ বাতাবর্ত-কল্লোল ” । এই কল্লোল জাহাজাদির পক্ষে অত্যন্ত অপকারক । ত্রিশ সালের ভীষণ ঝড় শত ২ জাহাজ সমুদ্র-বাস-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থলস্থ হইবার ইচ্ছায় যেন এই কল্লোলে আরোহণ করিয়া সমুদ্র-ত্যাগ করত গঙ্গাসাগর-দ্বীপের অভ্যন্তরীণ—রক্ষাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল ।

বাতাবর্তের চতুর্দ্দিগে যে তরঙ্গায়িত জলের স্রোতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাকে “ বাতাবর্ত স্রোতঃ ” শব্দে কহি । পোতবাহি নাবিক দিগের পক্ষে তাহার স্বভাব জ্ঞাত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এস্থলে তাহার বাহ্যিক বর্ণন করা আগার অভিসন্ধেয় নহে ।

বাতাবর্তের সময়ে মুহুঃ মুহুঃ জীমূত-নাদ, বিদ্যুৎ ক্ষরণ ও প্রচুর জলবর্ষণ হইয়া থাকে, ইহাতে অনুমান হয়, বিদ্যুতের সহিত বাতাবর্তের কোন গুঢ় সম্পর্ক থাকিবে । পৃথিবীর অনেক প্রদেশে বাতাবর্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মরিচ-দ্বীপের সন্নিকটস্থ ভারত-সমুদ্র, চীনসমুদ্র, বঙ্গোপসাগর এবং কারিব সমুদ্রে ইহা যেরূপ বেগশালী অন্য কোন স্থানে সে প্রকার লক্ষিত হয়না ।

ভূভাগে যে ঘূর্ণি বায়ুতে ধূলিধ্বজ উৎপন্ন হয় তাহা মহা-সমুদ্রে বা সমুদ্রে প্রবাত হইলে জল-স্তম্ভ উৎপাদন করে । আকাশ হইতে তদ্রূপে মেঘ অবতরণ করত ও জল-স্তম্ভ উৎপন্ন করিয়া থাকে । জল-স্তম্ভ সম্বন্ধে দুই চারি কথা লিখিয়া এই

প্রস্তাবের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম ।

সমুদ্রের যে প্রদেশে জল-স্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তাহার ঠিক উপরিভাগে মেঘমালা দৃষ্ট হইয়া থাকে । সর্বাপ্ত্রে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু উপস্থিত হইয়া তথাকার সমুদয় জল অত্যন্ত বেগে আন্দোলিত করে ; এবং চারি পার্শ্বের তরঙ্গ সমুদায় সেই স্থানের নীচুভাগে দ্রুতবেগে আগমন করিতে থাকে । প্রভূত জল ও জলীয়-বাষ্প অনতি বিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে এবং বাষ্পময় একটা শুণ্ডাকার স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধদিগে উখিত হয় । মেঘ হইতেও ঐরূপ আর একটা শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া তাহার সহিত মিলিত হয় যে স্থানে উভয় শুণ্ডের সংযোগ হয়—সেই স্থানের বিস্তার প্রায় ৩ ফুট হইবে । যে সময়ে জল-স্তম্ভ উৎপন্ন হয় তৎকালে একরূপ গম্ভীর শব্দ শ্রুত হইতে থাকে । এই জল-স্তম্ভ সতত এক স্থানে স্থির ভাবে থাকেনা ; যখন যেদিগে বায়ু প্রবাহত হয় তখন সেই দিগ দিয়া গমন করিতে থাকে । জল-স্তম্ভ সকল অতিউচ্চ বলিয়া উহার ঠিক ঋজু-ভাবে গমন করিতে পারে না—মধ্যে ২ হেলিয়া দুনিয়া চলিতে থাকে । অবশেষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বৃষ্টি-রূপে সমুদ্রোপরি পতিত হয় । আমাদের দেশে যে প্রবাদ আছে, „ইন্দ্র-দেবের—ঐরাবত হস্তী পৃথ্বী তলে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষলতাদি আহার করণান্তর পৃথিবীকে স্তম্ভীতল করণ মানসে বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়া অন্তর্হিত হয় ।” ইহা বোধ হয় কোন জল-স্তম্ভ দৃষ্টে অভিহিত হইয়া থাকিবেক ।—

শ্রীমহেশ্বনাথ ঘোষাল ।

১/৪

১৪০/৪১৫

পূর্ণানুক্ৰম ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । ২৩

পূর্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত পাস্থ নিবাসের উত্তর পার্শ্বে যে রহৎ কূপ আছে, জমাদার ধীরে ধীরে সেই কূপ মধ্যে পিটার্গণের মৃত্যুদেহ নিক্ষেপ করিয়া, ভবসুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিল। যে স্থানে রোহিণী ও বিধুমুখী আছেন, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়াই চলিল। যাইতে যাইতে পশ্চিমধ্যে জমাদার ভবসুন্দরীকে বলিল,

“রাত্রি শেষ হইয়াছে, আমার এখন আর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই, তোমাকে সেই আশ্রয় গৃহের দ্বার পর্যন্ত রাখিয়া আমি যথা স্থানে চলিয়া যাইব।

ভবসুন্দরী কহিল, ‘সে কি? তখন আমাদের দশায় কি হইবে?’

জমা। ‘তোমাদের ভয় কি?’

ভব। ‘আমাদের সকলি ভয়, যাঁহা হইবার তাঁহা হইয় গেল বটে, কিন্তু আমরা এখন যাই কার সঙ্গে?—তোমার কথায় বাড়ীর বাহির হইলাম, একটা সেপোও খুজিলাম না!’

জমা। ‘সঙ্গীর ভাবনা নাই, আশ্রয় কুটারের এক পার্শ্বে যে একজন সন্ন্যাসী গোছের ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন দেখিয়াছ, তিনি তোমাদের সঙ্গে করিয়া কাশী লইয়া যাইবেন।’

ভব। ‘তিনি কাশী যাবেন, তুমি কিশে যানিলে? আর যদিই যান, তা তিনি আমাদের একেবারে অজ্ঞানিত পুরুষ, তাঁর সঙ্গে কি প্রকারে কেমন যাবে?’

জমা । ‘তাকে তোমরা জান না বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় আছে, তিনি পরম বিশ্বাসী, দেবতার তুল্য সত্যাব, তাঁর সঙ্গে কোথাও যাইবার বাধা নাই। আর তিনি তোমাদিগকে যে কাশী লইয়া যাবেন, সে কথাও আমার সঙ্গে ঠিক হইয়াছে।

ভব । ‘তুমি তাঁকে কোথায় চিনিলে ? আর কাশী যাবার পরামর্শইবা কখন করিলে ?

জমা । ‘তিনি আমার অনেক দিনকার পরিচিত।—আর তিনি যে তোমাদিগকে কাশী লইয়া যাইবেন, সে কথা আজই সন্ধ্যা রাত্রে স্থির করিয়াছি।

ভব । ‘আজ সন্ধ্যা-রাত্রে কখন ?

জমা । যখন তোমাদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া আশ্রয় স্থানের অনুসন্ধান বাহির হইলাম, তখনই তাঁর সঙ্গে কথা হইয়াছে।

ভব । ‘তখন তিনি কোথায় ছিলেন ?

জমা । ‘আড়ার নিকটেই।

ভব । ‘এই দুর্ঘটনার সময়েই তুমি তাঁকে কোথায় পাইলে ?

জমা । ‘কয়েক দিন পূর্ব হইতেই তাহাকে পাইয়াছি, তিনি তোমাদের অগোচরে আড়ালে আড়ালে আসিয়াছেন।

ভব । ‘ভাল—রোহিণী আর বিধুমুখী এখন যে বাড়ীতে রহিয়াছেন, সে বাড়ী কি সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের জানা শুনা ছিল ?

জমা । ‘তাঁহারই জানা শুনা ; আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়া আজই জানিলাম মাত্র।

ভব । ‘আমি তোমায় এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ; তুমি পিটার্গনের সর্বনাশ করিতে আগে থাকিতে যে সবল ফিকির গুলি করিলে, তাহাতে আমাকে আশ্চর্য লাগিয়াছে।—

ভূমি অন্তর্যামী ।

জমা । আমি অন্তর্যামী নই, পিটার্গন যে ঐ আড্ডায় ঐ কাণ্ড ঘটাইবে তাহা সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর আর আমি কিছুদিন পূর্ব হইতেই সন্ধান পাইয়াছিলাম ।

যখন এই কথা শেষ হইল, তখন রোহিণী ও বিধুমুখী যে কুটীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, জমাদার সেই কুটীর দেখিতে পাইল । দেখিয়া ভবান্ধরীকে কহিল,—

‘ ঐ কুটীর ।

ভব । ‘ তাহা দেখিতে পাইতেছি ।—কিন্তু ভূমি এখন কোথায় যাইবে ?

জমা । ‘ আমি এখন কাজোয়া চলিলাম, ভূমি এখন ঐ কুটীরের মধ্যে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর ।

এখন পাঠক মহাশয় বোধকরি বুঝিয়াছেন, এই জমাদার এবং ঐ আশ্রয় কুটীরের অতিথি ব্রাহ্মণ ঠাকুর আপনার পূর্ব পরিচিত । এখনও যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে একটু মন নিবেশ করুন । বোধকরি আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যখন বোলাকচাদ কাজোয়া হইতে বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়, এবং তাহার পরেই অমলকৃষ্ণও তথা হইতে অদৃশ্য হন ; সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত কাজোয়ায় আগমন করিয়া, তাঁহাদের উভয়কেই দেখিতে না পাইয়া যার পর নাই কুণ্ঠিতভাবে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে থাকেন । কাজোয়ার নিকটবর্তী অনেক স্থানেই অন্বেষণ করিয়া অমলকৃষ্ণ বা বোলাকচাদের কোন সংবাদ না পাইয়া অবশেষে তথা হইতে কাশী যাত্রা করেন । কাশীতে কত্কা জামাতৃ সন্নিধানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া, সেখানেও অমলকৃষ্ণ প্রভৃতির অনেক অনুসন্ধান করিলেন । তাঁহাদের কোন সমাচার পাইলেন না । অতঃপর তিনি স্থির করিলেন যে, অমলকৃষ্ণ স্বীয় জন্মভূমি ও পরিবারাদির উদ্দেশে বঙ্গদেশ গমন করিয়া থাকিবেন ।—তাঁহার কোঁতুহল বাড়িল—তিনি স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশ যাত্রা করিলেন । তিনি বঙ্গদেশাভিমুখে আসিতে থাকুন ।

বোধ হয় পাঠক মহাশয় এ বিষয়ও বিস্মৃত হয়েন নাই।—
 অল্প দিন হইল একদিন চন্দন নগরের মজুদার গৃহের দ্বিতল
 পাঠ-গৃহে বসিয়া, বিমলা এবং বিধুমুখী মেকয়াবাদীর বেশধারী
 বংশ যষ্টি হস্তে এক অর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষকে একখানি পশ্চিম দেশীয়
 নৌকা হইতে অবতরণ পূর্বক নগরাভিমুখে প্রবেশ করিতে দে-
 খিয়াছিলেন। সেই পুরুষই বোলাকটাদ। বোলাকটাদ চন্দন
 নগরে যথা সাধ্য বিশেষ ক্ষমতা ধারণ করিবারজন্তু সহরে পুলিশ
 ডমাদেবর কার্য্য গ্রহণ করে এবং বিধুমুখীর চরিত্র সম্বন্ধে পুঙ্খানু-
 পুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে থাকে। অনুসন্ধান বিধুমুখীর চরিত্র
 কলঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়। জমাদার ইহাও প্রতিপন্ন
 করিল যে ফিরিঙ্গী পিটার্গণি এতৎ সর্ব্ব প্রকার উপদ্রবের মূল।
 এবং তাহারই চক্রান্তের ফল স্বরূপ রমেশ বাবুর জাল স্বাক্ষরিত
 পত্রদ্বারা অমলকুমার হৃদয়ে বিধুমুখীর পবিত্র হৃদয় কলঙ্কিতবৎ
 প্রভায়মান হয়। = জমাদার ন্যূনাধিক তিনমাসকাল চন্দন নগরে
 থাকিয়া, সকল যথার্থ্য অবগত হইয়া, অবশেষে ভব সুন্দরীর
 সহিত পরামর্শমতে রোহিণীর সহিত কাশী যাত্রা করে। পথি-
 মধ্যে পিটার্গণের হত্যাকাণ্ডে দুই দিবস পূর্বে বঙ্গদেশাভিমুখ-
 যাত্রী ব্রজানন্দ পাণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হয়। জমাদার তাঁহাকে
 অজ্ঞোপায় সমুদায় হস্তান্ত্র অবগত করাইয়া একদিকে বিলম্ব
 সূচী করে। কিন্তু পরমহংস অমল কুমার কোন সংবাদ না
 পাইয়া অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইলেন। এবং জমাদারের পরা-
 মর্শানুসারে বঙ্গদেশ যাত্রা স্থগিত করিলেন। তাহার পরেই
 পিটার্গণের হত্যাকাণ্ডের সংঘটন। এখন পাঠক মহাশয়
 বোধ হয় অবশ্য বুঝিয়াছেন, এই রাত্রে রোহিণী প্রভৃতির আগ্রয়
 কুটীরে যে সংসার ত্যাগী ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়াছেন, ইনিই সেই
 ব্রজানন্দ পাণ্ডিত।

জমাদার কাজোয়া যাত্রা করিলে, ভব সুন্দরী অতি ধীর পদ-
সঞ্চারে দীনভাবে যে কুটীরে রোহিণী আর বিধুমুখী অন্তর্জালা-
ময়ী চিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছেন, সেই কুটীরের দ্বারদেশে ধীর-
ভাবে কম্পিত করিল। পরম হংস বিশেষ বুঝিয়া গৃহ-মধ্য
হইতে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া, ভব সুন্দরীকে গৃহে প্রবেশের অনু-
মতি করিলেন। ভব গৃহে প্রবেশ করিয়া রোহিণীর এক পার্শ্বে
উপবেশন করিল।

পরমহংস ভব নাপিতানীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
জমাদার কোথায় ?

ভব। ‘তিনি এইমাত্র আমাকে এই বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত
রাখিয়া, কহিলেন তিনি কাজোয়ার যাইতেছেন।’

পর। ‘তবে এখন তোমরাও সকলে গা-তোল, রাত্রি শেষ
হইয়াছে, আর যাত্রার বিলম্বে প্রয়োজন নাই।’

আজমাত্র রোহিণী প্রভৃতি গাত্রোত্থান করিলেন। কিন্তু
জমাদারের পুনরাগমনে হতাশ হইয়া রোহিণী ভীত ও বিস্মিত
হইলেন ; এবং ক্ষুদ্রসরে ভবসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কাজোয়া কোথায় ? আর জমাদার হঠাৎ সেখানে গেল
কেন ?

ভবসুন্দরী কোন কথা কহিবার পূর্বেই পরমহংস রোহিণীর
কথার উত্তরে বলিলেন,

‘কাজোয়া এখানকার নিকট বটে, জমাদার সেখানে তার
কোন বিশেষ প্রয়োজনে গিয়াছে, তারজন্ম কোন চিন্তানাই ;
এখন তোমরা আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কাশী যাইতে পারিবে, এবং
সেখানেও বাস-স্থানাদির উত্তম বন্দোবস্ত হইবে, বিনা-সঙ্কোচে
আইস।’

এই কথা বলিয়া পরমহংস গৃহস্থকে জাগরিত করত, তাঁহার

নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক রোহিণী প্রভৃতিকে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইলেন । তাঁহারাও আদেশমত পরম অক্লান্ত পরমহংসের সমভিব্যাহারে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

কতকদূর গমন করিয়া, পশ্চিমধ্যে পরমহংস ভবসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

‘জমাদারের সকল কাজ নির্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছেত ?,

ভব কহিল ‘সকল কাজ কি কি, তাহা জানি না, বাহা জানি, অনুমতি হইলে তাহা জানাই ।,

পর । ‘জানিবার ইচ্ছা আছে বটে, তবে রাত্রি থাকিতে নহে, প্রভাত হইলে সে সব কথা অবগত হইব ।

রোহিণী এই সকল গৃঢ়-মন্ত্র বিষয়ে, প্রথম রাত্রি হইতেই অত্যন্ত কৌতূহলিনী হইয়াছিলেন ; এখনও কৌতূহলের ক্রম চলিতেছে ; তিনি এ পর্য্যন্ত মনের বেগ মনেই সম্বরণ করিতে ছিলেন ; এখন পথে বাহির হইয়া, যেন একটু অবকাশ পাইলেন ; আর পরমহংসকেও বিশেষ প্রশ্ন দেখিয়া, ভরসায় মুখ ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

‘প্রভু . এসকল গোপনীয় কথা কি আমাদের কাছে একবারে প্রকাশ করিতে পারা যায়না ?,

পর । ‘সবই প্রকাশ পাইবে, কিন্তু এখন নহে, রাত্রে গৃঢ়-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কথাবার্তা নিষিদ্ধ । অগ্রে প্রভাত হউক, প্রভাত কেন, জীধামে বাসায় বসিয়া সব কথা জানাইব ।,

রোহি । ‘সেখানে বাসার কি নিশ্চয় আছে, না অন্বেষণ করিতে হইবে ?,

পর । ‘নিশ্চয় আছে,—সেখানে আমার কস্তা জামাতা আছেন ।,

রোহি । ‘আপনার কথা জামতা— ?

পর । ‘হঁা আমারই কথা জামাতা, সে সকলের বিশেষ তত্ত্ব
সেখানে গেলেই বুঝিতে পারিবে ।

কে যায় ।

শুক্লীয়া দশমী গভীর বামিনী

নিঃশ্বনে চলিছে কাল ;

সার্কি দ্বি প্রহরে আকাশ সাগরে,

ডুবিল রক্ত ত খাল ।

বিঘোর আঁধার ঢাকিল সংসার,

কাঁদিল চকোরী তায় ;

শুধু তারাগণ রাজে অগণন,

শ্যামল গগন গায় ;

দিনে দিনমণি তাপিয়া অবনী,

ভুলাইতে অপরাধ ;

এখন লুকিয়া, দিয়াছে রচিয়া,

রতন খচিত ছাদ !

অতি ধীরে ধীরে প্রতি তরু শিরে

বহিছে যুতুল বায়,

লতিকা হেলিয়া আদরে ছলিয়া

পড়িছে পাদপ গায় !

বত পাখিগণ হ'য়ে অচেতন,
 ঘুমায কুনায় তনে ;
 ভ্রমর ভ্রমরী বাপিছে সর্বরী,
 মৃদিত কমল-কোলে !
 সকলি নীরব ; দিবস বিভব
 দেখিতে কিছুই নাই—
 এমন সময় হাহাকার ময়
 ঐ কি শুনিতে পাই ?
 দিগন্ত ব্যাপিয়া গগন ভেদিয়া
 উঠে বাগা-কণ্ঠ-রব—
 শুনে সেই ধ্বনি আকাশ মেদিনী
 চমকি উঠিল সব !
 সপ্ত পারাবাহে উঠে একবারে
 উদ্ভাস বরষাচয় !
 নিচল হিল্লোল করি ভীম রোল
 হইল শব্দ ময় ।
 হুতুল পবন শিহরি তখন
 পরিণত হয় ঝড়ে ;
 ধর ধর ধরি শাখী মর মরি
 উলটি পালটি পড়ে ।
 অতি ধীরি ধীরি অচল কুমারী
 সোহাগিনী সুর ধূনী

যেতেছিল স্বখে, জলধি প্রসুখে

দোলায়ে লহরী শ্রেণী ।

হেন কালে শুনি, রোদনের ধ্বনি

চমকিল গিরিবালা !

ভীম কল কলি সহসা উথলি,

খেলিছে উজান খেলা ;

উঠিল শিহরি ধীর হিমগিরি

সহ তরু-লতা কুল,

শূন্যে জলে স্থলে চমকি সকলে,

জাগিল পরাণী কুল ।

সে করুণ ধ্বনি পুনঃ ঐ শুনি

স্বনিছে জগতি তনে ;

“আহা নরি নরি ‘নন্দন লহরী’—

রোদনেও শুধা গনে !

বাঁশরি বাজিল ! বীণা ঝঙ্কারিল !

অথবা রসাল বনে

বসন্ত প্রদোষে কুহরে সরসে,

পিক—পিক-বধূসনে !”

সরলা অবলা কার কুল-বালা

কোথায় কাঁদে কি লাগি ?

কিছুই না জানি ; কিন্তু ঐ শুনি

কাঁদিতেছে হতভাগী ।

ত্যাগি কার মায়া, যায় কার জায়া,

কাঁদেইবা কেন এত ?

অনুমান করি নহেক এ নারী

সামান্য রমণী মত ।

সামান্য কারণে বৃথা অভিমানে

কঁদু এ রোদন নয় ;

নাহি এ রোদনে লঘুতার সনে

কোন কিছু পরিচয় ।

না হবে তা যদি তবে নিরবধি

জাতীয় হৃদয়ে পশি,

কেন ঐ স্বর হিয়া জ্বালাকর

জ্বালিছে অনল রাশি ?

জহরি না হ'লে চিনিবে কি বলে

জ্যোতিষ্ক রতন-হার ?

কোন্ মূঢ় জন পেয়ে এ রতন

করিতেছে ছারখার ?

কোন্ ছার মতি পাগল প্রকৃতি

পাশাণে বাঁধিয়া বুক,

আলোময় পুরী অবাধে আঁধারি

লভিল বা কোন স্নখ ?

বিষ বোধ ক'রে অমৃত আধারে

কেবা দিল দূরে ফেলি ?

কার গৃহ-লক্ষ্মী সংসারে উপেক্ষি,
 হ'য়ে পাগলিনী প্রায়,
 অজস্র কাঁদিয়া হৃদয় ভেদিয়া
 ভারত ছাড়িয়া যায় !
 কেহ না জানিল কেহ না শুনিল
 কে-বা ঐ দেব-বালা,
 অনন্ত কারণে গভীর রোদনে
 ছুটায় হৃদয়-জ্বালা ?
 ক্রমে কাঁদি কত ভাসায়ে জগত
 নীরবিলা ভগবতী,
 অঁধার সাগরে চিরদিন তরে
 ডুবিল ভারত জ্যোতি ।



যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে ।

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং সন্টমেবহি ॥

হে ভারতবাসি গণ !

আমরা সকলে ইংরাজ-রাজ্যে কেমন সুখস্বচ্ছন্দে
 বাস করিতেছি, চক্ষুরাশ্রুগিলন করিয়া দেখ ! আমরা
 রাজ পুরুষ দিগকে বলিলাম । হে ইংরাজ রাজ-
 পুরুষ বর্গ ! আমরা আপনাদের রাজ্যে বাস করি-

হেছি । অতএব যাহাতে স্বথ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা
নির্বাহ করি ; তাহার উপায় বিধান করুন ! কেননা
“ প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদুরণাদপি । স পিতা
পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ । ” রাজপুরুষগণ
বলিলেন । “ অবশ্য অবশ্য ! অদ্যাবধি আমরা
তোমাদের হিতব্রতে ত্রুতী হইলাম । কি উপায়ে
তোমাগিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, এ কাল পর্যন্ত
তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম । এক্ষণে সমুদয় বুঝিতে
পারিয়াছি ; আর তোমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে
না । তোমাদের যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমা-
দিগকে জানাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া
দিব । সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তিৎ হইও না ; ইহার
পর তোমরা সকলে স্ব স্ব মর্যাদানুসারে স্বথ স্বচ্ছন্দে
সংসার যাত্রা নির্বাহ কর । ” এই কথা শুনিয়া
আমরা আহ্লাদে নিমগ্ন হইলাম । এবং বলিলাম ।

হে রাজগণ ! বস্ত্র বয়নাদিতে আমাদের অত্যন্ত
কষ্ট হয়, আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত
করিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই সুখী হই । তাঁহারা
এইকথা শ্রবণ মাত্র আমাদের স্বর্ণ-প্রসূ ভারতবর্ষ
হইতে সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়া স্বদেশে গমন
করিলেন । এবং স্বদেশীয় উপযুক্ত ভ্রাতৃ বর্গকে
জানাইলেন ; যে, ভারতবর্ষ বাসিরা বস্ত্র বয়নাদি

কার্যে অত্যন্ত ক্লেশবোধ করিতেছে । অতএব অন্যান্য সকলে তাহাদের মঙ্গলা-কাজ্জকায় সচেষ্টি হই, 'আইন ।', এইরূপ পরামর্শানুসারে তাহাদের মধ্য হইতে একদল কোম্পানি বাহির হইয়া প্রথমতঃ তুলার উদ্দেশে দেশ-বিদেশ অনুসন্ধান করত কোথাও পরিমিত তুলা না পাইয়া “মস্তুর সাধন কিম্বা শরীর পতন,, বিবেচনা করিয়া অকূল সাগরে দেহ ভাসাইলেন । ক্রমে জল-চরের ন্যায় সমুদ্র মধ্যে বিচরণ করিতে ২ আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেখানে অপরিচীত তুলা পাওয়া যাইবে । “অতএব এইস্থলে আমাদের একটি ব্যবসায়োপযোগী স্থান রাখা আবশ্যক,, এই বিবেচনা করিয়া তথায় তুলার কারবার আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমশঃ উহা একচেটিয়া করিয়া স্বহস্তে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন । এমন কি এই সকল কারণে তথায় ভয়ানক যুদ্ধাদি হইয়া গেল, তাহাতে ইংরাজ পক্ষীয় অনেক লোক হতাহত হইল । এসমস্ত কষ্ট সহ্য করিলেন, তথাপি ভারতের উপকার সাধনে ত্রুটি করিলেন না ; কেননা “ ভারতের উপকার কার্য ” বলিয়া অঙ্গীকৃত আছেন । এই সমস্ত কাণ্ড অতি ক্রম করিয়া স্বদেশে তুলা আমদানি করিলেন । এবং তাহাতে কোষ্ঠী প্রভৃতি মিশ্রিত করতঃ সুতা বস্ত্র প্রস্তুতোপযোগী ফলের সৃষ্টি করিলেন । এবং তদ্বারা চাক চিক বয় জ্বন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া

ভারতবর্ষীয় বস্ত্রের মূল্যাপেক্ষায় অল্প মূল্যে এখানে বিক্রয় করিতে লাগিলেন । তাহাতে ভারতমধ্যে ইংরাজ দিগের প্রতি ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল । এমন কি এতদেশীয় তন্তুবায় সকলও আপন আপন ব্যবসায়ে এক একবার কিছু কিছু লোকসান দিয়া ঐরূপ বস্ত্র অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া পরিধান করিতে লাগিল । ক্রমে ভারত বর্ষীয় জনগণ ধুতি উড়ানি প্রভৃতির করমাইস দিতে আরম্ভ করিলেন । ইংরাজ তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিলেন ।

অস্বদেশীয় কর্মকার ও সূত্রধরেরা বলিল, মহাশয় ! তন্তুবায় প্রভৃতির প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের ভাগ্যে তাহা কি ঘটিবে না ? ইংরাজ বলিলেন ‘কেন ঘটিবে না ? অবশ্য হইবে’ বলিয়াই তৎক্ষণাৎ স্বদেশ হইতে হাতা, বেড়ি, কড়া, তাওয়া, বল্টু, বাইস, হাতুড়ি, ছুরি, কাঁচি, ক্লু, পেরেক, চাবি, চেয়ার, স্টুল ও টেবেল প্রভৃতি দ্রব্য সকল আনাইয়া দিলেন । এক্ষণ হে কর্মকার সূত্রধর প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ ! তোমরা নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাও, ইংরাজ তোমাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । তোমাদের আর চিন্তা কি ? । এইরূপে আমরা যত উপকার পাই, ততই ধন্যবাদ দিই, রাজপুরুষগণ ততই উৎসাহের সহিত আমাদের উপকার করণে মূঢ় যত্নশীল হন ।

ক্রমে বলিলাম । হে ইংরাজ মহাশয়গণ
আপনারা বে অমৃত-রস পান করেন । কিরূপ তপ
শ্রমাদি সমাধা করিলে আমরা উহা উপভোগ করিতে
সক্ষম হইব । ইংরাজ বলিলেন “আমাদিগের
আরাধনায় তৎপর হও এবং আমাদিগের প্রতি একা-
গ্রত! প্রকাশ কর । অবশ্যই প্রাপ্তকাম হইবে ।
বলিয়া সকল নগরিতে ইহার মনোহর আবাস স্থান
প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং ক্রমে পল্লী প্রভৃতিতেও
আমাইয়া সকলকে উন্নত প্রায় করিয়া তুলিলেন ।
যে একবার পান করিল, সে আর কিছুতেই উহা
ভুলিতে পারিল না ।

আমাদের মধ্যে কেহ বলিলেন হে মহাশয় ! আপ-
নাদের ত্রিদিব প্রচলিত খাদ্য আমরা কি খাইতে
পারি না ? তাঁহারা বলিলেন, কেন ? আমরা স্বহস্তে
উত্তমোত্তম সামগ্রী পাক করিয়া দিতেছি । তোমরা
যথোচিত প্রণামী দিয়া স্বস্থ গৃহে লইয়া———

কেমন ভারতবাসীগণ ! এখন আমরা সভ্য হই-
য়াছি কি না ? আর আমাদের ফুলপুকুরে চটি, গোত্রা-
বরণের পাছুড়ি ও গুয়াপত্র বা বেত্রনির্মিত ছত্র ও
ফুলল তৈল প্রভৃতি ভাল দেখায়না । এখন বিলাসি-
বুট, হ্যাট পেণ্টুলেন, পিরান, কটকিং পেইন বাড়ির
ছাতা, ছড়ি, সাবান, ল্যাবেগার ও পোমেটন

প্রার্থনার প্রয়োজন। অতএব এক বাক্যে ইংরাজদিগকে নিকট প্রার্থনা করিলাম। দয়ালু ইংরাজ, কিছু পা হইবার নহেন, তৎক্ষণাৎ আনাইয়া দিলেন।

এ সকল দ্রব্যাদি পাইলাম বটে, কিন্তু যানারোহণ সম্বন্ধে এ সকল শোভা পায় না; অথচ আনাদের মনোরম ভাগ্যে যানারোহণ অসম্ভব। কি উপায়ে যানারোহণ করিতে পারি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলাম যে অস্বদেশীয় পণ্যোপকরণ নৌকা বা গো যানে আশ্রয়ার্থে যানারোহণ করিতে পারি। তাহাতে উহাদের বড়ই কষ্ট হয়। তাহা হইলে তাহাই অস্বদেশীয় পণ্যোপকরণের নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, মহাশয়! যদি ভারত-মধ্যে যানারোহণের নতুন যানের আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে পণ্যোপকরণী গণের আশ্রয় কষ্ট থাকে না এবং আমরাও এই সকল সম্ভ্রমায় সম্বিত হইয়া স্বচ্ছন্দে দেশ-বিদেশে গমনা গমন করিতে পারি। ইংরাজ দেখিলেন যে ভারতমধ্যে বাসীয়া রথের স্থাপ্তি করিলে অস্বদেশীয় জনগণের হিত সাধন ও আমাদেরও সুন্দররূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাই করিলেন। এবং বলিলেন, “হে ভারতবাসীগণ! আমরা তোমাদের হিতব্রতে ব্রতী। দেখিতেছি যে তোমাদের সংবাদাদি প্রাপ্তির অত্যন্ত অসুবিধা হয়, এবং গো-

ধূমাদি চূর্ণ করিতে তোমরা অপমান বোধ কর
তোমরা মহৎ লোক, এ সকল সামান্য কার্য্য কর
ত্বং সদৃশ জনের লজ্জাকর বটে । অতএব আমর
অদ্যকার দিবস হইতে ঐ সকল কার্য্যে ত্রুতী হই
লাম ।,, বলিয়াই তাড়িত-বার্তাবহ যন্ত্র ও গোধূন
পেশন যন্ত্রাদি স্বদেশ হইতে সহজেই স্বেচ্ছা করিয়া
আনিয়া এ দেশের স্থানে স্থানে বসাইয়া দিলেন
এবং বলিলেন । “ ভারতবাসিগণ ! তোমাদের আর
কি প্রয়োজন আছে ?” আমরা বলিলাম নদী ও
পুষ্করণী প্রভৃতিহইতে জল আনয়ন কপিত ও স্নানাদি
করিতে যাইতে আমাদের অত্যন্ত অসুখ বোধ হয়,
যদি কোন কোণে আমাদের রক্ষন শালা প্রভৃতিতে
জল আনা হয় দেন, তাহা হইলে পবন উপকৃত হই ।
ইংরাজ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিলেন । এবং
বলিলেন “ আর কি প্রয়োজন ?,,

আমরা বলিলাম, মহাশয় ! অস্বদেশীয় ঔষধাদি
দেখিতে সুন্দর নহে, এবং গাছ গাছড়ার ঔষধ খাই-
তেও লজ্জা বোধ হয় ; অতএব আপনারা যে কলিষ্ঠ
তম-পানপাত্রে সুরঞ্জিত, সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ঔষধ সেবন
করেন । যদি আমাদের দেশে উহা প্রচলিত
করেন তাহা হইলে এদেশ ভিন্ন যুগ উপস্থিত হইতে
পারে । ইংরাজ তৎক্ষণাৎ প্রচলিত করিয়া দিলেন ।

এবং তাহাতে অত্রস্থ সমুদায়গণ জরা মরণ ধর্ম্ম অতি ক্রম করিয়া যৌবনেই সকায়ায় সর্গারোহণ করি তেছেন ।

আমরা বলিলাম, মহাশয় ! মধ্য মধ্য বিদেশী-য়েরা আগমন করিয়া ভারত অধিকারের চেষ্টা করি-তেছে ; যদি দৈবাৎ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে কি হইবে ? ইংরাজ বলিলেন ।

“ তাহাতে তোমাদের চিন্তা কি ? আমরা স্বদেশ হইতে সৈন্য আনাইয়া ভারতের চারিদিকেই সাজা-ইয়া রাখিতেছি । ” বলিয়া তাহাই করিলেন । আমরা স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম । ইংরাজ বলিলেন, “ তোমরা নিজ নিজ মনে চিন্তারূপ ক্লেশ ভার বহন করিও না, তোমরা সভ্য ভব্য লোক তোমাদের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই । আমরা সকলই সম্পা-দন করিব । এমন কি যদি তোমাদের স্ত্রী পুরুষে পরস্পর বিবাদ হয়, তাহারও মীমাংসা করিয়া দিব । তজ্জন্য চিন্তা কি ? ” এইরূপ ইংরাজ আমাদিগের যেরূপ উপকার করিতে হয় তাহা করিয়াছেন বলিতে হইবে ; না বলিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয় ।

কিন্তু সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করায় ক্রমশঃ আমাদের সঞ্চিত ধন সকল নিঃশেষ হইতে

লাগিল । তখন কিকিম্বোহাপগতে বলিলাম । রাজ-
গণ । এক্ষণ আমরা কি উপায়ে জীবিকা নির্বাহ
করিব । ইংরাজ বলিলেন, “ তোমরা তাহা স্থির
করিয়া বল, যাহা বলিবে আমরা তাহা তখনই কার্য্যে
পরিণত করিয়া দিব ।” আমরা ভাবিলাম যে লেখা
পড়া শিক্ষা ব্যতীত রীতিমত অন্ন সংস্থান হইবার
ও মর্য্যাদা থাকিবার সম্ভাবনা নাই । অতএব হে
রাজ পুরুষগণ ! আমরা “ত” একাল পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত
ছিলাম । অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের বিদ্যা
শিক্ষার উপায় বিধান করুন । ইংরাজ বলিলেন তবে
অগ্রে আমাদের ভাষা শিক্ষা কর; নতুবা সুবিধা হইতে
পারে না ।” বলিয়াই, প্রধান প্রধান নগরে কলেজ
ও পল্লী প্রভৃতি নানা স্থানে সামান্য সামান্য বিদ্যালয়
প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন । আমরাও রাজভাষা বিবে-
চনায় স্বদেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় ও তত্তৎ
ভাষাস্থ গ্রন্থে জলাঞ্জলি দিয়া তাহাতেই উন্মত্ত প্রায়
হইলাম । এবং ভাবিলাম যে, এই ভাষা শিক্ষা
করিলে আমরা এই স্থানের সিবিলিয়ান হইব । তাহা
হইলেই প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা হইবে । এইরূপে
ইংরাজি ভাষায় অনেকে কৃতবিদ্য হইলাম, এবং
বলিলাম, হে রাজপুরুষবর্গ ! আমাদিগকে সিবিলিয়ান
করুন । তাহাতে হারা বলিলেন ‘তোমরা নেটিক,

একবারে এতাদৃশ কার্য্য-ভার সম্পন্ন করিতে পারিবে না ক্রমশঃ হইবে।” বলিয়া কতক গুলি কার্য্যের পথ আবিষ্কার করিলেন। যথা কেরানিগিরী, শিক্ষকতা, পেয়াদাগিরি, হরকরার কার্য্য ও রেইলওয়ে-টেলি গ্রাফের সামান্য কৰ্ম্ম প্রভৃতি। আমরা অনেকে ঐ সকল কার্য্যোপযোগী লেখা পড়া শিখিতে লাগিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত কার্য্য লালসায় দৌড়া দৌড় করিতে লাগিলাম। ইংরাজ দেখিলেন যে, ইং-ভাল বটে তবে ইহাদিগকে উন্নত পদ প্রদানের আবশ্যকতা নাই। আমরাও চাকুরির পথ খোলা পাইয়া এক এক কার্য্যের শত সহস্র লোক প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ইংরাজ প্রথমে যে পদে যে বেতন দিতেছিলেন। এক্ষণে আর তাহা দিলেন না, কমা ইলেন। আর আমাদেরও অন্ন সংস্থান অর্থাৎ চাকুরী হইয়াছে, আর চিন্তা কি ? এই সাহসে অঙ্কুত হইয়া উঠিলাম। কেননা আমরা চাকুরে ! এই রূপে চাকুরের কার্য্যে অনেক লোক প্রস্তুত হইলান চাকুরি আর মেলে না। তখন ইংরাজদিগের নিকট সরল মনে প্রার্থনা করিলাম। মহাশয় ! এসকল সামান্য চাকুরিতে আর আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে না। এবং ইহাতেও অনেক লোক চাকুরি অভাবে বসিয়া আছে। অতএব আমাদিগকে বড় বড়

কার্য্য দিউন, এবং উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা শিক্ষা দিউন, নতুবা চলে না, এবং মর্যাদাও থাকে না। তাহাতে ইংরাজ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, “ইহারা এবার আমাদের সরস্বতী রাখিতে দেব না, ইহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। অতএব ইহাদিগকে কোন মতে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হইবে না, এবং যাহা মধ্যাঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। তাহাতেও কৌশলে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিতে হইবে,” বলিয়া ব্রহ্মউপযোগী অনেক কার্য্যও করিলেন। চক্ষু মেলিয়া দেখি ! এখন আমাদের শিল্প শক্তি, প্রভৃতি সকল পথ অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা ভাসিয়া বেড়াইতেছি। জড় পদার্থের ন্যায় সাহাব্য সাপেক্ষ হইয়া যায় ! আমাদের কি দশা হইল !

শ্রীঃ

পদ্য মহাভারত ।*

বাঙ্গালী ভাষার এই নবাবুদয়ের সময়, এই সময়ে ইহা একটা (কুস) সাগরবৎ প্রতীক্ষমান হইতেছে। এই মৃতন সাগরে মৃতন তরঙ্গ উঠাইতে সকলেই কোঁড়ুহনী। ছোট বড় সকলেরই সাধ যায় নিজের উত্তোলিত তরঙ্গে একবার নিজের দেহ ভাসাইয়া, সাগরের একূল ওকূল বুড়িয়া সম্বরণ দেয়। সে সাধ কাহারও মিটে কাহারও মিটে না। কেহ এত ব্যস্ত যে অন্তঃকরণ

* মূল সংস্কৃত ছইতে গ্রীষ্মক নিম্নাই চরণ সিংহ কর্তৃক বাঙ্গালী পদ্যে অনুবাদিত ; হর্ষলী বুধোদয়-যজ্ঞ ছইতে ওকণিত

করণ হইয়া। একটা বালক লোফে নিঃক্ষেপেই তরঙ্গ তুলিতে চায় ;
 সমুদ্র-বক্ষে বালক-লোফে-তরঙ্গ তত কাজের হয় না, স্মরণঃ
 সে হাস্যস্পন্দ হয়। সে হাস্য আমি মানিলাম, তুমি মানিলে না,
 তুমি বুঝিলে এ সমুদ্র সাধারণের সম্পত্তি, ইহার উপর বাছাব
 বাছা ইচ্ছা সে তাহা করিতে পারে। স্মরণঃ তুমি নব্য যুবক
 আপনার দাওয়া ছাড়িবে কেন ? অনুমান সারে তিন পৃষ্ঠা
 নাটকের আঘাতে এই ভাস-সমুদ্রে তরঙ্গ তুলিতে গিয়া সামান্য
 অংশ উলটু পালটু খাইয়া গোম্পাদ গ্রাম'গ স্থান ঘোলা করিবে
 মাত্র,—তরঙ্গ উঠিল না। তুমি অধ্যবসায়ী পুরুষ, বড় লঙ্কান
 মাথা মাখি হঠাৎ সাত দিনের মধ্যে সাতশত পৃষ্ঠা এক নভেল
 লিখিলে,—এবার বড় আনন্দ, এই বহু বস্তুর আঘাতে সাগর
 আলোড়িত হইয়া উঠিবে। কিন্তু নিঃক্ষেপ কালে দেখা গেল
 তাহা অতি লঘু, সোলায় নির্মিত, জল-স্পর্শ মাত্র ভাসিয়া উঠিল,—
 তাহাতে তরঙ্গ উঠিল না।

তাই বলি একটু চাপিয়া চলিলে ভাল হয় না ? ঐ দেখ
 স্মৃষ্ক-শৃঙ্গ সকল কত বেগে পড়িতেছে, তবে তরঙ্গ উঠিতেছে :
 অথচ ঐ বিপুল তরঙ্গে নীলাশ্ব-রাশির বিন্দুমান কল্পিত হইতেছে
 না। আবার দেখ উপকরণ নির্বাচন গুণে ঐ ক্ষুদ্র উপল খণ্ড
 গুলির নিঃক্ষেপে সমুদ্র গভীর আঘাত পাইয়া কত নব নব অদ্ভুত
 তরঙ্গ-রাজী তুলিয়া তুলিয়া গেলিতেছে।—আমাদিগের আজি-
 কার প্রস্তুত 'পদ্য মহাভারত'। ঐরূপ একটা অচল-শৃঙ্গের
 স্রাব গুরুবস্ত্র, অথচ কোমল দর্শন। ইহা আপন মহত্ব বলে ঐ
 ভাষা-সাগরে পড়িয়া কলময়ী নবীন 'মীল লছরী-মালা তুলিয়া
 জীব-মদে নাচিয়া খেলিল জগৎ ভুলাইতেছে।

পাঠক ! প্রশংসনা বড় বাড়া বাড়ি হইল কি ?—না তুমি
 যে হও ইহার বাড়ি বাড়ি ভাবিতে অবকাশ পাইবে না ! তুমি

পদ্য মহাভারত ।

যদি কাব্য-তাত্ত্বিক বা আলঙ্কারিক হইয়া মহাভারতের রস-ভাবা-
দির অন্বেষণ করিতে চাও, তবে একবার মরিয়া দেখ, ভীষ্মে
ধর্ম-বর্ষ কখনে এবং অর্জুনের গাণ্ডীব হস্তারে তোমার মৃত
দেহে জীবনী সঞ্চার হয় কি না? তুমি যদি সংস্কারক হও, তবে
মহাভারতের রাজনীতি ধর্ম-নীতি, সমাজ নীতির প্রতি মনঃচক্ৰ-
কম্পন করিয়া দেখ, তোমার হৃদয়ে কেমন এক চমৎকার আন-
ন্দের উৎস উঠে কি না? তুমি যদি কুট মন্ত্রী হও, তবে মহাভার-
তের রাজকর্মের গুটতম মন্ত্রণা-চক্রের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখ,
অভেদ্য চক্রান্ত পরস্পরার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাও কি না?
আর তুমি যদি হিন্দু হও, তবে আর একটু 'মহিমা' আইস, মহা-
ভারতের চিত্রে ঐ দেখ দেখি, তোমার আর্ধ্য দিগের জাতীয়
প্রকৃতির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি অবলোকন করিয়া তোমার হৃদয়-তন্ত্রী
অপূর্ব ভাবে অপূর্ব প্রেমে স্পৃষ্ট হইয়া নানাতানে বাজিয়া
উঠে কি না? (বাস্তবিক মহাভারত হিন্দু মহাবীর পবিত্র জ্যোতি
তাই বলি তুমি যে হও, মহাভারতের অতি প্রশংসা তো
অভ্যাক্তি বোধ হইবে না।

তবে এ কথা মত বটে, যে মহাভারতের এই মূলমন্ত্র গৌরব
মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সহস্রযোদ্ধার
মাত্র। কিন্তু সেই মহাভারতের বাহ্যিক পদ্য অলঙ্কার এবং
প্রচারে আমাদের হৃদয় অনুবাদক কতদূর কতকাঁচ হইয়াছে
তাহাই এ স্থলে সমালোচ্য।

কোন প্রকারে যত্ন প্রকাশ করিবেন, তিনিই আমাদের হৃদয়ের
সহিত ধন্যবাদের পাত্র ।

দ্বিতীয়তঃ । আমরা ব্যাকরণ এবং ভাবার্থ রক্ষার সহিত
ভাষান্তরকেই অনুবাদ বলিয়া মানিতে পারি না । যিনি কোন
চিত্রের আকার, অবয়ব, গঠন বা নথ কেশ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া
দেখিয়া লইয়া স্বীয় হৃদয় দর্পণে অবিকৃতভাবে বসাইতে পারেন,
এবং সেই চিত্র আদর্শ করিয়া বর্ণান্তরে তাহার গঠনাদির অবিক-
লত্ব ফলাইয়া, অন্তের নেত্রে মূল্যবয়ব দেখাইতে পারেন, তিনিই
প্রকৃত চিত্র কর—তিনিই অনুবাদক । রাবণ বধোদ্দেশ-সঙ্কল্পিত
রাম চক্রেয় চণ্ডী পূজা কালীন তাঁহার অশ্রুস্ফাষিত মুখ-মণ্ডল ও
হৃদয়ের তলস্র ভাব, কিম্বা সভা স্থলে আনীতা জ্যোতীর বস্ত্র
ছুরণ কালীন তাঁহার মলজ্জ অথচ কালানল সদৃশী চক্ষুজ্বালাময়ী
রসম কান্তি, অথবা মুক্ত-বাতায়নোপবিষ্ট রোমির অঙ্গুলি-মালা
শ্যাম কপোলতল দর্শনে নায়িকার আত্মপ্তি বিহীনতা ভাষা-
স্তর পার্শ্ব হৃদয় ক্ষেত্রে যিনি তত্ত্বাব জ্যাপিরূপে চিত্র আঁকিতে
দেখাইতে পারেন, তিনিই অনুবাদক । উক্ত বিধ চিত্র আঁকিতে
যে যে শক্তির আবশ্যক, আমাদের মতে এই পদ্য মহাভারতের
অনুবাদকের সেই সেই শক্তির স্বভাব নাই ।

তৃতীয়তঃ । অনুবাদের ভাষা অতি প্রাক্কল ও সুপাঠ্য হইরাছে
আর নিতান্ত অনুরোধ ব্যতীত শব্দ সকলের কোমলতা রক্ষা
করিতে যত্ন প্রদর্শনের ক্রটি হয় নাই ।

চতুর্থতঃ । কয়েকখানি বাঙ্গালা গদ্য মহাভারত এবং কাশী-
আমাদের পদ্য মহাভারত বর্ত্তমানেও যে এই সুতর পদ্য অনু-
বাদের প্রয়োজনীয়তা আছে—